নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

রোববার
২০ অক্টোবর ২০২৪
৪ কার্তিক ১৪৩১, ১৬ রবিউস সানি ১৪৪৬
প্র স্বপ্ননিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৩৯

সংলাপ শেষে সরকারি ব্রিফিং

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আ.লীগের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হবে। নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হলে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শেষে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য খুব দ্রুতই সার্চ কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের পর আলোচনার বিষয়গুলো তুলে ধরতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাহফুজ আলম এ কথা বলেন। সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সামনে রেখে গতকাল শনিবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এই সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছে। কয়েকটি দল জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সড়ক দুর্ঘটনা পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে ঢাকামুখী যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে পড়ে যায়। সড়কের পাশের গাছপালার সঙ্গে আটকে যায় বাসটি। এ সময় যাত্রীদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন স্থানীয় লোকজন। আটকে পড়া যাত্রীদের জানালা দিয়ে বের করে আনা হয়। গতকাল সকাল সাতটায় মাদারীপুরের ছাগলছিড়ায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে। ছবি : অজয় কুন্ডু

সংবাদপত্র ও প্রচারসংখ্যা নিয়ে অবিশ্বাস্য তথ্য

গণমাধ্যমের হালচাল ১

ডিএফপি

সংবাদপত্র নিয়ে ডিএফপির পরিসংখ্যান দেখলে যে কারও চোখ কপালে উঠবে। ভুল ও অবিশ্বাস্য তথ্য দিয়ে বছরের পর বছর হালনাগাদ করা হচ্ছে তালিকা।

- দেশে কেবল মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা আছে ৫৮৪টি। যদিও বেশির ভাগ পত্রিকা নামসর্বস্ব।
- সরকারি হিসাব বলছে, দেশে পত্রিকার সংখ্যা ও প্রচারসংখ্যা বাড়ছে। যদিও জরিপ বলছে, পাঠক কমছে।
- প্রচারসংখ্যার ওপর সরকারি বিজ্ঞাপনের দর নির্ভর করে। তাই বাড়িয়ে দেখানোর অভিযোগ।

রিয়াদুল করিম, *ঢাকা*

আপনি দেশের কয়টি পত্রিকার নাম জানেন? ১০, ২০, ৩০টি? সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) তথ্য অনুযায়ী, এখন দেশে কেবল মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা আছে ৫৮৪টি। এর মধ্যে ২৮৪টি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

অবশ্য এসব পত্রিকার বেশির ভাগেরই নাম পাঠকেরা কখনো শোনেননি। বাজারে নামসর্বস্ব এসব পত্রিকা খুঁজে পাওয়াটাও অনেকটা দুঃসাধ্য সাধনের মতো। কারণ, ঢাকার হকাররা বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে বিলি করেন কমবেশি ৫৪টি দৈনিক পত্রিকা। এই ৫৪টির সব কটি আপনি সব সময় পাবেন না। কিছু পত্রিকার দেখা পাওয়া যাবে শুধু নগরের কিছু দেয়ালে।

এ তো গেল পত্রিকার সংখ্যা। ডিএফপির নির্ধারণ করা পত্রিকার প্রচারসংখ্যাও বিস্ময়কর। সরকারি হিসাব বলছে, ১৭ কোটি মানুষের দেশে প্রতিদিন সব মিলিয়ে ১ কোটি ৮৫ লাখ কপির বেশি পত্রিকা ছাপা হচ্ছে! অর্থাৎ প্রতি ৯ জনের বিপরীতে এক কপি পত্রিকা ছাপা হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

গাজায় ৩৭ ফিলিস্তিনি নিহত

ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর বাসভবনে ড্রোন হামলা

এএফপি, *জেরুজালেম*

নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনে ড্রোন হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল শনিবার তেল আবিব শহরের উত্তরে সিজারিয়া এলাকায় ওই বাসভবনে আঘাত হানে লেবানন থেকে উড়ে আসা একটি ড্রোন। এদিন ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে বিপুলসংখ্যক রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

» **সিনওয়ারের পর হামাসের নতুন প্রধান কে হচ্ছেন** পৃষ্ঠা ১৩

আন্দালিব রহমান পার্থ ও নুরুল হকের সাক্ষাৎকার।

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

প্রভাবশালীদের দুর্নীতি অনুসন্ধানে ধীরগতি, ২ মাসে মাত্র ১টি মামলা

দুর্নীতি দমন কমিশন

কারও বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন বা অর্থ পাচারের অভিযোগ এলে আগে অনুসন্ধান করে দুদক, পরে মামলা করা হয়।

নুরুল আমিন, *ঢাকা*

- রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে গত দুই মাসে শুধু সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পেরেছে দুদক।
- অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে এখন অনুসন্ধান চলছে সাবেক ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১৭৯ জনের বিরুদ্ধে।

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে প্রভাবশালী ১৮০ জনের অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তবে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। অনুসন্ধান শেষ করে গত দুই মাসে দুদক মামলা করতে পেরেছে মাত্র একটি।

মামলাটি হয়েছে ৯ অক্টোবর। অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছে দুদক। এ মামলায় আসাদুজ্জামান খানের স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়েকেও আসামি করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মনির হোসেনও এ মামলার আসামি।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হলেও অন্য প্রভাবশালীদের অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। নির্বাচনী হলফনামার তথ্যের ভিত্তিতে সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের সম্পদ কত গুণ বেড়েছে, সেই তথ্য বের করে রেখেছেন অনুসন্ধানে যুক্ত থাকা দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

দুদক আইন অনুযায়ী, কারও বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন বা অর্থ পাচারের অভিযোগ এলে আগে বিষয়টি অনুসন্ধান করতে হয়। অনুসন্ধানে অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে মামলা করা হয়। এরপর দুদক নিয়োজিত একজন তদন্ত কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করেন। তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

দুদক সূত্র বলছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে, তাঁদের কার কত সম্পদ, সেটা জানতে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও সাবরেজিস্ট্রার কার্যালয়গুলোতে চিঠি পাঠিয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে। তবে এসব সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তেমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

দুর্নীতি অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঁচজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে দুদকের কোনো চুক্তি নেই। সাধারণত দুদক থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য পেতে ডাকযোগে চিঠি পাঠানো হয়। চিঠি পৌঁছাতে এক সপ্তাহের মতো সময় চলে যায়। আবার

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নতুন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নের পথ মোটেই মসৃণ নয়

মতবিনিময়

‘নাগরিক সমাজ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক জাতীয় মতবিনিময় সভা। বক্তারা বলেছেন, নতুন প্রেক্ষাপটে আশার পাশাপাশি শঙ্কাও রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ শুধু বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া নয়, সার্বিকভাবেই রাষ্ট্র পুনর্গঠনের একটি সুযোগ করে দিয়েছে। নতুন প্রেক্ষাপটে সবাই আশাবাদী হতে চান; কিন্তু এখানে শঙ্কারও কারণ আছে। অন্তর্বর্তী সরকারের বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং নতুন রাষ্ট্র গঠনে স্বপ্নের পথ মোটেই মসৃণ নয়।

গতকাল শনিবার ‘নাগরিক সমাজ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক জাতীয় মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথাগুলো বলেছেন। বাংলাদেশে কর্মরত তিন শতাধিক বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সংগঠন ও প্ল্যাটফর্ম, নারী আন্দোলন, মানবাধিকার সংগঠন, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং গবেষকদের ঐক্যজোট ‘সিএসও অ্যালায়েন্স’ রাজধানীর একটি হোটেলে ওই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ পরিবর্তনের একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। শুধু বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠন নয়, সার্বিকভাবে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তবে একপেশে চিন্তার মধ্যে আটকে গেলে সমস্যা—এমন মন্তব্য করে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, যে প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে, সেখানে রাজনীতিকে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আজকের আবহাওয়া

খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৮ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সীতাকুণ্ডে ৩৪.৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : ডিমলায় ২১.৫° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪ :৪৪	মাগরিব	৫ :৩২
জোহর	১১ :৪৭	এশা	৬ :৪৬
আসর	৩ :৫২	কাল ফজর	৪ :৪৫

নির্বাচনের সময় নিয়ে বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

নির্বাচনের সময় নিয়ে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'পলিসি ডিসিশন' (নীতিনির্ধারণী ঘোষণা)। এর সময় সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ঠিক হবে। তিনিই একমাত্র নির্বাচনের সময় ঘোষণার এখতিয়ার রাখেন।

চ্যানেল আইয়ের 'আজকের সংবাদপত্র' অনুষ্ঠানে দৈনিক *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা গত বৃহস্পতিবার রাতে বলেছিলেন, আগামী বছরের মধ্যে নির্বাচন করাটা সম্ভব হতে পারে। তবে এতে অনেকগুলো 'ফ্যাক্টর' আছে বলে তিনি মনে করেন। এটি তাঁর প্রাথমিক অনুমান বলেও তিনি জানান।

গতকাল শনিবার দেওয়া ব্যাখ্যায় আইন উপদেষ্টা বলেন, 'সম্প্রতি একটি টিভি আলোচনায় আমি বলেছি, নির্বাচন হয়তো আগামী বছরের মধ্যে সম্ভব হতে পারে; তবে এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর রয়েছে। সেখানে এসব ফ্যাক্টর পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাইনি; কিন্তু আমাদের সরকারের কথা থেকে সবাই বুঝবেন যে নির্বাচনের জন্য সংস্কার ও রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলা হয়। এগুলোই সেই ফ্যাক্টর।'

আসিফ নজরুল বলেন, 'সংস্কারের কথা আমিও অনুষ্ঠানে বলেছি। আরও কিছু ফ্যাক্টর আমি অনুষ্ঠানটিতে ব্যাখ্যা করেছি, যেমন সার্চ কমিটি ও নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি। এসব ফ্যাক্টর ঠিক থাকলে নির্বাচন হয়তো হতে পারে আগামী বছর। বলেছি, এটাও আমার প্রাথমিক অনুমান।'

আসিফ নজরুল বলেন, এই শর্তভিত্তিক ধারণা ও অনুমানকে কিছু গণমাধ্যম নির্বাচনের সময় ঘোষণা হিসেবে দেখাচ্ছে। বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলছেন, এটা সঠিক নয়।

ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে রিভিউ আবেদনের শুনানি আজ

বিচারপতিদের অপসারণ

বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিতে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী এনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিতে আনা হয়েছিল সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী। এই সংশোধনী বাতিলের রায় বহাল রেখেছিলেন সর্বোচ্চ আদালত। সেটা পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনটি শুনানির জন্য আজ রোববার সর্বোচ্চ আদালতে উঠছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের আজকের কার্যতালিকায় ১ নম্বর ক্রমিকে রয়েছে এই রিভিউ আবেদন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আমলে রিভিউ আবেদনটি করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ।

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গতকাল শনিবার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা শুনানির জন্য প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে বাড়তি কোনো যুক্তি তুলে ধরা হবে।'

বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিতে ২০১৪ সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল আনে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। ওই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর বিলটি সংসদে পাস হয়।

পরে এর বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করেন নয়জন আইনজীবী। ২০১৬ সালের ৫ মে হাইকোর্টের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে। একই বছরের ৩ জুলাই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার (এস কে সিনহা) নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মতিতে আপিল খারিজ করে রায় দেন। ফলে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকে।

আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালের ১ আগস্ট। বিচারপতি সিনহা তাঁর লেখা রায়ে গণতন্ত্র, রাজনীতি, সামরিক শাসন, নির্বাচন কমিশন, সুশাসন, দুর্নীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দেন। রায়ে তাঁর বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগের সরকারের মন্ত্রী, দলীয় নেতা ও দলটির সমর্থক আইনজীবীরা। তাঁরা প্রধান বিচারপতি সিনহার পদত্যাগের দাবি তোলেন।

একপর্যায়ে বিচারপতি সিনহা ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যান। তাঁকে অসুস্থতার কথা বলে ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও তখন আলোচনা ছিল। যদিও ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর বিদেশে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, তিনি অসুস্থ নন, ক্ষমতাসীনদের সমালোচনায় তিনি বিব্রত। পরে অবশ্য বিদেশে থাকা অবস্থায়ই তিনি পদত্যাগ করেন। আর দেশে ফেরেননি।

এদিকে ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে ২০১৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা শুনানির জন্য প্রস্তুত। আপিল বিভাগের রায় অনুসারে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। তবে এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা রিভিউ আবেদন শুনানির মধ্য দিয়ে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হবে।'

শেখ হাসিনা সরকারের পতন ভারত হজম করতে পারেনি

বললেন বদরুদ্দীন উমর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভারত শেখ হাসিনা সরকারের পতন এখন পর্যন্ত হজম করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন লেখক-গবেষক, রাজনীতিক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর। তিনি বলেন, 'এর কারণ ভারতের সঙ্গে তার প্রত্যেক প্রতিবেশীর সম্পর্ক খারাপ। শুধু বাংলাদেশের ওপর কর্তৃত্ব ছিল। ভারত বাংলাদেশকে আশ্রিত রাজ্যের মতো বিবেচনা করত। সেই আশ্রিত রাজ্য হাত ফসকে গেছে।'

'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : জনগণের হাতে ক্ষমতা চাই, জনগণের সরকার-সংবিধান-রাষ্ট্র চাই' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে বদরুদ্দীন উমর এ কথাগুলো বলেন। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এ সভার আয়োজন করে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে 'ক্ষমতায় রাখার জন্য যা দরকার' ভারত তা করেছে বলে মন্তব্য করেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত অস্বস্তিতে আছে। তারা চেষ্টা করেছিল হাসিনাকে অন্য জায়গায় দেওয়ার জন্য। অন্য দেশ আশ্রয় না দেওয়ায় ভারতই রাখল।

বদরুদ্দীন উমর বলেন, ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ যেভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল, এখন আওয়ামী লীগও সেভাবে শেষ হয়ে গেছে।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান ছিল '৫২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সংঘটিত অভ্যুত্থানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক, গভীর ও আক্রমণাত্মক বলে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বদরুদ্দীন উমর। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আসা পরিবর্তনকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা একটা আজগুবি ব্যাপার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি বলেন, এ দেশের জনগণ দুবার তাঁর (মুজিব) বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করার পর একজন লোকও তাঁর পক্ষে রাস্তায় আসেনি। বদরুদ্দীন উমর বলেন, গত ৫ আগস্ট সারা দেশের জনগণ শেখ মুজিবের মূর্তি ভেঙে ফেলল। তাঁর বাড়িতে আগুন দিল। এটা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একটা রায়।

আ. লীগের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গণহত্যার অভিযোগে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিও জানিয়েছে। প্রায় সব দল নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কার চেয়েছে। দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শেষে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য খুব দ্রুতই সার্চ কমিটি গঠন করা হবে।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গতকাল বেলা তিনটায় ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন গণফোরামকে দিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর একে একে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, ১২-দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, এনডিএম, লেবার পার্টি, বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে সংলাপ হয়। সব মিলিয়ে ছয়টি দল ও তিনটি জোট গতকাল পৃথকভাবে সংলাপে অংশ নেয়। প্রতিটি দল ও জোটের জন্য সময় ৩০ মিনিট করে নির্ধারিত ছিল।

এর আগে ৫ অক্টোবর বিএনপিসহ পাঁচটি দল ও তিনটি জোটের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার তৃতীয় দফায় সংলাপ হয়। মাঝে পূজার ছুটির কারণে সব দলের সঙ্গে আলোচনা শেষ হয়নি। গতকাল বাকি দল ও জোটগুলোর সঙ্গে সংলাপ হয়। এই সংলাপে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীদের এই সংলাপের বাইরে রাখা হয়েছে। জাতীয় পার্টিকেও এবার সংলাপে ডাকা হয়নি।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শেষে গতকাল রাতে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।

'তাঁরা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন'

বাসসের খবরে বলা হয়, আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার বিষয় সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মাহফুজ আলম বলেন, যাঁরা গত তিনটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, অবৈধভাবে নির্বাচিত হয়ে তাঁরা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট—তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করবে। কীভাবে বাধা বাস্তবায়িত হবে, সেটা দেখতে পাবেন। এটার আইনি ও প্রশাসনিক দিক আছে। যখন নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হবে, তখন বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মাহফুজ বলেন, আওয়ামী লীগ বা ১৪ দল নিষিদ্ধের বিষয়টি সরকার পর্যালোচনা করছে। সব রাজনৈতিক দল এবং সব ধরনের অংশীজনের (স্টেকহোল্ডার) সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সরকার একা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য খুব দ্রুত সার্চ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, বিধি অনুযায়ী সার্চ কমিটিতে ছয় সদস্য থাকার কথা। এ ছাড়া বিধি অনুযায়ী যা যা করা দরকার, তা-ই করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে কবে কীভাবে নির্বাচন হবে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ থেকে শুরু করে অন্য কাজ হবে, সমান্তরালভাবে সংস্কার কমিশনও কাজ করে যাবে।

মাহফুজ আলম বলেন, নির্বাচন ও সংস্কার নিয়ে সংলাপে বেশি কথা হয়েছে। গণহত্যার বিচার কার্যক্রম নিয়েও কথা হয়েছে। সংলাপে দ্রব্যমূল্যের প্রসঙ্গটিও এসেছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আবারও আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের কথা এসেছে। আওয়ামী লীগসহ তাদের যে শরিক দল, তাদের রাজনীতি কীভাবে সীমাবদ্ধ করা যায়, তা নিয়ে কথা এসেছে। তিনটি সংসদ হয়েছে অবৈধভাবে—২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এ, এই তিন সংসদ কীভাবে অবৈধ ঘোষণা করা যায়, সে সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সংলাপ করেন গণফোরামের ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেন। গতকাল রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : পিআইডি

বাসসের খবরে বলা হয়, গণহত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে দেশের বাইরে কীভাবে পালিয়ে গেল— এমন এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কীভাবে পালাল, সেটা সরকার তদন্ত করছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে গণফোরাম

ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গণফোরামের ৯ সদস্যের প্রতিনিধিদল গতকাল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সংলাপে অংশ নেয়। সংলাপ শেষে বেরিয়ে যমুনার সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে গণফোরামের সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান মোস্তফা মহসীন মন্টু জানিয়েছেন, সংলাপে সংবিধান, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে গণফোরামের ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেন কথা বলেছেন। এ ছাড়া দলটির সমন্বয় কমিটির সদস্যসচিব মিজানুর রহমান বলেন, আলোচনায় তাঁরা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন। তাঁরা নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারসহ বেশ কিছু ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। সরকার সেটা ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে জানান তিনি।

গণফোরামের অন্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলটির কো-চেয়ারম্যান এস এম আলতাফ হোসেন, সুব্রত চৌধুরী, সদস্যসচিব মিজানুর রহমান, সদস্য এ কে এম জগলুল হায়দার আফ্রিক, মহিউদ্দিন আবদুল কাদের, মোশতাক আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)। গতকাল বিকেলে আলোচনা শেষে বেরিয়ে যমুনার সামনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে দলটির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, দেশের ১৮ কোটি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে এই দেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার অধিকার নেই। এর আগে সংলাপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের ১০৩টি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁরা। গতকালের সংলাপে আরও ২৩টি প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই সংলাপে অলি আহমদের নেতৃত্বে এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য নূরুল আলম তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

১৪ দফা প্রস্তাব ১২-দলীয় জোটের

সংলাপে অংশ নেওয়ার পর ১২-দলীয় জোটের প্রধান ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ফ্যাসিস্ট সরকারের যেসব প্রেতাত্মা এখনো প্রশাসনে ঘাপটি মেরে বসে আছে, তাদের আমরা অপসারণ করতে বলেছি। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় অবিলম্বে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছি।' এই জোট সংস্কারের ১৪ দফা প্রস্তাব দিয়েছে এবং যৌক্তিক সময়ে নির্বাচন চেয়েছে।

আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ১২-দলীয় জোটের মুখপাত্র শাহাদাত হোসেন ও সৈয়দ এহসানুল হুদা।

রোডম্যাপ চায় জাতীয়তাবাদী জোট

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্কারকাজ শেষ করে নির্বাচনী রোডম্যাপ (পথনকশা) প্রকাশ করতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট। একই সঙ্গে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করারও অনুরোধ জানিয়েছেন জোটের নেতারা।

সংলাপে অংশ নেন জোটের সমন্বয়ক ও এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান, গণদলের চেয়ারম্যান এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান এম এন শাওন সাদিকী, এনডিপির চেয়ারম্যান কারী আবু তাহের প্রমুখ।

১৪ দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বিজেপির

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল গতকাল সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে অংশ নেয়। সংলাপ শেষে আন্দালিব রহমান সাংবাদিকদের বলেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং ১৪ দলের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। নিষিদ্ধ করা হবে কি না, সেটা মুখ্য নয়। একটা ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা।

সংবাদপত্র ও প্রচারসংখ্যা নিয়ে অবিশ্বাস্য তথ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশে বাস্তবে এক কপি পত্রিকা একাধিক মানুষ পড়ে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে একটি পত্রিকা ৮-১০ জনও পড়ে থাকেন। এই হিসাবে দেশে ছাপা পত্রিকার মোট পাঠক ১ কোটি ৮৬ লাখ বলে ২০২৩ সালে বহুজাতিক গবেষণা ও জরিপ প্রতিষ্ঠান কান্তার এমআরবি পরিচালিত জরিপে এসেছে।

দেশে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি, নিরীক্ষা এবং প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ডিএফপি। মিডিয়া তালিকাভুক্তি বলতে সরকারের তালিকাভুক্ত সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃত হওয়া এবং সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচারের যোগ্যতা অর্জন করাকে বোঝায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বেশির ভাগ পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং প্রচারসংখ্যা নির্ধারণে বড় ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়। এর সঙ্গে জড়িত ডিএফপির কিছু অসাধু কর্মচারী। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপও কাজ করে। মূলত সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া আর রেয়াতি হারে (নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে কর) শুল্ক-কর দিয়ে নিউজপ্রিন্ট আমদানি সুবিধার জন্য পত্রিকার প্রচারসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়। পত্রিকার প্রচারসংখ্যার ওপর সরকারি বিজ্ঞাপনের দর এবং নিউজপ্রিন্টের প্রাপ্যতা নির্ভর করে।

ডিএফপির হিসাবে যেসব বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার বা এর চেয়ে বেশি (সর্বোচ্চ ৫ লাখ ২১ হাজার ২১১), সেসব পত্রিকার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের দর প্রতি কলাম-ইঞ্চি ৯০০ টাকা। প্রচারসংখ্যা কম হলে সরকারি বিজ্ঞাপন দরও কমে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সর্বনিম্ন দর প্রতি কলাম-ইঞ্চি ৩৫০ টাকা।

সরকারি হিসাব ও বাজারের চিত্র

ডিএফপির গত আগস্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ২৮৪টি সংবাদপত্রের ১ কোটি ৫৩ লাখ ৮৬ হাজার কপি ছাপা হচ্ছে।

ছাপা পত্রিকার বড় অংশই বিক্রি হয় রাজধানী ঢাকায়। আর ঢাকার মোট জনসংখ্যা এখন ২ কোটি ১০ লাখ। পাঠকের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম হকার। ঢাকা মহানগর ও এর আশপাশের (সাভার, নবীনগর, সিঙ্গাইর, গাজীপুর, দাউদকান্দি, মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত) এলাকায় সংবাদপত্র বিলি করে থাকে হকারদের দুটি সংগঠন। এর একটি ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি। আরেকটি হলো সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি। সমিতি দুটির নেতারা জানিয়েছেন, এই দুই সমিতির বাইরে আর কেউ ঢাকা মহানগরে সংবাদপত্র বিলি করে না।

ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা নিয়মিত ৫২টি পত্রিকা বিলি করেন। তাঁরা প্রতিদিন আনুমানিক সাড়ে তিন লাখ কপি পত্রিকা বিলি করেন।

আর হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি সালা উদ্দীন মো. নোমান *প্রথম আলো*কে বলেছেন, তাঁরা দৈনিক ৪৪টি পত্রিকার ৭০-৭৫ হাজার কপি বিলি করেন।

এই দুই সমিতি যেসব পত্রিকা বিলি করে, সেটার নির্দিষ্ট তালিকা আছে। তালিকা দুটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি যে ৪৪টি পত্রিকা বিলি করে, ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমিতির তালিকায়ও তার ৪২টি আছে। অর্থাৎ এই দুটি সমিতি ঢাকায় বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে মোট ৫৪টি দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রি করে। সব মিলে প্রতিদিন গড়ে সোয়া চার লাখ কপি পত্রিকা বিক্রি হয়। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় *প্রথম আলো* ও *বাংলাদেশ প্রতিদিন*। ১০-১৫টি পত্রিকা বাদে অন্যগুলোর বিক্রির সংখ্যা ১০-৫০ কপির মতো।

এর বাইরে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় দেয়ালে কিছু পত্রিকা দেখা যায়। আর কিছু পত্রিকা বের হয় সরকারি বিজ্ঞাপন বা ক্রোড়পত্র পেলে। যখন যে প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেয়, সে প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি কিছু দপ্তরে এসব পত্রিকার কপি পৌঁছে দেওয়া হয় নিজেদের উদ্যোগে। আর কিছু পত্রিকা হাতে গোনা কয়েক কপি ছাপা হয়, যেগুলো কিছু নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তর এবং যাদের নিয়ে বিশেষ সংবাদ করা হয়, তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই পত্রিকাগুলো 'দেয়াল পেস্টিং' পত্রিকা এবং 'আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা' হিসেবে পরিচিত।

লাখের বেশি ছাপা হয় ৫৭টি পত্রিকা!

ডিএফপির হিসাবে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ৫৭টি দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন ১ লাখ বা তার চেয়ে বেশি কপি ছাপা হয়। যদিও এই পত্রিকাগুলোর বেশির ভাগই ঢাকার হকারদের দুই সমিতির তালিকায় নেই। অর্থাৎ এগুলো ঢাকার বাজারে পাওয়া যায় না।

নব চেতনা, *আজকের দর্পণ*, *ভোরের পাতা*, *আজকের বিজনেস বাংলাদেশ*, *মুক্ত খবর*, *আমার বার্তা*, *সকালের সময়*, *ঢাকা প্রতিদিন*, *বাংলাদেশ বুলেটিন*, *বর্তমান*—ডিএফপির নথিতে এই পত্রিকাগুলোরও প্রচারসংখ্যা দেড় লাখের বেশি উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সমাচার, *চিত্র*, *জনবাণী*, *ভোরের দর্পণ*, *লাখো কণ্ঠ*, *বাংলাদেশের আলো*, *স্বদেশ প্রতিদিন*, *নিখাদ খবর*, *আমার সময়*, *গণমুক্তি*, *সোনালী বার্তা*, *সংবাদ সারাবেলা*, *বাংলাদেশ কণ্ঠ*, *খবর*, *শেয়ার বিজকড়চা*, *সমাজ সংবাদ*, *আলোর বার্তা*, *জনতা* নামের পত্রিকাগুলোর একেকটির প্রচারসংখ্যা দেখানো হচ্ছে এক লাখ থেকে দেড় লাখের মধ্যে।

হাজারিকা প্রতিদিন, *সোনালী খবর*, *ভোরের আকাশ*, *স্বাধীন বাংলা*, *বাংলার নবকণ্ঠ*, *প্রথম কথা*, *গণকণ্ঠ*, *ঢাকা ডায়ালগ*, *পল্লীবাংলা*, *ভোরের সংলাপ*, *দেশবার্তা*, *আমাদের বাংলা*, *তরুণ কণ্ঠ*, *এই বাংলা*, *ঢাকা টাইমস*, *স্বাধীন সংবাদ*, *সকাল বেলা*, *আজকের সংবাদ*, *যায়যায়কাল*, *অগ্রসর*, *সংবাদ মোহনা*—এই পত্রিকাগুলোর প্রতিটির প্রচারসংখ্যা ৮০ থেকে ৯৫ হাজার বলে সরকারি খাতায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ডিএফপির মহাপরিচালক পদে যোগ দিয়েছেন আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, পত্রিকার যে প্রচারসংখ্যা দেখানো হচ্ছে, তা বাস্তবসম্মত নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মতো 'শর্টলিস্ট' করে বিজ্ঞাপন দেয়, এই এখতিয়ার তাদের নেই। এই শর্টলিস্টে অন্তর্ভুক্ত হতে প্রচারসংখ্যার অসুস্থ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এ ছাড়া এখানে সার্বিকভাবে অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে। পুরো জায়গায় ধস নেমেছে। এর সামগ্রিক সমাধানের জন্য নীতি সংস্কার করতে হবে।

ডিএফপির দুর্নীতির অভিযোগ দূর করতে নিরীক্ষাসহ সব কাজ ডিজিটাইজড করার চিন্তা করছেন জানিয়ে মহাপরিচালক বলেন, এখন সংস্কারের একটি সুযোগ এসেছে।

শীর্ষ ইংরেজি দৈনিকের নাম জানেন?

দেশে শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক বলতে মানুষ চেনে *দ্য ডেইলি স্টার*কে। কিন্তু ডিএফপির তালিকায় প্রচারসংখ্যায় শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি ট্রাইব্যুনাল*। এর প্রচারসংখ্যা দেখানো হয়েছে ৪০ হাজার ৫০০ কপি। প্রচারসংখ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রাখা হয়েছে *ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি* ও *দ্য বাংলাদেশ নিউজ*।

সরকারি তালিকায় *দ্য ডেইলি স্টার*-এর স্থান চার নম্বরে। পাঁচে আছে *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*। ছয় নম্বরে আছে *ডেইলি সান*, *দ্য ডেইলি অবজারভার* ও *ঢাকা ট্রিবিউন*।

অবশ্য ডিএফপি বলছে, তাদের নিরীক্ষায় *ডেইলি ট্রাইব্যুনাল*-এর প্রচারসংখ্যা ১৩ হাজার ৫০০ কপি নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের আদেশে আগের প্রচারসংখ্যা পুনর্বহাল করা হয়েছে। একইভাবে নিরীক্ষায় *ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি*র প্রচারসংখ্যা ১৪ হাজার ২০০ ও *বাংলাদেশ নিউজ*-এর প্রচারসংখ্যা ৬ হাজার নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারাও উচ্চ আদালতে রিট করে। আদালতের আদেশে *ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি*র প্রচারসংখ্যা ৩৯ হাজার ৯৯৮ এবং *বাংলাদেশ নিউজ*-এর ৩৯ হাজার পুনর্বহাল করা হয়।

ডিএফপির তালিকা অনুযায়ী, ঢাকা থেকে ৪৯টি ইংরেজি দৈনিক বের হয়। কিন্তু ঢাকার হকারদের দুটি সমিতির তালিকায় ১৪টি পর্যন্ত ইংরেজি দৈনিকের নাম পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এগুলো ঢাকায় কম-বেশি বিক্রি বা বিলি হয়। তবে ১৪টি পত্রিকার সব কটি নিয়মিত পাওয়া যায় না।

৬ বছরের ব্যবধানে বেড়েছে পত্রিকা ও প্রচারসংখ্যা!

অনলাইনের বর্তমান যুগে ছাপা পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলছে বিশ্বজুড়ে। এই আলোচনা চলছে এক দশক ধরে। ছাপা পত্রিকার প্রচার ও বিক্রি কমছে। বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো জাতীয় পত্রিকা অস্ট্রিয়ার *উইনার জাইটুং*সহ অনেক ছাপা পত্রিকা বন্ধও হয়ে গেছে। এ দেশেও পত্রিকার পাঠক কমছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ডিজিটাল মাধ্যমের বর্তমান যুগে সারা বিশ্বেই ছাপা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কমছে। করোনা মহামারির সময় ছাপা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা এক ধাক্কায় অনেক কমে আসে। করোনা-পরবর্তী সময়ে আবার ছাপা পত্রিকার প্রচার বাড়লেও করোনার আগের অবস্থায় যেতে পারেনি। কান্তার এমআরবি পরিচালিত জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশে পত্রিকার পাঠক ছিল ২ কোটি ৯২ লাখ। ২০২৩ সালে সেটা কমে হয়েছে ১ কোটি ৮৬ লাখ।

কিন্তু ডিএফপির তথ্য বলছে পুরো ভিন্ন কথা। ২০১৮ সালে দেশে মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা ছিল ৫০৪টি। এখন বেড়ে হয়েছে ৫৮৪টি। সরকারি হিসাবে, ২০১৮ সালে ঢাকা থেকে প্রতিদিন ৭৪ লাখ কপি বাংলা দৈনিক পত্রিকা ছাপা হতো, সেটা এখন দেড় কোটির বেশি।

২০১৮ সালের সরকারি হিসাবে প্রচারসংখ্যা ১ লাখ বা তার বেশি ছিল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এমন বাংলা দৈনিক ছিল ২২টি। এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭টি। ২০১৮ সালে ১০টি পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ৫০ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে দেখানো হয়েছিল। ২০২৪ সালে এমন পত্রিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫। অর্থাৎ ২০২০ সালে করোনা মহামারির পর সব পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কমলেও ডিএফপির হিসাবে বেড়েই চলেছে।

সরকারি হিসাবে *প্রথম আলো* ছাড়া প্রথম সারির কোনো দৈনিকের প্রচারসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেনি। সরকারি হিসাবের প্রচারসংখ্যা কমাতে *প্রথম আলো*কে নিজ থেকেই বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়েছে।

সরকারি হিসাবে ২০১৮ সালের মে মাসে *লাখোকণ্ঠ* নামের পত্রিকার প্রচারসংখ্যা দেখানো হয়েছিল ১৮ হাজার ২০০। এখন সেটা হয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার! এই ছয় বছরের ব্যবধানে ৬ হাজার ১৬০ থেকে প্রচারসংখ্যা ১ লাখ ৮ হাজার ৫০০ হয়ে গেছে *গণমুক্তি*র। *নিখাদ খবর* পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ৯ হাজার ৫০০ থেকে বেড়ে এখন ১ লাখ ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালে *ঢাকা ডায়ালগ* নামের একটি পত্রিকার প্রচারসংখ্যা দেখানো হয় ৬ হাজার ৬০ কপি। এখন দেখানো হচ্ছে ৯০ হাজার! এমন বিস্ময়করভাবে প্রচারসংখ্যা বেড়েছে, নামসর্বস্ব এমন পত্রিকা আরও অনেক আছে।

ডিএফপির এসব প্রচারসংখ্যা বা পরিসংখ্যান যেন সুজাতা চক্রবর্তীর গাওয়া বিখ্যাত সেই গানেরই প্রতিচ্ছবি। 'ভুল সবই ভুল। এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা, সে ভুল।...'

হিসাব ভুয়া, সরকারেরও জানা, ব্যবস্থা নেই

সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং নিরীক্ষা নীতিমালা নামে একটি নীতিমালা রয়েছে। সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর নিরীক্ষা, মূল্য পরিশোধিত প্রচারসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ, ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং নিউজপ্রিন্টের চাহিদার প্রত্যয়ন করা এবং তালিকাভুক্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই নীতিমালা করা হয়।

এতে সংবাদপত্রের নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করা আছে। ছাপা সংখ্যা পরীক্ষা করা, পত্রিকা মুদ্রণবাবদ বিল পরিশোধের হিসাব বিবরণী যাচাই, প্রতি মাস শেষে এজেন্টদের নামে দেওয়া বিলের তালিকা, রেকর্ডপত্র পরীক্ষার সময় স্থানীয় এজেন্ট, হকার, গ্রাহক, নগদ বিক্রয়, বিনা মূল্যে বিতরণ, সৌজন্য বিতরণ এবং মফস্‌সলে বিতরণের জন্য সার্কুলেশন খাতা, এজেন্ট খাতা এবং গ্রাহক খাতা নিরীক্ষার জন্য দেখানোর কথা নীতিমালায় বলা আছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, অখ্যাত অনেক পত্রিকা কিছু ভুয়া নথি তৈরি করে। নিরীক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে পত্রিকার অবাস্তব প্রচারসংখ্যা দেখানো হয় সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য।

ক্রোড়পত্র কারা কতটি পেল

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপন এখন কেন্দ্রীয়ভাবে দেওয়া হয় না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর বিজ্ঞাপন নিজেরাই দিয়ে থাকে। শুধু বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ক্রোড়পত্র দেওয়া হয় ডিএফপি থেকে।

ডিএফপি সূত্র জানায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোট ৯৯টি সংবাদপত্রকে ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়। এর মধ্যে এক বছরে সর্বোচ্চ ১১টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, *কালবেলা* ও *ডেইলি অবজারভার*। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০টি ক্রোড়পত্র পেয়েছে *জনকণ্ঠ*।

৯টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *ডেইলি পিপলস টাইম*, *আমাদের নতুন সময়* ও *দেশ রূপান্তর*। ৮টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *সমকাল*, *ভোরের কাগজ*, *প্রতিদিনের বাংলাদেশ* ও *আজকের পত্রিকা*। ৭টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *আমাদের সময়*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *আমার সংবাদ*, *দৈনিক বাংলা*, *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, *ঢাকা ট্রিবিউন* ও *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*। ৬টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *যুগান্তর*, *কালের কণ্ঠ*, *প্রতিদিনের সংবাদ*, *ভোরের ডাক*, *আমার কাগজ* ও *সোনালী বার্তা*। ৫টি করে পেয়েছে *আজকের দর্পণ*, *আজকালের খবর*, *বণিক বার্তা*, *প্রভাত*, *বিজনেস আই* ও *ডেইলি সান*।

গত অর্থবছরে ৪টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *আজকের বিজনেস বাংলাদেশ*, *মানবকণ্ঠ*, *ইনকিলাব*, *আমার বার্তা*, *যায়যায়দিন*, *সমাজ সংবাদ*, *অগ্রসর*, *পর্যবেক্ষণ*, *ভোরের আকাশ*, *দ্য ডেইলি স্টার*, *বাংলাদেশ পোস্ট*, *বাংলাদেশ টুডে* ও *দ্য গুড মর্নিং*। গত অর্থবছরে *প্রথম আলো*ও পেয়েছে ৪টি ক্রোড়পত্র। ৩টি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে *বাংলাদেশ বুলেটিন*, *আমাদের অর্থনীতি*, *সকালের সময়*, *বর্তমান*, *খোলা কাগজ*, *সংবাদ প্রতিদিন*, *খবর*, *লাখো কণ্ঠ*, *বাংলাদেশের আলো*, *বাংলার নবকণ্ঠ*, *স্বদেশ প্রতিদিন*, *নিখাদ খবর*, *যায়যায়কাল*, *জাতীয় অর্থনীতি*, *আমার বাঙলা* ও *দ্য এশিয়ান এজ*।

অন্য পত্রিকাগুলো এক বছরে একটি থেকে দুটি করে ক্রোড়পত্র পেয়েছে। ইংরেজি দৈনিকগুলোর মধ্যে *নিউ এজ* গত অর্থবছরে কোনো ক্রোড়পত্র পায়নি।

গণমাধ্যম ও চলচ্চিত্র বিশ্লেষক অধ্যাপক ফাহমিদুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, সাংবাদিকতা খাতে অনেক পরিবর্তন এলেও ডিএফপির প্রচারসংখ্যার বিষয়টা একই রকম থেকে গেছে। এটা একটা দুর্নীতির ক্ষেত্র। সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দের বিষয়টা এটা ধরেই হয়। অখ্যাত অনেক পত্রিকা তালিকার ওপরে থাকে এবং বিজ্ঞাপন বাগিয়ে নেয়। তিনি বলেন, চারদিকে সংস্কারের দাবি উঠেছে। এই বিষয়টিরও পরিবর্তন হওয়া দরকার।

আগামী পর্ব : **আয়কর দেয় ১% সংবাদপত্র**

“আপনাদের এত এক্সপার্টিস, পড়াশোনা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকার পরও যদি করতে না পারেন, তাহলে নতুনদের নিয়ে আসি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

কামাল মজুমদার ৩ দিনের রিমান্ডে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী একরামুল হক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে তিন দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গতকাল শনিবার এ আদেশ দেন। গত শুক্রবার রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সকাল সাতটার পর তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাঁকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী একরামুল হক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। এর সঙ্গে পুলিশ তাঁকে সাত দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে। আসামিপক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত কামাল আহমেদ মজুমদারের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার কাগজপত্রের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৯ জুলাই ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরের কাছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী একরামুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় একরামুলের বাবা জিয়াউল হক কাফরুল থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় আসামি ছিলেন কামাল আহমেদ মজুমদার। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাঁর সরকারের সাবেক বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারি আমলা, পুলিশ, সাংবাদিকসহ ৭৫ জনের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারাগারগুলো সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে

কর্মশালায় অভিমত

কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক বলেছেন, কারাগারের সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি আছে। ভালো করার চেষ্টা চলছে।

> “কারাগার, আদালত সর্বোপরি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে একসঙ্গে উদ্যোগ নিতে হবে। আলাদাভাবে সম্ভব নয়। কারাগারের সংস্কারের জন্য একসঙ্গে চেষ্টা করতে হবে।
>
> **আদিলুর রহমান খান**, উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে বিদ্যমান কারাবিধি, দণ্ডবিধি যুগোপযোগী করা এবং কারাগারগুলো সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। গতকাল শনিবার পুরান ঢাকার কারা কনভেনশন হলে ‘কারাগার সংস্কার : বাস্তবতা ও করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় আলোচকেরা এ কথা বলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, কারাগার, আদালত সর্বোপরি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে একসঙ্গে উদ্যোগ নিতে হবে। আলাদাভাবে সম্ভব নয়। কারাগারের সংস্কারের জন্য একসঙ্গে চেষ্টা করতে হবে। আদালতগুলোতে যেন নির্যাতিত মানুষের সংখ্যা কমে আসে। বিচারগুলো যেন হয়।

দুবার কারাগারে গিয়েছিলেন উল্লেখ করে আদিলুর রহমান খান বলেন, ১৫ বছর মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেনি। ভয়ের সংস্কৃতি, ভয়ের শাসন ও ফ্যাসিবাদের কারণে স্বাধীনভাবে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

কর্মশালায় কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেন, ‘কারাগারের সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি আছে। আমরা ভালো করার চেষ্টা করছি। কারাগারকে মন্ত্রণালয় ও রাজনীতিকেরা প্রভাবিত করেন। যে কারণে কারাগারকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালানো যায়নি।’ তিনি বলেন, কারাগারে এখন ৪২ হাজার কয়েদির ধারণক্ষমতা রয়েছে। সেখানে আছেন ৫২ হাজার। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বন্দীদের আলাদা ব্যারাকে রাখা যাচ্ছে না। ফলে চোর কারাগারে এসে ডাকাত হয়ে বের হচ্ছেন।

কারা অধিদপ্তরের এই মহাপরিদর্শক বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ১৭টি কারাগারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পরে সব কারাগারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দেশের সব কারাগারে এখন নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুস। তিনি বলেন, ‘রায়ের সমালোচনা করার অধিকার দেশের প্রত্যেক নাগরিকের আছে। একাডেমিক আলোচনা কোনটা, কল্যাণার্থে আলোচনা কোনটা আর আদালত অবমাননা কোনটা—এর পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে। রায়ের সমালোচনা একাডেমিক উদ্দেশ্যে, কল্যাণার্থে এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে সব সময়ই করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।’

৮ ঘণ্টা সেলের বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত

ল রিপোর্টার্স ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসান জাবেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। তিনি বলেন, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কনডেমড সেলে রাখা যাবে না। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর প্রক্রিয়া অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়, তাই এটি আইনের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং বন্দীর মানবাধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে।

শিশির মনির বলেন, কারাগারে থাকা বন্দীদের সঙ্গে আইনজীবীদের শারীরিকভাবে ও ভার্চ্যুয়ালি পরামর্শ করার সুযোগ দেওয়া ও ভার্চ্যুয়ালি শুনানিতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত।

প্রবন্ধে বলা হয়, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো মানবাধিকারের মানদণ্ড পূর্ণ করে না। তাঁদের অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা রাখা উচিত। মৃত্যুদণ্ড-সংক্রান্ত ডেথ রেফারেন্স ও ফৌজদারি আপিলসমূহের দ্রুত ও কার্যকর শুনানির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাঁদের লাইব্রেরি পরিচালনা, ধর্মীয় কাজ, বাগান করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত করা দরকার। তাঁদের প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘণ্টা সেলের বাইরে খোলা জায়গায় থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত। শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলার সুযোগ ও মানসম্পন্ন খাবার পরিবেশন করা দরকার।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়, কয়েদিদের মাসে দুবার তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতেরও সুযোগ দেওয়া উচিত। স্যানিটারি সুবিধাগুলো কক্ষের বাইরে থাকা উচিত ও প্রতিটি বন্দীর জন্য আলাদা তালা ও চাবি থাকা দরকার। বন্দীদের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সহবাস ও প্রজননের অধিকার একটি মানবিক প্রয়োজন। এই অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও মানবিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্ভব।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাওজিয়া করিম ফিরোজ, কারা উপমহাপরিদর্শক জাহাঙ্গীর কবির, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য জ্যেষ্ঠ আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল, সাবেক কারা উপমহাপরিদর্শক মো. শামসুল হায়দার সিদ্দিকী, *নিউ এজ* পত্রিকার বার্তা সম্পাদক শহীদুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ল রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন।

বরবটি শহরে পাঠানোর জন্য আঁটি বাঁধা হচ্ছে বরবটির। কৃষকের কাছ থেকে এসব কেনা হয়েছে ৪০-৫০ টাকা কেজি। গতকাল দুপুরে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার স্বপন মোড় এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

বকেয়া বেতনের দাবিতে বেক্সিমকোর শ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বকেয়া বেতনের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করেছেন গাজীপুরের বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা। গতকাল শনিবার সকালে সারাবো এলাকায় কারখানার সামনে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে পাশের চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা।

শ্রমিক ও শিল্প পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে প্রায় ২২ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি মাসে বেতন দিতে হয় ৮০-৮২ কোটি টাকা। শ্রমিকেরা সেপ্টেম্বর মাসেও আন্দোলন করে আগের মাসের বেতন আদায় করেছেন। চলতি মাসেও সেপ্টেম্বরের বেতনের জন্য কয়েক দিন বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে ২৭ কোটি টাকা বেতন দেওয়া হয়। ফলে অনেক শ্রমিক এখনো বেতন পাননি। ওই শ্রমিকদের একটি অংশ গতকাল সকাল আটটায় প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মাসের ১৯-২০ দিন চলে গেলেও বেতন পাচ্ছি না। বেতন না পাওয়ায় ঘরভাড়া, দোকানের বাকি পরিশোধ করতে পারছি না। প্রতি মাসে এই অবস্থা হলে আমাদের সংসার চালানো কষ্ট হয়ে যাবে।’

তবে সামান্য কারণে সড়ক অবরোধ করে মানুষকে দুর্ভোগে ফেলা হচ্ছে মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী কামাল হোসেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের সমস্যা, কারখানায় আন্দোলন করুক। রাস্তায় কেন আসেন?

আন্দোলনের কারণে সড়কের গাড়ি নিয়ে বের হতে ভয় করে বলে জানান বাসচালক রহিম সরকার। তিনি বলেন, ভাঙচুর না হলেও দীর্ঘ সময় বসে থেকে সময় নষ্ট হয়, যাত্রীদেরও কষ্ট হয়।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মো. সারোয়ার আলম বলেন, শ্রমিকদের বেতনের বাকি টাকা দ্রুত পরিশোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

দেশে ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১১২১

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

চলতি অক্টোবরে এ পর্যন্ত ৭৮ জনের মৃত্যু। আর চলতি বছর ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ২৪১ জন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল আটটা থেকে গতকাল শনিবার সকাল আটটা) তাঁদের মৃত্যু হয়। এ সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ১২১ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এ নিয়ে চলতি অক্টোবরে এ পর্যন্ত ৭৮ জনের মৃত্যু কথা জানাল অধিদপ্তর। আর চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলো ২৪১ জনের। তাঁদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ পুরুষ ও ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ নারী।

সর্বশেষ মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয় ঢাকা উত্তর সিটির হাসপাতালে আর দক্ষিণে একজনের এবং খুলনা বিভাগে একজনের।

চলতি বছর দেশে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটির হাসপাতালগুলোয়। চলতি বছর এই সিটি করপোরেশনের হাসপাতালগুলোয় মৃত্যু হয় ১২৫ জনের। আর উত্তর সিটি করপোরেশনের হাসপাতালগুলোয় এ সংখ্যা ৩৮। আক্রান্তের সংখ্যাও এই সিটিতেই বেশি। উত্তরে এ সংখ্যা ১০ হাজার ৮৫ ও দক্ষিণে এ সংখ্যা ১০ হাজার ১২০। ডেঙ্গুতে সবচেয়ে কম মানুষ মারা গেছেন চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে, একজন করে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ২৭০ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ১৭৯ জন ভর্তি হয়েছেন দক্ষিণ সিটির হাসপাতালে। আর এই দুই সিটি করপোরেশন ছাড়া ঢাকা বিভাগের অন্যান্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৮৪ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে এ সংখ্যা ১৪৯, বরিশালে ১৪৬, খুলনায় ১১২, রাজশাহীতে ৪৪, ময়মনসিংহে ২৫, রংপুরে ১০ ও সিলেট বিভাগে ২।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এ বছর ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মারা যাচ্ছেন। এই বয়সীদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ হাজার ৪৭৪ আর মৃতের সংখ্যা ৫১।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৪৮ হাজার ৫৮২ জন। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ ও ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ নারী।

২০০০ সালে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ওই বছর ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছিলেন ৯৩ জন। এরপর ডেঙ্গুর সবচেয়ে বড় প্রকোপ দেখা দেয় ২০১৯ সালে। ওই বছর মারা যান ১৭৯ জন। করোনা মহামারি শুরুর বছর, অর্থাৎ ২০২০ সালে মারা যান ৭ জন, পরের বছর মারা যান ১০৫ জন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে গত মাসে। এ সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১৮ হাজার ৯৭ জন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে এক শিশু। গতকাল রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। ছবি : প্রথম আলো

চলতি সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড়ের আভাস

আবহাওয়া পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বঙ্গোপসাগরে চলতি সপ্তাহে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গতকাল শনিবার সকালে এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মঙ্গলবারের মধ্যে মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী সময়ে তা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের আগের সময়টাতে বৃষ্টি কম হবে।

তবে গতকাল সন্ধ্যায় আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক *প্রথম আলো*কে বলেন, লঘুচাপটি এক দিন এগিয়ে মঙ্গলবারের পরিবর্তে সোমবারের দিকে সৃষ্টি হতে পারে, যা বৃহস্পতিবারের দিকে হয়তো ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে এই ঝড়ের গতিপথ পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশার দিকেই হয়তো থাকবে। পরে গতিপথ পাল্টেও যেতে পারে।

এই আবহাওয়াবিদ আরও জানান, লঘুচাপের কারণে আগামী দুই দিন বৃষ্টি কমে আসবে। কারণ, লঘুচাপ তৈরির সময় তার কেন্দ্রে গিয়ে সব মেঘ জড়ো হয়। তাই অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টি কমে আসে। গরমও তেমন একটা বাড়বে না।

প্র বাণিজ্য

আয়কর রিটার্ন

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। চারদিকে এখনো রাজনৈতিক ডামাডোল, শোরগোল। এরই মধ্যে এসে গেছে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার মৌসুম। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ঘরে বসেই আপনি কীভাবে অনলাইন রিটার্ন জমা দেবেন, রিটার্ন জমার কলাকৌশল কী, তা নিয়ে এবারের আয়োজন।

পেনশন বিমা

জীবন বীমা করপোরেশনের ‘মেয়াদি সুবিধাযুক্ত পেনশন বিমা’ নামে একটি আর্থিক পণ্য আছে। বছরে দুবার বা একবার এর প্রিমিয়াম দেওয়া যায়। সর্বনিম্ন বিমা অঙ্ক ৫০ হাজার টাকা হলেও সর্বোচ্চ সীমা নেই। এর বিপরীতে ১০, ১৫ বা ২০ বছর মেয়াদে পেনশন নেওয়ার সুযোগ আছে। পেনশন শুরুর বয়স ৫৫ থেকে ৬৫ বছর।

চোখ রাখুন আগামীকাল

প্রথম আলো

ট্রাফিক পুলিশের ১৭৭৯ মামলা | রাজধানীতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার ১,৭৭৯টি মামলা করেছে ট্রাফিক পুলিশ। জরিমানা করা হয়েছে ৭৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

২ মাসে মাত্র ১টি মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিঠি পেলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমে নিজেদের মতো করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। এরপর তথ্য দিলেও দেরি করে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সব তথ্যও অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এসব কারণেও অনুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটে, দেরি হয়।

দুদকের পাঁচজন উপপরিচালক *প্রথম আলোকে* বলেন, অনিয়ম-দুর্নীতির অনুসন্ধান দ্রুত করার জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া জরুরি। পাশাপাশি সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ প্রভাবশালীদের দুর্নীতির অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে দিকনির্দেশনা দেওয়া দরকার। এটি সেভাবে হচ্ছে না। অনুসন্ধানের কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাসা ও কার্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে তল্লাশি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তল্লাশির ক্ষেত্রে আইনগত বাধা না থাকলেও দুদক কমিশনের কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো অনুমতিও পাওয়া যাচ্ছে না। দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান, দুজন কমিশনারসহ শীর্ষ পদগুলোতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সবাই বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া।

দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের কাজটি সাধারণত করে থাকেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক থেকে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তারা। দুদকে উপসহকারী পরিচালক থেকে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন প্রায় ৪০০ জন।

অনুসন্ধানে দীর্ঘসূত্রতার ক্ষেত্রে উপপরিচালকদের পর্যবেক্ষণের বিষয়ে ১৫ অক্টোবর দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তিনি বলেন, অনুসন্ধানের প্রয়োজনে যা যা করণীয়, তা করার এখতিয়ার অনুসন্ধান কর্মকর্তার রয়েছে। তবে স্পর্শকাতর কিছু হলে কমিশনকে অবহিত করতে হয়। তিনি বলেন, প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। অনুসন্ধান শেষ হলে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

সাবেক ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, বিতর্কিত ব্যবসায়ী, আমলা ও পুলিশের একটি তালিকা করে দুদক। এই তালিকায় সর্বশেষ গত মঙ্গলবার যুক্ত হয় সাবেক দুই মন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও মো. কামরুল ইসলামের নাম। সব মিলিয়ে সাবেক ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ এখন ১৭৯ জনের অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের বিষয়ে অনুসন্ধান করছে দুদক। এই তালিকায় আগে ১৮০ জনের নাম ছিল। এর মধ্যে শুধু সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শেষ করে দুদক মামলা করেছে।

আসাদুজ্জামান খান ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরা ৬০ কোটি ৫৫ লাখ ৯৯ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। তাঁদের নামে থাকা ৩৬টি ব্যাংক হিসাবে ৪১৬ কোটি ৭৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯ টাকা লেনদেন হয়েছে। পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এপিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মনির হোসেন জ্ঞাত আয়বহির্ভূতভাবে ১৮ কোটি ৮২ লাখ ৫৬ হাজার টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন, এমন তথ্যও পেয়েছে দুদক।

সাবেক মন্ত্রীদের মধ্যে এখন যাঁদের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান চলছে, তাঁরা হলেন হাছান মাহমুদ, আনিসুল হক, হাসানুল হক ইনু, দীপু মনি, আ হ ম মুস্তফা কামাল, শাজাহান খান, টিপু মুনশি, তাজুল ইসলাম, সাধন চন্দ্র মজুমদার, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, আমির হোসেন আমু, ইমরান আহমেদ, জাহিদ মালেক, গোলাম দস্তগীর গাজী, কামরুল ইসলাম, আবদুর রহমান, সাইফুজ্জামান চৌধুরী, নুরুজ্জামান আহমেদ, মহিবুল হাসান চৌধুরী, ফরিদুল হক খান, নসরুল হামিদ, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, মেহের আফরোজ (চুমকি), এনামুর রহমান, জুনাইদ আহ্‌মেদ (পলক), জাকির হোসেন, কামাল আহমেদ মজুমদার, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, জাহিদ আহসান (রাসেল), স্বপন ভট্টাচার্য্য ও কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

সাবেক বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান চলছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেখ হেলাল উদ্দীন, নূর-ই আলম চৌধুরী (লিটন), কাজী নাবিল আহমেদ, ইকবালুর রহিম, সাইফুজ্জামান শিখর, আবু সাঈদ আল মাহমুদ (স্বপন), সোলায়মান হক জোয়ার্দার, এনামুল হক, বেনজীর আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ, শাহে আলম, মনসুর আহমেদ, নাঈমুর রহমান (দুর্জয়) প্রমুখ।

এর বাইরে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার, সাবেক সচিব শাহ কামাল, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া, ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদসহ সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তার অবৈধ সম্পদের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

দুদক সূত্র বলছে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিষয়ে অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, দুবাইয়ে ২২৮টি ও যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি ফ্ল্যাট বা বাড়ি রয়েছে। দেশে-বিদেশে থাকা তাঁর অবৈধ সম্পদ জব্দের জন্য দুদক ঢাকার একটি আদালতে গত বুধবার আবেদন করেছে।

দুদক কাগজে-কলমে স্বাধীন হলেও এত দিন সরকারের সবুজসংকেত ছাড়া তৎপর হতো না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের উদ্দেশ্যে দুদককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জোরালো অভিযোগ ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। তবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর তৎপর হয়েছে দুদক।

‘দুর্বলতা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এবং বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম ও চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের বিরুদ্ধে গত আগস্ট মাসে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। তবে এই তিন ব্যবসায়ীর অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগের বিষয়টি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি নেই।

দুদক সূত্র বলছে, এস আলমের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে যেসব তথ্য চাওয়া হয়েছে, তা এখনো পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। একই অবস্থা সালমান এফ রহমানের অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও। অন্যদিকে নাফিজ সরাফাতের অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগ করা দুদকের উপপরিচালককে সম্প্রতি বদলি করা হয়েছে। এই তিন ব্যবসায়ীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এখন দুদক থেকে পৃথক অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তথ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি দুদক। সরকার পতনের পর তারা বেশ লম্ফঝম্ফ শুরু করেছিল। এর অনেকটাই যে লোকদেখানো এবং নিজেদের দুর্বলতা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। দুর্নীতির যথাযথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দুদকের কর্মকর্তাদের দক্ষতার ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, শুধু হলফনামার ওপর নির্ভর করে যদি দুদক এখন অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ থাকে, সেটিও দুদকের সক্ষমতা, সদিচ্ছার ঘাটতির পরিচায়ক। দুদককে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব।

নেতানিয়াহুর বাসভবনে ড্রোন হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লেবানন ও গাজায় ব্যাপক হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজায় হামলায় গতকাল অন্তত ৩৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কার্যালয় গতকাল এক বিবৃতিতে হামলার কথা স্বীকার করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, সিজারিয়া এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একটি ড্রোন আঘাত হেনেছে। এ সময় নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন না।

এর আগে ইসরায়েলের বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, লেবানন থেকে পাঠানো একটি ড্রোন মধ্য ইসরায়েলের একটি শহরের ভবনে আঘাত হেনেছে।

গত সেপ্টেম্বর থেকে লেবাননে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। পাল্টা জবাবে হিজবুল্লাহও প্রায়ই ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট ছুড়ছে। এরই মধ্যে নেতানিয়াহুর বাসভবনে হামলাকে ‘গুরুতর নিরাপত্তা ব্যর্থতা’ হিসেবে দেখছে ইসরায়েল।

বাসভবনে ড্রোন হামলার কয়েক ঘণ্টা পর হিজবুল্লাহসহ ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন নেতানিয়াহু। তিনি আরও বলেন, ‘আমাকে ও আমার স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করে বড় ভুল করেছে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো।’

১১৫টি রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ

ইসরায়েল লক্ষ্য করে গতকাল বিপুলসংখ্যক রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। এদিন সকাল থেকেই দেশটির বিভিন্ন এলাকায় সতর্কসংকেত বাজতে শোনা গেছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, অন্তত ১১৫টি রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। এর মধ্যে বেশির ভাগ রকেটই ছোড়া হয় উত্তর ইসরায়েল লক্ষ্য করে।

ইসরায়েল বলছে, হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় গতকাল দেশটির বন্দর শহর অ্যাক্রেতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া হাইফা অঞ্চলের কিরইয়াত আতা এলাকায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। একটি তিনতলা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া গতকাল ইসরায়েলের সাফাদ এলাকা, আল-বাসা বসতি ও শলোমি বসতিসহ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার দাবি করেছে হিজবুল্লাহ।

হিজবুল্লাহর শীর্ষস্থানীয় নেতাকে হত্যার দাবি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের শুরু গত বছর। ওই বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। তখন থেকেই হামাসের সমর্থনে ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছিল হিজবুল্লাহ। ইসরায়েলও পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। তবে সেপ্টেম্বর থেকে লেবাননে হামলা জোরদার করে ইসরায়েল।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে—গতকাল ইসরায়েলি হামলায় রাজধানী বৈরুতের উত্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে দুজন নিহত হয়েছেন। আর এএফপির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় নারী, শিশুসহ অন্তত ১ হাজার ৪১৮ জন নিহত হয়েছেন। তবে হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা এর অনেক বেশি।

এদিকে শনিবারই হিজবুল্লাহর ডেপুটি কমান্ডার নাসের আবদেল আল-আজিজ রশিদকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। তবে এ নিয়ে এখনো মন্তব্য করেনি হিজবুল্লাহ।

‘পৃথিবীর বুকে নরক’

লেবাননের পাশাপাশি শনিবার গাজায়ও ব্যাপক হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। এদিন উপত্যকাটি জুড়ে অন্তত ৩৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরের বেশি সময়ে ইসরায়েলের হামলায় সেখানে নিহত হয়েছেন অন্তত ৪২ হাজার ৫১৯ জন। আর আহত হয়েছেন অন্তত ৯৯ হাজার ৬৩৭ জন।

এর আগের দিন শুক্রবার সবচেয়ে বড় হামলা চালানো হয় উপত্যকার উত্তরে জাবালিয়া এলাকায়। এতে অন্তত তিনটি বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নিহত হন ৩৩ জন। তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন নারী ও শিশু।

গত এক বছরের সংঘাতে গাজায় ১৪ হাজার ১০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। সংস্থাটির মুখপাত্র জেমস এলডার বলেছেন, অবরুদ্ধ গাজার ১০ লাখ শিশুর জন্য উপত্যকাটি এখন ‘পৃথিবীর বুকে নরকে’ পরিণত হয়েছে।

নওগাঁয় জামায়াতের আমির

বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে

প্রতিনিধি, *নওগাঁ*

দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে দল-মত, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আমরা মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে চাই। আমরা দল ও ধর্মের ব্যবধান না করে মানুষকে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’

গতকাল শনিবার বিকেলে নওগাঁ শহরের নওজোয়ান ঈদগাহ মাঠে জামায়াতের রুকন সম্মেলনে শফিকুর রহমান এ কথাগুলো বলেন। জামায়াতের জেলা শাখা এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য তাঁদের দুয়ারে দুয়ারে যাব এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করার সুযোগ নেব। আল্লাহ যদি ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন, তাহলে মালিক হব না, এ দেশের সেবক হব। যাঁরা অতীতে মালিক হয়েছেন, তাদের পরিণতি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। দূর অতীতেও দেখেছি, নিকট অতীতেও দেখেছি।’

জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব কারও একার নেওয়ার সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেন শফিকুর রহমান।

নতুন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নের পথ মোটেই মসৃণ নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতিবাচক জগৎ হিসেবে দেখলে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেটাকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। রাজনীতি আর রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করা দুটি আলাদা বিষয়। সবারই রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করা উচিত। এটি নাগরিক সমাজের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ক্ষমতার চরিত্র যদি প্লুরালেস্টিক (বহুত্ববাদী) না হয়, তাহলে অতীতে যা হয়েছে, সামনেও সেটাই হবে। তিনি দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিধান বাতিল করার দাবি জানান।

নতুন আশার পাশাপাশি শঙ্কারও কারণ দেখছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, নতুন প্রেক্ষাপটে সবাই আশাবাদী হতে চান। কিন্তু শঙ্কার কারণও আছে। নতুন বাংলাদেশের ‘ভিশন’ নিয়ে ঐকমত্য আছে। কিন্তু আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহুমুখী শক্তি আছে। তাঁদের অনেকের ‘এজেন্ডা’ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মূল চেতনার পুরোপুরি বিপরীত। তাঁদের এজেন্ডা বৈষম্য সৃষ্টি করা। লিঙ্গ, ধর্ম, সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নের পরিপন্থী শক্তি আগ্রাসীভাবে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ, এনজিও কি নীরব থাকতে পারে—এমন প্রশ্ন রেখে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, তাদের কাজ করতে হবে। আর সরকারকে সে পরিবেশ করে দিতে হবে।

যখন যারা ক্ষমতায় ছিল, তারা নাগরিক সমাজকে শত্রু ভেবেছে—এমন মন্তব্য করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, তাঁরা কাজ করেন সরকারকে সহায়তা করার জন্য; কিন্তু সরকার সেটা বোঝে না। একটি সংস্থাকে নিয়ে জাতীয় সংসদে পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ১২২টি শাখা আছে। অন্য কোথাও অর্থছাড়ে এনজিও ব্যুরোর মতো কোনো সংস্থার অনুমোদন লাগে না।

অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। তিনি বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কতগুলো জায়গায় অস্থিরতা হচ্ছে। ঘটনার অন্তরালে আরও অনেক ঘটনা থাকে। হঠাৎ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। অথচ এই বাংলাদেশে নিজেকে কখনো সাম্প্রদায়িক মনে হয়নি। অনেক সময় খালি চোখে যা দেখা যায়, ঘটনার অন্তরালে আরও অনেক ঘটনা থাকে।

বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং নতুন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নের পথ মোটেই মসৃণ হবে না—মন্তব্য করে রিজওয়ানা হাসান বলেন, তার কারণ প্রত্যেকেই প্রত্যেক সিস্টেমে তার ফুটপ্রিন্ট (পদচিহ্ন), সুবিধাভোগী রেখে গেছে। তারা সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করছে। অনেক ঘটনা ঘটছে, আবার অনেক সময় ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। তিনি সরকারের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, উপসংহারে যাওয়ার মতো সময় এখনো আসেনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ ঝাড়ুদারের মতো—এমন মন্তব্য করে এই সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ বলেন, এখানে অনেক জটিলতা আছে। তিনি জানেন না কতটা কী করতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা একটি জায়গা করে দিতে পারবেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের পুনর্গঠন করে নতুন রূপে তরুণদের সামনে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেউ রক্ষা করেনি। দলগুলো নিজেদের কাঠামোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি। সেটা করে আস্থা অর্জন করতে হবে।

শারমিন মুরশিদ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো দেশ শাসন করে, নির্বাচন করে তারা ক্ষমতায় যায়। কিন্তু দেশের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক, অন্তর্বর্তী সরকারের জায়গা তৈরি করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। কারণ, তারা এক জায়গায় এসে পৌঁছাতে পারেননি। তাদের অভিন্ন একটি জাতীয় দর্শন, দলগুলোর মধ্যে অংশীদারত্ব নেই।

শারমিন মুরশিদ বলেন, আন্দোলনের সময় ছেলে-মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে। প্রথম পর্বের যুদ্ধ জয় হয়েছে; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নারীদের ওপর নানা হয়রানি শুরু হয়েছে।

উন্মুক্ত আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মৌলিক কিছু বিষয়ে ঐকমত্য আছে, এখানে সংস্কার দরকার। এটি যত দীর্ঘায়িত হবে, বিতর্ক তত বাড়বে। যারা এটাকে নষ্ট করতে চায়, তাদের ভূমিকা বাড়তে থাকবে। তিনি বলেন, কেউ যদি মনে করেন একটি গোষ্ঠী সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, তাহলে সেটা সামনে সমস্যা সৃষ্টি করবে। সমাধানের জন্য জনগণের কাছে যেতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নাগরিক সমাজ সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি। তারা প্রতিবাদ করেছে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে।

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, আন্দোলনের ফসল হলো অন্তর্বর্তী সরকার। সরকার কি কাজ করতে পারবে নাকি পারবে না, হিমালয়ের মতো সমস্যা, আকাশচুম্বী প্রত্যাশা। বলা হচ্ছে এনজিও সরকার। যেভাবে নির্দয়ভাবে সমালোচনা হচ্ছে, তাদের কাজ করা কঠিন।

নিজের কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ল্যান্ডমার্ক ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, যাঁরা ভালো করেন, মেধাবী, তাঁরা দেশ ছেড়ে চলে যান। তাঁদের দেশে রাখতে ভবিষ্যতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি আনতে হবে। শুধু বিসিএস দিয়ে তাঁদের ধরে রাখা যাবে না। ২০২৬ সালের মধ্যে যদি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বাড়ানো না যায়, তাহলে টিকে থাকা কঠিন হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাজিফা জান্নাত বলেন, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তিমুলকের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। মানুষ তার মৌলিক অধিকারগুলো চায়। সামাজিক নিরাপত্তা একটি উদ্বেগের জায়গা। অনেকে এ কারণে দেশে থাকতে চান না, বাইরে চলে যান।

অনুষ্ঠানে এবি পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের আমলে নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংস্থাগুলো কোনো প্রতিবাদ করেনি। অনেকে ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে কাজ করেছে।

তবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, নাগরিক সমাজ হয়তো সবাই একসঙ্গে মিলে প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু প্রতিবাদ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ। তিনি বলেন, সামাজিক সংকট, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য সংকটে সবার আগে নাগরিক সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের জন্য এবং সিস্টেমকে (রাষ্ট্রব্যবস্থা) দরিদ্রদের পক্ষে কাজ করাতে নাগরিক সমাজ নিরলস কাজ করছে। ভবিষ্যতে নাগরিক সমাজের ভূমিকা কী হবে এবং কৌশলগত পরিকল্পনা কীভাবে গড়ে উঠবে, তা নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব সঞ্চালনা করেন সিএসও অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী। তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে কী করা হচ্ছে, সে আলোচনা কোথাও শোনা যাচ্ছে না। এখানে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, দেশ সবার। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য। সে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নাগরিক সমাজ স্বাধীনতার পর থেকে নানাভাবে অবদান রেখে আসছে।

‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর: আর্থসামাজিক পরিবর্তনে নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা’ শীর্ষক গবেষণাকর্ম থেকে আলোচনা করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অন্যান্যের মধ্যে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য জসিম উদ্দিন সরকার, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, একশনএইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস, বিডি জবসের সিইও এ কে এম ফাহিম মাশরুর, ছাত্র প্রতিনিধি সৌমিক দত্ত প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

১৪ দলসহ আওয়ামী লীগ নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ফলে কেবল ব্যক্তি নয়, দলেরও বিচার করতে হবে।

আন্দালিব রহমান পার্থ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি

সাক্ষাৎকার

ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নানা উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে *প্রথম আলো*র সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান **আন্দালিব রহমান পার্থ** ও গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি **নুরুল হক**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সোহরাব হাসান**

ক্ষমা না চাইলে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার অধিকার নেই

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালাবদল ঘটল। নতুন সরকার দায়িত্ব নিল। কী পরিবর্তন হলো বলে মনে করেন?
আন্দালিব রহমান পার্থ : রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আমরা নির্ভয়ে রাজনীতি করতে পারি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব ছিল। বর্তমানে সেই দূরত্বটা কমে এসেছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছেন। ১৯ নভেম্বরও আমরা আমাদের কথা বলেছি।

আন্দালিব রহমান পার্থ

প্রথম আলো : রাষ্ট্র সংস্কারে সরকার ছয়টি কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশন সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?
আন্দালিব রহমান পার্থ : ভালো হতো, কমিশন গঠনের পর সরকার যদি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করত। তারা রাজনৈতিক দল ও কমিশনের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে পারত। সে ক্ষেত্রে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাজনীতিকদের মনোভাব সহজে জানতে পারত। আমরাও আমাদের মনোভাব জানাতে পারতাম। মনে রাখতে হবে, সংস্কার এটি চলমান প্রক্রিয়া।

প্রথম আলো : এর আগে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে আপনি ১৫ আগস্ট সম্পর্কে যে মত দিয়েছিলেন, তা অন্যদের থেকে ভিন্ন ছিল।
আন্দালিব রহমান পার্থ : আমরা বলেছি, ১৫ আগস্টকে যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। ১৯৭১ সালের আগের ও পরের আওয়ামী লীগ এক নয়। ইতিহাসে যার যেটুকু প্রাপ্য, সেটুকু দিতে হবে।

প্রথম আলো : সংবিধান সংশোধন না পুনর্লিখন—এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। আপনাদের অভিমত কী?
আন্দালিব রহমান পার্থ : সংবিধান পুনর্লিখন একটি বড় বিষয়। বড় কাজ করার জন্য জনগণের ম্যান্ডেট প্রয়োজন। আমরা মনে করি, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনেরও গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য যেটুকু সংস্কার অপরিহার্য, সেটুকু কমিশনের করা উচিত। বাকি কাজটা করবে নির্বাচিত সরকার।
প্রথম আলো : ভোটব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কোনো কোনো দল বর্তমান ব্যবস্থার পক্ষপাতী, আবার অনেক দল আনুপাতিক ভোটের পক্ষে। আপনি কী বলবেন?
আন্দালিব রহমান পার্থ : এটাও নির্বাচিত সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমাদের এখানে দীর্ঘদিন ওয়েস্টমিনস্টার ধারা চলে এসেছে। এটা পরিবর্তন করতে হলে জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়া প্রয়োজন। আনুপাতিক হারে ভোট করার আগে ভোটারদের সচেতন করতে হবে।

প্রথম আলো : নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারেও একটি কমিশন গঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে আপনারা কোনো সুপারিশ করবেন কি?
আন্দালিব রহমান পার্থ : বর্তমান আইনে কমিশন গঠনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহীপ্রধান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেন। আমি মনে করি, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়। সার্চ কমিটি বা এ ধরনের যেই কমিটি থাকবে, তাদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত বলে মনে করেন?
আন্দালিব রহমান পার্থ : অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত ছিল জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো। তাহলে রাষ্ট্রের কোথায় কী ঘটছে, তারা জানতে পারবে। আমি মনে করি, সরকারের প্রধান দুটি কাজ হলো গণহত্যার বিচার ও নির্বাচনমুখী সংস্কার। তাঁরা বড় বড় কাজ হাতে নিলে অনেক বেশি সময় লাগবে, জনগণের মধ্যেও নানা প্রশ্ন উঠবে। এটা রাজনীতিকদের জন্যই রেখে দেওয়া উচিত।

প্রথম আলো : জনগণের নিরাপত্তা বিধানে অন্তর্বর্তী সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা কি যথেষ্ট?
আন্দালিব রহমান পার্থ : যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তার কাজটি করে মূলত পুলিশ। পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় ও সচল করতে হবে। আন্দোলনের সময় তো অনেক পুলিশ সদস্য মারা গেছেন, আহত হয়েছেন। সবাই যে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, তা নয়। অনেকে পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। যেসব পুলিশ সদস্য মারা গেছেন, যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করা উচিত। পুলিশকে ঘৃণিত বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। তাহলে তো ভালো মানুষ কেউ পুলিশ বাহিনীতে যাবে না। সরকার পুলিশ বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু আপনি যখন যাত্রাবাড়ী থানার হত্যাকাণ্ডের জন্য উত্তরা থানার ওসিকে আসামি করেন, তখন তাদের মধ্যে মনোবল ফিরে আসবে কীভাবে? ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেও অনেক মামলা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই আশ্বাস দেওয়া উচিত যে বা যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত না, তাদের সমস্যা হবে না।

প্রথম আলো : আপনি গণহত্যার বিচারের কথা বলছেন, সেটা ব্যক্তির না দলের?
আন্দালিব রহমান পার্থ : কেবল ব্যক্তি নয়, দলেরও বিচার করতে হবে। ১৪ দলসহ আওয়ামী লীগ নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য দেড় হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন, সেটা তো সাধারণ ঘটনা না। এই হত্যাকাণ্ড বিচারহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। অবশ্যই এর বিচার হতে হবে। আওয়ামী লীগারদের মধ্যে অনুশোচনার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; বরং তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা রকম অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি মনে করি, আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমা না চায়, তাহলে তাদের রাজনীতি করারও নৈতিক অধিকার নেই।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।
আন্দালিব রহমান পার্থ : আপনাকেও ধন্যবাদ।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনাস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বিজয়ের পর কী পরিবর্তন দেখছেন?
নুরুল হক : গত দু-তিন দশকে গণতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালিত না হওয়ায় মানুষের মধ্যে হতাশা ছিল। এ পরিবর্তন তাদের আশাবাদী করেছে। নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরে এসেছে। অনেক প্রবাসী দেশে ফিরে ব্যবসা-বাণিজ্য করার চিন্তা করছেন।

প্রথম আলো : রাষ্ট্র সংস্কারে ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?
নুরুল হক : যাঁদের নিয়ে কমিশন গঠিত হয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এটাকে নেতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই। তবে এই কমিশনে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের রাখলে ভালো হতো। রাজনীতিকেরাই তো দেশ পরিচালনা করবেন। আশা করি, অন্যান্য অংশীজনের পাশাপাশি রাজনীতিকদের মতামত নিয়ে কমিশন রূপরেখা তৈরি করবে এবং সরকার আবার এটি চূড়ান্ত করতে রাজনীতিকদের সঙ্গে বসবে।

প্রথম আলো : সংবিধান নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন সংবিধান বদলাতে হবে। কেউ বলছেন সংশোধন করলেই হবে?
নুরুল হক : একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। অনেকে সাম্প্রতিক আন্দোলনকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছেন। আমরা মনে করি, স্বাধীনতা একবারই আসে। গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার এত দিন বন্দী ছিল, এই আন্দোলনের মাধ্যমে তার মুক্তি ঘটেছে। বাহাত্তরের সংবিধান কমিটির প্রধান ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে সংবিধান নিয়ে আমরা কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, সে সময় স্বাধীনতার নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সামনে রেখে সংবিধান রচিত হয়েছিল। এরপর সংবিধান ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে নতুন সংবিধান রচনা করা যেতে পারে।

প্রথম আলো : নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে আপনাদের দলের অবস্থান কী?

নুরুল হক

নুরুল হক : রাজনীতিতে যদি ভালো মানুষের আসার সুযোগ না থাকে, যদি কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষ বা বিশেষ দল সংসদে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে দেশের কল্যাণ হবে না। সে ক্ষেত্রে সখ্যানুপাতিক ভোটের ব্যবস্থা চালু হলে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আমরা ৭০ অনুচ্ছেদেরও সংশোধন চেয়েছি। একই সঙ্গে আমরা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনার কথাও বলেছি। রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান থাকবে। তিনি দলীয় হবেন না।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকার যেসব সংস্কার প্রস্তাব দেবে, সেগুলো পরবর্তী সরকার যদি গ্রহণ না করে?
নুরুল হক : এই অনিশ্চয়তা তো আছে। এক-এগারোর সরকার যেসব সংস্কার করেছিল, তার অনেক কিছু আওয়ামী লীগ সরকার বাদ দিয়েছে। আমরা বলেছিলাম, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সরকার গঠিত হয়েছে, তাতে আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব থাকুক। সরকারের কাঠামো হবে জাতীয়। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকলে কাজটি করা আরও সহজ হতো। যে পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, আমরা কিছুটা অসন্তুষ্ট। রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যে নির্বাচনের দাবি সামনে এনেছে। তারা বলছে, সংস্কারের মূল কাজ নির্বাচনের পর হবে। এ কারণে গণপরিষদ করে সংস্কারের কাজটি করা যায় কি না, সেটাও সরকার ভাবতে পারে। আমরা যারা কেবল ক্ষমতার বদল নয়, বৃহৎ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে আন্দোলন করেছি, তারা চাই, রাষ্ট্র সংস্কারের কাজটি এই সরকারই করুক।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকার জন-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে বলে মনে করেন?
নুরুল হক : আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব না থাকায় প্রথমেই সরকার একটি ধাক্কা খেয়েছে। প্রথম দিকে তারা যেভাবে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন পেয়েছিল, এখন সেটি নেই। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা যায়, ৫১ শতাংশ মানুষ বলছেন, সরকারের কর্মকাণ্ডে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। আমার জানামতে, সরকার গঠনের বিষয়ে কোনো দলের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়নি। আলোচনা করে করলে সবাই নিজেকে এর অংশ ভাবত। আমি বড় বড় দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছি, বিভিন্ন সংস্থার লোকেরাও বলেছেন, তাঁরা কিছু জানতেন না। তাহলে এটা বিরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়া কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে। মনে রাখা দরকার, এই আন্দোলনে স্বৈরাচারের সমর্থক ও পক্ষভুক্ত ছাড়া সব দলই অংশ নিয়েছে। আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের প্রতি সবার সমর্থন ছিল। তাঁরা যখন একটি দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, তখন অনেকেই মনে করছেন, এর পেছনে কি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা আছে? শুরুতে বড় দলগুলো বলেছিল, অন্তর্বর্তী সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে। নির্বাচন পরে হবে। এখন তারাই নির্বাচনের দাবি সামনে নিয়ে এসেছে। একটা অনাস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রথম আলো : আপনার দল অন্তর্বর্তী সরকারকে কত দিন সময় দিতে চায়?
নুরুল হক : শুরুতে আমাদের বোঝাপড়া ছিল সরকার বছর দুই থাকবে। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। সরকারের কার্যক্রমের ওপরই তাদের মেয়াদ নির্ভর করবে।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।
নুরুল হক : আপনাকেও ধন্যবাদ।

হাড় ভাঙা প্রতিরোধে করণীয়

ভালো থাকুন

অধ্যাপক রওশন আরা
মেডিসিন ও রিউমাটোলজি বিশেষজ্ঞ
গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ

বয়স্ক ব্যক্তির হাড় ভেঙে যাওয়ার অন্যতম কারণ অস্টিওপোরোসিস। এটি হলে হাড়ের ঘনত্ব কমে গিয়ে তাতে ছিদ্র হয় ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ফলে অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙে যায়। অস্টিওপোরোসিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ২০ অক্টোবর পালিত হয় 'বিশ্ব অস্টিওপোরোসিস দিবস'। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য, 'সেই নো টু ফ্রাজাইল বোন'।

কীভাবে বুঝবেন
মুশকিল হলো, হাড় ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত বাইরে থেকে অস্টিওপোরোসিসের তেমন লক্ষণ বোঝা যায় না। তবে মেরুদণ্ডের হাড়ের ঘনত্ব কমে গেলে কারও কারও উচ্চতা কমে যেতে থাকে বয়সের সঙ্গে।

কারণ
- অস্টিওপোরোসিসের প্রধান কারণ বয়স বৃদ্ধি। যত বয়স বাড়ে, তত হাড়ের ঘনত্ব কমে। কিন্তু এই ঘনত্ব নির্ধারণ হয় শৈশব-কৈশোরেই। অল্প বয়সে কারও হাড়ের ঘনত্ব মজবুতভাবে তৈরি হলে বয়স বাড়ার সঙ্গে এত ঝুঁকি থাকে না।
- নারীদের মেনোপজের পর হরমোন ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে যায়। তখন হাড়ের ঘনত্বও দ্রুত কমতে থাকে। পুরুষের ক্ষেত্রেও হাইপোগোনাডিজম বা স্কেস হরমোনের মাত্রা কমলে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে।
- হাড়ের সুস্থতার জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি খুব দরকার। এর ঘাটতিতে হাড়ের ঘনত্ব কমে।
- স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে হাড়ের ঘনত্ব কমে। আরও কিছু ওষুধ দীর্ঘ মেয়াদে হাড়ের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- কিছু দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসসহ কিছু বাতরোগ, থাইরয়েডের সমস্যা, পরিপাকতন্ত্রের হজম বা শোষণের সমস্যা ওই সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।
- ধূমপান, অ্যালকোহলও হাড়ের জন্য ক্ষতিকর।

প্রতিরোধ
- শৈশব থেকে সুষম ও সঠিক পুষ্টি অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করে। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়স, গর্ভাবস্থা ও ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময় এবং মেনোপজের পরও বয়স্ক ব্যক্তিদের যথেষ্ট ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার দিতে হবে। দুধ, দই, পনির, দুগ্ধজাত খাবার, বাদাম ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম আছে। ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে সূর্যের আলোতে।
- নিয়মিত ব্যায়াম ও অ্যাকটিভিটি হাড় মজবুত করে।
- ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন করুন।

অস্টিওপোরোসিস বাইরে থেকে বা লক্ষণ দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আপনার ঝুঁকি কতটুকু, তা নিরূপণ করা যায়। অস্টিওপোরোসিস শনাক্ত করতে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির ডেক্সা স্ক্যান বা বোন মিনারেল ডেনসিটি পরীক্ষা করতত হবে। রিস্ক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে ঝুঁকি নির্ণয় করা সম্ভব।

বিশ্বে প্রতিবছর লাখ লাখ ব্যক্তি অস্টিওপোরোসিসজনিত হাড় ভাঙার শিকার হয়ে শয্যাশায়ী হন। হাড় ভাঙার পর মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ে। গড় আয়ু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যাও। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপন নিশ্চিত করতে অস্টিওপোরোসিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

» আগামীকাল পড়ুন :
শিশুর ডেঙ্গুতে কখন হাসপাতালে নিতে হবে

একসঙ্গে ৩৮ কুকুর নিয়ে ভ্রমণ করে বিশ্ব রেকর্ড

বিচিত্র

ইউপিআই

কানাডার মিচেল রুডি। কুকুর খুব ভালোবাসেন। চান প্রতিটি কুকুর একটি নিরাপদ জীবন পাক। থাকার জন্য ভালো জায়গা পাক। এ জন্য তিনি কুকুর দত্তক নেওয়ার পক্ষে প্রচার চালান। প্রভুভক্ত এই প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা থেকে এ কাজ করেন তিনি।

কুকুর দত্তকের পক্ষে প্রচার চালাতে এবার রুডি অভিনব এক কাজ শুরু করেছেন। তিনি একা ৩৮টি কুকুর নিয়ে আধা মাইলের বেশি পথ ভ্রমণ করেছেন, গড়েছেন নতুন একটি বিশ্ব রেকর্ড। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে রুডি এখন একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি কুকুর নিয়ে ভ্রমণে বের হওয়া ব্যক্তি।

এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েসান কাউন্টির এক ব্যক্তি। তিনি একসঙ্গে ৩৬টি কুকুর নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। রুডি যেসব কুকুর নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন, সেগুলো কোরিয়ান কে৯ রেসকিউ শেল্টার (কেকে৯আর) থেকে পাঠানো।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে রুডি বলেন, 'এসব কুকুরের কয়েকটি "পাপি মিল ইন্ডাস্ট্রি"(যেখানে পোষা প্রাণী হিসেবে বাজারে বিক্রির জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কুকুরছানা জন্ম দেওয়া হয়) থেকে নেওয়া। আবার মাংসের জন্য কুকুর পালা হয়, এমন এলাকা থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে।'

কোরিয়াসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। কেকে৯আর ছাড়াও কোরিয়ার আরও কয়েকটি সংস্থা এসব কুকুর উদ্ধার করেছে বলে জানান রুডি। তিনি বলেন, '(কুকুর) উদ্ধারকাজ করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের প্রবল আপত্তির মুখে পড়তে হয়। তারা (কুকুর) অসাধারণ প্রাণী, থাকার জন্য একটি ভালো স্থান তাদের প্রাপ্য, তারা খুব সামান্য ভালোবাসা চায়।'

কুকুর নিয়ে হাঁটছেন রুডি। ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

রুডি যেসব কুকুর নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন, সেগুলোর প্রতিটির গলায় আলাদা আলাদা কলার পরানো ছিল। তিনি কলারের সঙ্গে সংযুক্ত বেল্ট দুই হাতে ধরে ছিলেন। কুকুরগুলো নিজেরাই হেঁটে হেঁটে সামনে এগিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে রুডি প্রায় এক কিলোমিটার (শূন্য দশমিক ৬ মাইল) পথ হাঁটেন। রুডি বলেছেন, 'আমরা এমন কিছু করতে চাই, যাতে এসব কুকুর চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা তো চ্যাম্পিয়নই। এগুলো ভালো কুকুর, একটি আশ্রয় তাদের প্রাপ্য।'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৯৯

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

নাক ডাকা মানেই কি স্লিপ অ্যাপনিয়া?

ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা মানেই স্লিপ অ্যাপনিয়া নয়। তবে ঘুমের মধ্যে অতিরিক্ত নাক ডাকা, ঘুমে বারবার ব্যাঘাত হলে অবশ্যই স্লিপ অ্যাপনিয়ার পরীক্ষা করাতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় নাক ডাকার সমস্যা হলে সেই ভঙ্গিতে না শোয়াই ভালো। যিনি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকছেন, তাঁকে ডেকে বা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া কোনো সমাধান নয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২			৩		৪	৫
			৬		৭		
৮		৯			১০		
				১১			
	১২		১৩			১৪	
১৫		১৬		১৭			
	১৮		১৯				
২০					২১		

বাঁ থেকে ডানে
১. বোকামি। ৪. গায়ের চামড়া।
৬. জ্বালাবোধ। ৮. গুণবান ব্যক্তি।
১০. দ্রুততা। ১১. নিদ্রিত। ১৩. ক্ষুধার্ত।
১৫. বাকির বিপরীত। ১৭. অপরের অনিষ্টের জন্য যে দোয়া। ১৮. আড়ম্বর। ২০. দধি।
২১. স্বামীর অন্য স্ত্রী।

ওপর থেকে নিচে
২. অনুমান। ৩. বালি। ৫. বড় মন্দিরা।
৬. গাত্রতাপ। ৭. নিক্ষেপ করা হয়েছে এমন।
৮. ছোট গাছের ঝাড়। ৯. ধোঁকা। ১১. সুখ বহন করে আনে এমন। ১২. জুতসই।
১৪. চাকরি বা কর্মের উন্নতি।
১৬. দমিত হওয়া। ১৯. রোপণ করা।

গত সমস্যার সমাধান

পা	খি		আ		ঝাঁ	পি	
	চু	প	চা	প		ঠা	সা
যু	ড়ি		র		ব		য়
ষ		প্র		র	ং	ঢ	ং
ল	ট	কা	নো		শ		কা
ধা		শ		বা		হা	ল
রা	গ		ফাঁ	কি	বা	জি	
	তি	র্য	ক		ম	র	ণ

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস এডিসন তাঁর স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মোর্স কোডে।

'স্টার ওয়ার্স' সিরিজের 'ইয়োডা' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শুরুতে একটা বানরের কথা ভাবা হয়েছিল।

চপস্টিক বানাতে বছরে ২ কোটি গাছ কাটে চীন!

কথা অমৃত

আপনার বয়স যতই হোক না কেন, মায়েরা সব সময় বলতে থাকবেন আপনার কী করা উচিত।

গ্যাব্রিয়েল রিস
মার্কিন ভলিবল খেলোয়াড় (জন্ম : ১৯৭০)

সুডোকু

	5	8	2			9	6	
9					7			
			9	6	8			
5	1						8	3
		3				5		
7	9						1	2
			4	7	1			
			8					1
	7	1			5	3	9	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

4	1	5	7	2	8	6	3	9
9	2	3	5	4	6	8	7	1
6	7	8	3	9	1	5	4	2
1	3	7	6	8	4	9	2	5
5	8	6	2	7	9	3	1	4
2	4	9	1	3	5	7	8	6
8	5	1	4	6	3	2	9	7
7	9	4	8	5	2	1	6	3
3	6	2	9	1	7	4	5	8

কৌতুক

তালেব সাহেব রোবটকে বললেন, 'কাপড়গুলো ধুতে দাও। তারপর এক কাপ চা এনো, সঙ্গে বিস্কুট দিয়ো। আর শোনো, এসব লিখে নাও, না হলে ভুলে যাবে, তোমার মেমোরির যা অবস্থা!' রোবট বলল, 'আমার স্মৃতিশক্তি আপনার মতো দুর্বল নয়, লিখতে হবে না; আর কী লাগবে, বলুন।' তালেব সাহেব বললেন, 'চা দেওয়ার আগে এক গ্লাস পানি দিয়ো।' হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে চলে গেল রোবট। কিছুক্ষণ পর ফিরল এক গ্লাস দুধ নিয়ে। তালেব সাহেব রেগে অগ্নিশর্মা, 'বললাম, আজ ভাত খাব না, একটা রুটি ভেজে আনো; আর তুমি কিনা আনলে দুধ! গাধা একটা!'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

ঘুপি, আমার কিছুই ভালো লাগছে না! 'ওরা' আমার সবচেয়ে প্রিয় টিচারকে...

...বিদায় করে দিয়েছে! জীবনে এতটা খারাপ আর লাগেনি! কী করতে পারি, বলো তো?

বজ্রপাতে এক নারীর মৃত্যু | মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় গত শুক্রবার বজ্রপাতে হালিমা বেগম (৬০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

সংক্ষেপে

বুয়েট

ক্লাসে ফিরেছেন শিক্ষার্থীরা

ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই ক্লাস ও ল্যাবে অংশ না নেওয়া ও ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। তবে বুয়েট প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস পেয়ে পূজার ছুটির পর তাঁরা গতকাল শনিবার থেকে ক্লাসে ফিরেছেন। বুয়েটের শিক্ষার্থীরা সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখ থেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বুয়েট প্রশাসন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের হলের আসন বাতিল করে সেই শিক্ষার্থীদের চিঠি দিয়ে অবহিত করেন। তবে সেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্লাস ও ল্যাব ব্যবহার করতে চান না, এমন দাবিতে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বুয়েট প্রশাসন আশ্বস্ত করলে গতকাল ক্লাসে ফিরবেন বলে একমত হয়েছিলেন বুয়েটের সব ব্যাচের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
প্রতিনিধি, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সাভার

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ঢাকার সাভারে সিআরপি রোড ডগরমোরায় গত শুক্রবার ইউনুস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালট্যান্ট সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হাজি ইউনুস উদ্দিন বলেন, 'সব শ্রেণির মানুষের মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এখানে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, সাইকো থেরাপি, প্রস্থেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিকসসেবাসহ সব ধরনের প্যাথলজিক্যাল ল্যাব টেস্ট, রেডিওলজিক্যাল টেস্ট, আলট্রাসনোগ্রাফি, ইসিজি ও ইকো টেস্টে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।' অনুষ্ঠানে সাভারের তেতুলঝোড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজি মো. মহিউদ্দিন, চিকিৎসক আবদুস সালাম, সাবরিনা আনোয়ার ও মো. মাজিদুর রহমান এবং ব্যবসায়ী অজল হক, এনামুল হক, মুনতাসীর নাবিল, সামিমা খাতুন, সুরাইয়া আক্তার, সায়লা আক্তারসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

হামলাকারীদের শাস্তির দাবি

জুলাই বিপ্লবীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ ও তাদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। গতকাল শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক-সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের এক পাশে এ মানববন্ধন করেন তাঁরা। মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শামসুজ্জামান সায়েম ও একই বিভাগের একই শিক্ষার্থী জাকিরুল ইসলাম, নগর ও অঞ্চল-পরিকল্পনা বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আদনান করিম প্রমুখ বক্তব্য দেন। বক্তারা বলেন, গত ১৫ বছর স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন স্থানে যে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা রেখে গেছে, যা এখনো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতীয়মান। তাঁর পতনের পরও তাঁর রেখে যাওয়া ছাত্রলীগ-যুবলীগের গুন্ডারা এখনো জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী, সাধারণ জনতা ও শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবি শেখ হাসিনাসহ তাঁর দলের অন্য নেতা-কর্মীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হোক।
প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

গাজীপুর

১০ দফা দাবি

ট্রেনের বন্ধ রাখা মাসিক টিকিট, টাঙ্গাইল কমিউটার ও সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন আবার চালু, জয়দেবপুর স্টেশনে সব ট্রেনের স্টপেজসহ গাজীপুর-ঢাকা রেল যোগাযোগব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে ১০ দফা দাবি জানিয়েছেন গাজীপুর ঐতিহ্য ও উন্নয়ন নামে একটি সংগঠনের নেতারা। গতকাল শনিবার গাজীপুর প্রেসক্লাবে ওই সংগঠনের নেতারা এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান। ওই সংগঠনের নেতারা বলেন, রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ন্যূনতম কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় দাবিগুলো আদায়ে সাধারণ ছাত্র-জনতা ও যাত্রীদের পক্ষ থেকে ২১ অক্টোবর জয়দেবপুর স্টেশনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

দুর্ভোগ বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের কর্মচারীদের অবরোধের কারণে সৃষ্ট যানজটে দুর্ভোগে পড়তে হয় লোকজনকে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শিশুকে নিয়ে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন এই ব্যক্তি। গতকাল রাজধানীর শাহবাগে। ছবি : সাজিদ হোসেন

বৈষম্যহীন রাষ্ট্র-সমাজ প্রতিষ্ঠায় লালন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক

বললেন আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লালন ফকিরের গানে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালোবাসা স্পষ্ট উল্লেখ করে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, তিনি (লালন) অসাধারণ মানবতাবাদী মানুষ ছিলেন। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র-সমাজ প্রতিষ্ঠায় শুধু মানবতাবাদী মানুষ হিসেবেই তিনি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক থাকবেন।

মহাত্মা লালন সাঁইজির ১৩৪তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে লালন স্মরণোৎসব ২০২৪-এর সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসিফ নজরুল এ কথা বলেন। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন করেছিল শিল্পকলা একাডেমি। এই একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সমাপন অনুষ্ঠান হয়।

এত দিন দেশের সব সাংস্কৃতিক চর্চাটা একটা পরিবার ও একজন ব্যক্তির বন্দনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, 'ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেই শৃঙ্খলার মুক্তি ঘটেছে। আমরা আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা করছি। আমরা যদি বাংলাদেশের কথা বলি, লালনের কথা বলতে হবে নিশ্চয়।'

দেশের ৯০ ভাগ মানুষ নিজেদের রবীন্দ্রচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন বলেও মন্তব্য করেন আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, 'এর বাইরে আমাদের অনেক সাংস্কৃতিক চর্চার জায়গা আছে। সেটার অন্যতম প্রধান জায়গা হতে পারে লালনচর্চা।' লালনচর্চার জন্য যে কর্মসূচিই দেওয়া হবে, মন্ত্রণালয় থেকে সেখানে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করা হবে বলেও জানান তিনি।

শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল বলেন, 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বাইরে লালন আমাদের একটা দর্শন দিতে পারেন এবং একটা জায়গা দিতে পারেন।'

অন্তর্বর্তী সরকারকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রে সংস্কৃতিকে রাখার আহ্বান জানান শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ ও শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক আবদুল হালিম চঞ্চল এ সময় বক্তব্য দেন। লালন সাঁইয়ের স্মরণোৎসবের এই সমাপন আয়োজনে সুর-সংগীত, গান ও নৃত্য ছিল।

প্রশ্ন করার মতো মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে

আলোচনা অনুষ্ঠানে আলী রীয়াজ

'গণ-অভ্যুত্থানে আহত কবি ও লেখকদের গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে *কালের ধ্বনি* নামের একটি সাহিত্য পত্রিকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলী রীয়াজ

ভয়ের সংস্কৃতি কেটে গেছে, প্রশ্ন করার মতো মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের যে লক্ষ্য ছিল, তা এখন বাস্তবায়ন করতে হবে।

'গণ-অভ্যুত্থানে আহত কবি ও লেখকদের গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ এ আহ্বান জানান। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে *কালের ধ্বনি* নামের একটি সাহিত্য পত্রিকা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে আহত হওয়া কবি, লেখকদের আন্দোলনের দিনগুলোর কথা তুলে ধরেন। এই পর্বে বিভিন্ন বয়সের ১৭ জন লেখক ও কবি তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি ছোট বইও প্রকাশিত করেছে *কালের ধ্বনি*। অনুষ্ঠানে এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পরে ছিল অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, 'জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বিস্ময়কর অর্জন সম্ভব হয়েছে, তা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। ছাত্র-জনতা জীবন উৎসর্গ করে আমাদের হাতে এই অর্জনকে জিম্মা হিসেবে দিয়ে গেছে। অভ্যুত্থানের যে লক্ষ্য ছিল, তা এখন বাস্তবায়ন করতে হবে। আসুন, সবাই মিলে এই বড় কাজ সুসম্পন্ন করি।' তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই অনেকের মনে হয়তো নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে, হতাশা এসেছে। তা আসতেই পারে, সে জন্য আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন। ভয়ের সংস্কৃতি কেটে গেছে। প্রশ্ন করার মতো মুক্ত পরিবেশ এখন সৃষ্টি হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে আলোচনায় আরও অংশ নেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, কাজল রশীদ, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন আমিরুল মোমেনীন। অতিথি বক্তা ছিলেন গীতিকবি শহীদুল্লাহ ফরায়েজী, নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লতিফুল ইসলাম, চিকিৎসক সাকিরা পারভিন, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও ছাত্রলীগের নির্যাতনে বুয়েটশিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ভাই আবরার ফাইয়াজ।

অভ্যুত্থানে আহত কবি ও লেখকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন হাসান আফিফ, শাহ হুজাইফা ফেরদৌস, হাসান ইমাম, মাসুক নুর, শেরিফ ফারুকী, হাসনাত আবদুল্লাহ, কাদের মাজহার, ইব্রাহিম নিরব, তুহিন খান, আল নাহিয়ান, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ, মোরশেদ আলম, চঞ্চল বাশার, আক্তার জামান, হানিফ মোল্লা ও সালেহ আহমদ। সংগীত পরিবেশন করেন রিয়াজুল ইসলাম ও পার্শা মাহজাবিন। সঞ্চালনা করেন *কালের ধ্বনির* সম্পাদক কবি ইমরান মাহফুজ ও লেখক জুবায়ের ইবনে কামাল।

আইএইউপির কোষাধ্যক্ষ হলেন সবুর খান

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টসের (আইএইউপি) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান। তাঁর সঙ্গে সিয়াস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (চীন) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যানশন চেন, যিনি আইএইউপির প্রেসিডেন্ট এবং তানিওকা গাকুয়েন এডুকেশন ফাউন্ডেশনের (জাপান) ভাইস চ্যান্সেলর তাতসুরো তানিওকা, যিনি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

কুমিল্লায় হাসনাত আবদুল্লাহ

ত্রিপুরায় ফ্যাসিবাদের গংরা জমায়েতের অপচেষ্টা করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *নোয়াখালী* ও **সংবাদদাতা**, *কুমিল্লা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা খবর পেয়েছি, কুমিল্লার পার্শ্ববর্তী সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরায় ফ্যাসিবাদের গংরা জমায়েত হওয়ার অপচেষ্টা করছে। আমরা ফ্যাসিবাদের গংদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, তাদের ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা কখনোই বাংলার মাটিতে সফল হবে না। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন হওয়ার ষড়যন্ত্র কখনোই সফল হতে দেওয়া হবে না।'

গতকাল শনিবার রাতে কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড় এলাকার টাউন হল মাঠে এক মশালমিছিলের শুরুতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এ কথা বলেন হাসনাত। 'কুমিল্লার মাটি ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদী শক্তির একত্র হওয়ার অপচেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার সমাবেশ ও মশালমিছিল' নামের এই কর্মসূচির আয়োজন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুমিল্লা।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় আরেক সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসুদ বলেন, 'কুমিল্লার মাটিতে খুনি হাসিনা ও বাহারের (সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দীন) কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া হবে না। ভারতে বসে বাহার ও তাঁর কন্যা সূচনা এখনো ষড়যন্ত্র করছেন।'

এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় নোয়াখালীতে ভাষা সাহিত্য চর্চা একাডেমি নোয়াখালীর আয়োজনে 'নজরুল সাহিত্যে বৈষম্যবিরোধী চেতনা' শীর্ষক আলোচনা সভায়ও কথা বলেন আবদুল হান্নান।

প্রজ্ঞাপন জারিতে সময় বেঁধে দিয়েছেন ৩৫ প্রত্যাশীরা

প্রতিনিধি, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নিয়ে গঠিত পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন জারির জন্য আজ রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা। আজকের মধ্যে প্রজ্ঞাপন না দেওয়া হলে আগামীকাল সোমবার বেলা ১১টায় আবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে এসব তথ্য তুলে ধরেন আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মো. রুমান কবির।

সমন্বয়ক রুমান কবির বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত কমিটি বয়স বাড়ানোর সুপারিশ করলেও এখনো প্রজ্ঞাপন জারি করেনি সরকার। আমরা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের সুপারিশের পর প্রজ্ঞাপনের দায়িত্ব সরকারের। গত বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারির কথা ছিল। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি।

লালনকে নিয়ে বারবার সংস্কৃতির রাজনীতি বদলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

- 'জাতিসত্তার প্রশ্ন এবং বাউল-ফকির পরিবেশনার রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনা।
- প্রধান আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ-আল মামুন।

কখনো লোকসাহিত্যে, আবার কখনো শুধু দার্শনিক হিসেবে লালন উঠে এসেছেন। ফকিরি থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাউল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে লালনকে। কখনো হয়েছেন শুধু 'মনের মানুষ'। এভাবে বারবার সংস্কৃতির রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়েছেন ফকির লালন। তবে জাতিসত্তা নয়, লালনকে বুঝতে হবে আত্মসত্তার জায়গা থেকে।

লালন স্মরণোৎসবের তৃতীয় দিন বিকেলে আয়োজিত 'জাতিসত্তার প্রশ্ন এবং বাউল-ফকির পরিবেশনার রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনায় উঠে আসে এ কথাগুলো। গতকাল শনিবার শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত হয় তিন দিনের লালন স্মরণোৎসব ২০২৪-এর শেষ পর্বের এই আলোচনা অনুষ্ঠান।

প্রধান আলোচক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ-আল মামুন। তিনি লালনকে নিয়ে নিজের গবেষণাপত্র থেকে পাঠ করেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সময়ে যে জাতীয়তাবাদ প্রয়োজন ছিল, তা আর পুনর্নির্মাণ হয়নি স্বাধীনতার পর। এরই ফল আজকের এই অসংগতি। লালনকে আমরা তাঁর নিজের পরিসরে ধারণ করতে পারিনি। বাঙালি মুসলমান যে বৈচিত্র্যময় এবং তাঁর বহুরকম ধারা আছে, সেই সত্যিটা মুছে গেছে। টিকে আছে এমন একটি ধারণা, যেখানে বাঙালি মুসলমান শুধু কট্টর ও সংঘর্ষমুখী।'

শিল্পকলার মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, '২০২৪ সালে আমাদের জাতিসত্তা, আমরা বাংলাদেশি কারা, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, লালনকে নিয়ে সংস্কৃতিতে যে রাজনীতি, তা অর্থের সঙ্গে ক্ষমতার খেলার সঙ্গেও যুক্ত। নানানভাবে বহমান হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শাহমান মৈশান বলেন, লালনকে ফকির হিসেবে আখ্যা দিয়ে কলকাতার সাহিত্যও আছে। যেমন সুধীর চক্রবর্তী লালনকে সেভাবে দেখেছেন। ফলে শুধু দুটি চলচ্চিত্রে লালনের ফকিরি চরিত্র মুছে ফেলা হয়েছে বলে এটা বলা ঠিক হবে না যে কলকাতা থেকে একটি নতুন জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা তৈরির চেষ্টা হয়েছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, 'আমরা যে বাঙালির কথা আজ বলছি, সেটা আগে থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া একটা ধারণা।

আলোচনা শেষে ছিল শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরপর্ব। এ সময় লালনকে উপস্থাপন কেন্দ্র করে উঠে আসে বাঙালি জাতিসত্তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন।

'শীতলক্ষ্যাকে বাঁচাতে দূষণ বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে'

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

একসময় স্বচ্ছ পানির জন্য খ্যাতি ছিল শীতলক্ষ্যা নদীর। সেই নদী দূষণে মরতে বসেছে। শীতলক্ষ্যাকে বাঁচাতে দূষণ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শীতলক্ষ্যাকে দূষণমুক্ত করতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নির্গত তরল বর্জ্য পরিশোধনে কেন্দ্রীয় শোধনাগার স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া পয়োনিষ্কাশন বর্জ্য পরিশোধনে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় শোধনাগার স্থাপন করতে হবে। নদী ও খাল দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার পাশাপাশি জনসচেতনতায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে শীতলক্ষ্যা নদীর দূষণরোধে জেলা প্রশাসনের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে পরামর্শবিষয়ক আয়োজিত কর্মশালায় বক্তাদের বক্তব্যে এসব বিষয় উঠে আসে। জেলা প্রশাসন ও জেআইজেড বাংলাদেশের উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুল হামিদ। কর্মশালায় সিভিল সার্জন মশিউর রহমান, ডিএনডি প্রকল্পের মেজর সাকিব, পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের পরিচালক মাসুদ ইকবাল, পরিবেশ অধদপ্তর নারায়ণগঞ্জ অফিসের উপপরিচালক এ এইচ এম রাসেদ, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফ আলম, নিট ডাইং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাত, গ্রীন ফর পীচের চেয়্যারমান আরিফ মিহির, পরিবেশ আন্দোলন বাপার সহসভাপতি তারিক বাবু, পরিবেশ রক্ষা উন্নয়ন সোসাইটির চেয়ারম্যান মো. হোসাইসহ গণমাধ্যমকর্মী ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

কর্মশালায় প্রামান্য চিত্র উপস্থাপন করেন জেআইজেডের পরিবেশ নীতি ও সম্পদ দক্ষতা উপদেষ্টা সারাহ জিনা এবং ডিএনডি প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেজর সাকিব।

জুলাই-সেপ্টেম্বরে চীনের প্রবৃদ্ধি কমেছে | জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে চীনের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৪.৬% হয়েছে। রয়টার্স

চীনের ঋণে জাহাজ কেনায় ৫০০ কোটি টাকার অনিয়ম

সরকারি ক্রয়

চীনা জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিএমসিকে চারটি জাহাজের প্রতিটিতে বাজারদরের চেয়ে প্রায় এক কোটি ডলার বেশি দিতে হচ্ছে।

- চারটি জাহাজ ক্রয়ে ব্যয় হবে ২৩.৫৭ কোটি ডলার বা ২,৪৮৬ কোটি টাকা।
- দুটি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার ও দুটি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ।
- চীনের ঋণে জাহাজ কেনা হবে। অর্থ পরিশোধ করা হবে পাঁচ কিস্তিতে।
- ২০২৬ সাল নাগাদ জাহাজগুলো পাওয়ার কথা।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

চীনের ঋণে চারটি জাহাজ কেনায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ঘাপলা হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে প্রচলিত বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে এসব জাহাজ কেনার চুক্তি হয়েছছ। ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর ছুটির দিনে চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট করপোরেশনের (সিএমসি) সঙ্গে জাহাজ কেনার এই চুক্তি করেছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও বিএসসিসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। চুক্তি অনুসারে, চীনের এ জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান দুটি করে ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার ও মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সরবরাহ করবে।

এই জাহাজ কেনার জন্য তৎকালীন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে জাহাজ কেনার পেছনে কমিশন-বাণিজ্য থাকতে পারে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানা গেছে, প্রতিটি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকারের (আফরাম্যাক্স) দাম পড়ছে ৭ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। প্রতিটি জাহাজ ১ লাখ ১৪ হাজার ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন। অন্যদিকে প্রতিটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজের (প্যানাম্যাক্স) দাম পড়ছে ৪ কোটি ৪ লাখ ডলার। এ দুটি জাহাজের প্রতিটি ৮০ হাজার ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন। সব মিলিয়ে চারটি জাহাজের জন্য ব্যয় হবে ২৩ কোটি ৫৭ লাখ ডলার। এর পুরোটাই চীন সরকার ঋণ দিচ্ছে। ২০২৬ সাল নাগাদ জাহাজগুলো হাতে পাবে বাংলাদেশ।

এদিকে চীনের বিভিন্ন জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের তৈরি জাহাজের দাম পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সিএমসির জাহাজের দাম বেশি ধরা হয়েছে। ২০২৩ সালে সে দেশের কার্যাদেশ নেওয়া কয়েকটি জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের তৈরি ৮০-৮২ হাজার ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের দাম ৩ কোটি ২০ লাখ থেকে ৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এই দাম বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ দেওয়া জাহাজগুলোর চেয়ে প্রায় এক কোটি ডলার কম। আর ১ লাখ ১৪ হাজার ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকারের (আফরাম্যাক্স) দাম অন্য কোম্পানিগুলো নেয় ৬ কোটি ১০ লাখ থেকে ৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার। অর্থাৎ এই জাহাজেও প্রতিটিতে এক কোটি ডলার বেশি দাম ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) সূত্রে জানা গেছে, সব মিলিয়ে চারটি জাহাজ কিনতে দেশি মুদ্রায় খরচ হবে ২ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা। পাঁচ কিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধ করা হবে।

ইআরডি ও বিএসসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করেন, চারটি জাহাজ কেনায় সব মিলিয়ে ৪ কোটি ডলার বেশি দাম দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান বাজারমূল্যে দেশের প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে)।

জানা গেছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হলে চীনের জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিএমসি জাহাজ নির্মাণ শুরু করবে। এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

এ বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, বাড়তি দামে জাহাজ কেনায় অর্থের অপচয় হচ্ছে। চীনসহ যেকোনো উৎসের ঋণ জনগণকেই ফেরত দিতে হবে। সে জন্য অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা উচিত। এ জন্য জাহাজ কেনায় সর্বোচ্চ মান ও সর্বনিম্ন দর—দুটোকে প্রাধান্য দেওয়ার মৌলিক নীতি থাকা দরকার। চীন থেকে চারটি জাহাজ কেনায় এসব শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। তা না হলে সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা আসবে না। জনগণের অর্থের অপচয় হবে। তাঁর মতে, যাঁদের জন্য অর্থের অপচয় হচ্ছে, তাঁদের আইনের আওতায় আনা উচিত।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তাঁরা কেউ কথা বলতে রাজি হননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরুর বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ইআরডি তা শিগগিরই জানিয়ে দেবে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আগের দরে জাহাজ মিলবে না।

প্রথমে ছয়টি জাহাজ, এখন চারটি

২০২০ সালের সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চীনের সঙ্গে এই ঋণ নিয়ে আলোচনা শুরু করে বিএসসি। তখন ৮০ হাজার ডিডব্লিউটি ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি মাদার বাল্ক জাহাজ ও ১ লাখ ১৪ হাজার ডিডব্লিউটির তিনটি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংক কেনার কথা ছিল। পরে আড়াই বছর ধরে এ নিয়ে দর-কষাকষি চলে। কিন্তু তত দিনে ডলারের দাম বেড়ে যায়। এ ছাড়া জাহাজ তৈরির প্রধান উপকরণ লোহাসহ যাবতীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পায়। যে কারণে চীনা কর্তৃপক্ষ ছয়টি জাহাজ দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। তাই বাংলাদেশ চারটি জাহাজ কিনতে রাজি হয়।

প্রকল্পে যা আছে

চীনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায় আড়াই বছর দর-কষাকষির পর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। ২০২৩ সালের এপ্রিলে ২ হাজার ৬২০ কোটি টাকার প্রকল্প পাস হয়। এর মধ্যে চীন সরকারের ঋণ ২ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা। জানা গেছে, এই ঋণ পরিশোধের সময় ১৫ বছর। এর মধ্যে চার বছর গ্রেস পিরিয়ড। সব মিলিয়ে সুদের হার ২ দশমিক ২ শতাংশ।

চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি) জাহাজগুলোর নকশা, পরিমাপসহ সবকিছু তৈরি করেছে।

চীনা ঋণের বিপরীতে দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। এটি সরবরাহ ঋণ। প্রথম কিস্তি পরিশোধের পর সিএমসিকে জাহাজ বানানোর কথা বলা হবে। তখন তারা জাহাজ তৈরির কাজ শুরু করবে।

পোশাকশিল্পে ঝুঁকি বেড়েছে : বিজিএমইএ

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনা পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। তারা বলেছে, এলডিসি উত্তরণের কথা বলে পোশাকশিল্পের নগদ সহায়তার পরিমাণ কমানো হয়েছে। এ কারণে শিল্পে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি ও বিপর্যয়ের শঙ্কা বেড়েছে।

সেই সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতের যেসব উদ্যোক্তা প্রতিকূলতার কারণে ব্যবসায় টিকতে পারছেন না, তাঁদের জন্য নিরাপদ 'এক্সিট পলিসি' বা ব্যবসা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ।

গতকাল রাজধানীর বিজিএমইএ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানিয়েছে বিজিএমইএ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পরিচালকেরা।

গত দুই মাসে শ্রম অস্থিরতার কারণে শিল্পকে বড় মাশুল দিতে হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে যারা শিল্প ও অর্থনীতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তাদের আইনের আওতায় আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বিজিএমইএ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ব্যাংকঋণের সুদহার এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনা এবং পোশাক খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর জন্য বিশেষ নীতিসহায়তা চেয়েছে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএর তথ্যানুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে যেখানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ, সেখানে ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ আর ভারতের ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। তারা আরও বলেছে, বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বোঝা যায়, রপ্তানি আদেশ এসব দেশে চলে যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নির্দিষ্ট কিছু শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতার কারণে গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের পোশাক খাতে ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি ডলারের রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

তৈরি পোশাক কারখানাগুলোয় স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে জরুরি ভিত্তিতে সিএনজি স্টেশন থেকে সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমইএ।

এসএমইতে অর্থায়ন বাড়াতে হবে

ঢাকা চেম্বারের আলোচনা

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সিএমএসএমই ঋণের পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা নির্ধারণের পরামর্শ দেন ডিসিসিআই সভাপতি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের জন্য এসএমই নীতির সংস্কারবিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বক্তারা। গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই কার্যালয়ে। ছবি : ঢাকা চেম্বারের সৌজন্যে

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেছেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে (এসএমই) তারল্যপ্রবাহ না বাড়ালে অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে নয়। ব্যাংকের পাশাপাশি ইকুইটি ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল থেকেও এই খাতে অর্থায়ন বাড়ানো প্রয়োজন।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই কার্যালয়ে আয়োজিত এক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় এসব কথা বলেন আশরাফ আহমেদ। টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনে ২০১৯ সালের এসএমই নীতির সংস্কার বিষয়ে এ আলোচনার আয়োজন করা হয়।

নারী উদ্যোক্তারা এসএমই ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যায় পড়েন উল্লেখ করে আশরাফ আহমেদ বলেন, বেশির ভাগ নারীরই ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধক দেওয়ার মতো সম্পদ থাকে না। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বা নথির ক্ষেত্রেও তাঁরা সমস্যায় পড়েন। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সিএমএসএমই ঋণের পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা নির্ধারণের পরামর্শ দেন ডিসিসিআই সভাপতি।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সলিম উল্ল্যাহ বলেন, ২০১৯ সালের এসএমই নীতির মেয়াদ চলতি বছরের মধ্য জুনে শেষ হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ এই নীতি যুগোপযোগী ও বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে হালনাগাদ করা হবে।

সভায় বক্তারা বলেন, ২০১৯ সালের এসএমই নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাব ছিল। সে জন্য নীতি বাস্তবায়নে ধীরগতি ছিল বা অনেক নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পাওয়া যায়নি।

মূল প্রবন্ধে আশরাফ আহমেদ বলেন, এসএমই খাতে মূল্য সংযোজন কম হলেও দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান অনেক। তবে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ এসএমই এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতে।

আশরাফ আহমেদ আরও বলেন, এসএমই নীতিতে কটেজ, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞায়নে সমস্যা আছে। প্রতিটি গোষ্ঠীর আলাদা ও পরিষ্কার সংজ্ঞায়ন প্রয়োজন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি, শিল্পনীতিসহ সব ক্ষেত্রে একই সংজ্ঞা অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।

নীতি বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্য

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, এসএমইগুলোর জন্য চমৎকার নীতি প্রণয়ন করা হলেও সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। সময়-নির্ধারিত কর্মসূচিতে অসামঞ্জস্য আছে। যেমন এসএমই নীতিতে নতুন বাজার বৃদ্ধি ও রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনকে; অথচ সেখানে ইপিবিকে যুক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রাম বিভাগের পরিচালক নওশাদ মোস্তফা বলেন, এসএমইগুলোর জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন করে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অর্থায়ন বাড়ানো দরকার।

এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান বলেন, এসএমই নীতি ও কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হলেও সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন সরকারের তরফ থেকে করা হয়নি। এসএমই নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। একই কথা বলেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) পরিচালক কাজী মাহবুবুর রশিদ। তাঁরা এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিককে শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নির্বাহী পরিচালক ইয়াকুব হোসেন বলেন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ভূমিকা রাখছে। অথচ এসএমই নীতির কোথাও তারা নেই। এসএমইতে খেলাপি ঋণের হার কমলে প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রদানে আরও আগ্রহী হবে বলে জানান লংকাবাংলা ফিন্যান্সের কর্মকর্তা খন্দকার মোস্তাক হোসেন।

ঢাকা ব্যাংকের এমএসএমই ও ইমার্জিং বিজনেস বিভাগের প্রধান মাহবুবুর রহমান বলেন, এসএমইগুলোর জন্য বেশ কয়েকটি রিফিন্যান্সিং স্কিম আছে; ব্যাংকগুলো টাকা নিয়ে বসে আছে, কিন্তু উপযুক্ত গ্রাহক (উদ্যোক্তা) পাওয়া যায় না।

এসএমই খাতে ট্রেডিং ব্যবসা বড় অবদান রাখছে, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু এসএমই নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় ট্রেডিংকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. কায়সার হামিদ। সব অংশীজনকে নিয়ে এসএমই ইনোভেশন ল্যাব করার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোশাররফ হোসেন।

করপোরেট সংবাদ

ওয়ালটন কম্পিউটার বিভাগীয় প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে গত শুক্রবার শুরু হয়েছে ওয়ালটন কম্পিউটার বিভাগীয় প্রযুক্তি (আইটি) মেলা, যা চলবে আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিয়াকত আলী, ইসিএস কম্পিউটার সিটির সদস্যসচিব নজরুল ইসলাম হাজারী ও যুগ্ম আহ্বায়ক ওহিদুল ইসলাম। পর্যায়ক্রমে দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। **বিজ্ঞপ্তি**

চট্টগ্রাম মোটর উৎসবে এসিআই-ইয়ামাহার অংশগ্রহণ

চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন হলে ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সপ্তম চট্টগ্রাম মোটর উৎসবে (ফেস্টে) নজরকাড়া সব আয়োজন নিয়ে হাজির হয়েছিল এসিআই মোটরস-ইয়ামাহা। অনুষ্ঠানে এসিআই মোটরসের নির্বাহী পরিচালক সুব্রত রঞ্জন দাস ও ইয়ামাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মোটর উৎসবে ইয়ামাহার সুপার স্পোর্টস বাইক আরওয়ানএম ছাড়াও বিভিন্ন মডেলের মোটরসাইকেল প্রদর্শন করা হয়। **বিজ্ঞপ্তি**

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির সভা

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ৮৮৩তম সভা সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আক্কাচ উদ্দিন মোল্লা সভাপতিত্ব করেন। এ সময় ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ফকির আখতারুজ্জামান; পরিচালক মো. সানাউল্লাহ সাহিদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, মো. তৌহীদুর রহমান ও মোহাম্মদ ইউনুছ; ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ উদ্দীন আহমেদ ও কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সংঘাত বিপর্যয়কর পরিণতির বৃত্তে ঢুকে পড়েছে।

ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতের *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলন

অনৈতিক চাপে নতি স্বীকারের সুযোগ নেই

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গে নিয়োজিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন ঘিরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা একদিকে যেমন অনভিপ্রেত; অন্যদিকে গভীর উদ্বেগেরও। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি দেশের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থায় বিরাট একটা সংস্থা, মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের ৫৫ শতাংশ এই সংস্থার অধীন। চাকরির নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি থাকতেই পারে, সেই দাবি ন্যায্য ও যৌক্তিকও হতে পারে; কিন্তু তা আদায়ের জন্য বিদ্যুতের মতো একটি জরুরি সেবার সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একীভূতকরণ এবং অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়নসহ চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন সমিতির প্রায় ৪৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী। গত বৃহস্পতিবার আরইবি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২০ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করে এবং ১৫ জনকে আসামি করে রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা দেয়। এরপর কয়েকজন কর্মকর্তাকে রিমান্ডে পাঠান আদালত।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেন সমিতির কর্মচারীরা। দেশের ৮০টির মধ্যে ৬০টি সমিতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে বিপুলসংখ্যক গ্রাহক কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় ছিলেন। পরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর সঙ্গে আলোচনা শেষে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন স্থগিত করেন।

এটা স্পষ্ট যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ বছরের শুরু থেকে আন্দোলন করে আসছেন। বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ বিভাগ দাবিদাওয়া পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি করে। কিন্তু সেই কমিটি কোনো প্রতিবেদন দেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সমিতি আন্দোলন অব্যাহত রাখে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বঞ্চিত বোধ করলে তাঁদের দাবিদাওয়া তাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু এর বদলে হুমকি-ধমকি কিংবা অসহিষ্ণু আচরণ দাবি আদায়ের পথ হতে পারে না। বিদ্যুৎ একটি জরুরি সেবা এবং এ-সংক্রান্ত স্থাপনাগুলো কি-পয়েন্ট ইনস্টলেশনের (কেপিআই) আওতায় পড়ে। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড।

আরইবির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কিছু বিপথগামী কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছেন। গত সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালীদের মদদে বিদ্যুৎ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। এ অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা গুরুতর ঘটনা। যদি কেউ এ রকম অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে সেটা সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তবে ঢালাও মামলা ও ইচ্ছেমতো আসামি করা হলে সংকট বাড়বে বৈ কমবে না।

আমরা মনে করি, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দাবির যৌক্তিকতা থাকলে পদ্ধতিগতভাবে ও আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সেটা সমাধান করতে হবে। এখানে জোরাজুরি করে দাবি আদায়ের কোনো সুযোগ নেই। জনগণকে জিম্মি করা হলে যৌক্তিক দাবির আন্দোলনও অনেক সময় অসাড় হতে বাধ্য।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলনকারীরা ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ করে দাবি আদায়ের কথা বলেছেন। অন্তর্বর্তী সরকার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছে। আমরা মনে করি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানই সেরা পথ। কিন্তু জবরদস্তি করে কেউ যদি দাবি আদায় করতে চান, তাহলে তাঁদের অনৈতিক চাপের মুখে নতি স্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

পাসশূন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

সমস্যার গোড়া খুঁজে বের করা দরকার

২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এবার শুরু থেকেই প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে। গণ-আন্দোলনের কারণে কিছু পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। স্থগিত পরীক্ষাগুলো আবার গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সচিবালয়ে ঢুকে কিছু পরীক্ষার্থীর দাবি ও বিক্ষোভের মুখে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করে সরকার। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে বিষয়গুলোর পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, সেগুলোর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে বিষয় ম্যাপিং করে।

এবার পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৮। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে। শতভাগ পাস করা কলেজের সংখ্যা বেড়েছে ৪৩৫টি। শঙ্কার কথা হচ্ছে, দেশের ৬৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কেউ পাস করতে পারেননি। গত বছর এ রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪২। অর্থাৎ পাসশূন্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ২৩টি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আটটি প্রতিষ্ঠান, রাজশাহীর দুটি, কুমিল্লার চারটি, যশোরের সাতটি, চট্টগ্রামের পাঁচটি এবং ময়মনসিংহের চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষার্থী এবার ফেল করেছেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

কোনো পরীক্ষার্থী পাস না করা প্রতিষ্ঠান দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি। এই বোর্ডের ২০টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেননি। কলেজগুলোতে সর্বনিম্ন একজন থেকে সর্বোচ্চ আটজন করে পরীক্ষার্থী ছিলেন। আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বলেছেন, গত বছর কোনো শিক্ষার্থী পাস না করা চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস করবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে এবারও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ রকম ব্যবস্থা যদি নেওয়া হয়েই থাকে, তাহলে এবার কেন পাসশূন্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ল? তাহলে কি এমন ব্যবস্থা নেওয়াই আসলে কার্যকর কোনো পদ্ধতি নয়?

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেননি, সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা এ-ও জানান যে কেবল সরকারি সুবিধা নেওয়ার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেখা গেছে, কলেজ পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি পাওয়ার পর কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হতে চান না। অনেক প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হয় না। সেখানে নিয়মিত লেখাপড়া হয় কি না, অবকাঠামোগত সুবিধা আছে কি না, এসবের যথাযথ তত্ত্বাবধান হচ্ছে না।

এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে উদাহরণ তৈরি করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করে এগুলোকে উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। যথাযথ পরিদর্শন ও তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় যদি প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিষ্ঠান বেশি হয়, তাহলে কোনো বিবেচনাতেই বাড়তি প্রতিষ্ঠানকে কলেজ পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

চিঠিপত্র

রাস্তা মেরামত

সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম থেকে ছাতারদিঘী ইউনিয়ন পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার মেরামতের কাজ ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও কাজটি সম্পন্ন হয়নি। এতে স্থানীয় লোকজনের ভোগান্তির শেষ নেই। এই দুই ইউনিয়নে ৬১টি গ্রাম রয়েছে, যেগুলো জেলা ও উপজেলায় যাতায়াতের জন্য এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে রাস্তার শোচনীয় অবস্থার কারণে যাত্রীদের মাঝেমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হয়, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বিশেষ করে বৃদ্ধ ও অসুস্থ রোগীদের জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করা এখন এক দুঃস্বপ্ন। বছরের পর বছর ধরে চলমান এ সমস্যার কারণে গ্রামীণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তা মেরামত না হওয়ায় শুধু যাতায়াতের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি; বরং মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়েছে।

এ অবস্থায় আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি যে অতি দ্রুত রাস্তা মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

মিথিলা ফারজানা
শিক্ষার্থী

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

বাজার ও পণ্যমূল্য

এই অসহনীয় মূল্যস্ফীতির কারণ কী, প্রতিকার কীভাবে

সেলিম রায়হান

গত আড়াই বছরজুড়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেশের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছে। আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আশা করা হয়েছিল, এ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। অথচ মূল্যস্ফীতি এখন এক অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। এই উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মতে, এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির ছয়টি প্রধান কারণ রয়েছে।

১. সরবরাহ-সংকট : বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে। এতে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

২. চাহিদা ও সরবরাহের তথ্যের ঘাটতি : বাজারে চাহিদার প্রকৃত পরিসংখ্যান ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান এসব তথ্য সরবরাহ করে, সেসব প্রতিষ্ঠান ও তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

৩. বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব ও ব্যবসায়ীদের কারসাজি : বাজারে সরবরাহ-সংকটের সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ী মজুত করে বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেন।

৪. সঠিক মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি গ্রহণে ব্যর্থতা : বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বিত পদক্ষেপের অভাবের কারণে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সঠিক নীতিমালা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

৫. মুদ্রার অবমূল্যায়ন : গত দুই বছরে টাকার মূল্য বড় রকমের কমে যাওয়ার ফলে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে, যার প্রভাব পড়েছে পণ্যের দামে। কিন্তু এর সঙ্গে সংগতি রেখে আমদানি শুল্ক সামঞ্জস্য করা হয়নি।

৬. জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি : জ্বালানি তেলের উচ্চ মূল্য পণ্য উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণের খরচ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম আলো

যদিও এই দীর্ঘায়িত উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল, আগের সরকারের আমলে তা দেখা যায়নি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও কোনো সমন্বিত উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ এ রকম একটি অসাধারণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। আমার মতে, নিচের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

১. বাজারের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ : নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের যথাযথ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা প্রয়োজন। বাজারে কোথায় কোথায় সরবরাহ-ঘাটতি রয়েছে, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা পূরণ করতে আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা : সাম্প্রতিক বন্যা খাদ্যপণ্য উৎপাদন ব্যাহত করেছে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে এবং কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই বাস্তবতা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় পণ্য মজুতের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে আমদানির মাধ্যমে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে হবে। দুর্যোগকালে ফসলহানি মোকাবিলায় বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে বাজারে পণ্যের ঘাটতি না দেখা দেয়।

৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা : নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমদানি প্রক্রিয়ায় জটিলতা দূর করতে হবে। দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকলে আগেভাগেই আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সংকট সৃষ্টি না হয়।

৪. সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম গঠন : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে হবে। নিয়মিত বৈঠক করে বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫. মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির সমন্বয় : বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি নির্ধারণ করবে এবং এনবিআর রাজস্ব নীতি গ্রহণ করবে, যা একে অপরের সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে। সুদের হার ও কর রেয়াতের ক্ষেত্রে দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৬. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও চাঁদাবাজি বন্ধ করা : মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও চাঁদাবাজি বন্ধ করা জরুরি। এখনো সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের জায়গা আছে এবং আগের সরকারের আমলের চাঁদাবাজদের স্থলে নতুন চাঁদাবাজদের প্রতাপ লক্ষণীয়, যার কারণে সরবরাহব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি হয়, পরিবহন ব্যয় বাড়ে এবং বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়।

৭. ব্যবসায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা : মজুতদার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারেন। যাঁরা বাজারে কারসাজি করে দামের ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনার জন্য নিয়মিত মনিটরিং ও ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. বাজার নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগ : বাজারে অভিযান যাতে আতঙ্ক না ছড়ায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা কমিশনকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে এবং আইন প্রয়োগ করে বাজারে শৃঙ্খলা আনা প্রয়োজন।

৯. প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করা : প্রতিযোগিতা কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে তারা বাজারের অনিয়ম চিহ্নিত করে ব্যবসায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে। এ ক্ষেত্রে কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীন হতে হবে।

এটা ধারণা করা ভুল হবে না যে এই উচ্চ মূল্যস্ফীতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অন্তর্বর্তী সরকারের অনেক সংস্কার কর্মসূচিই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে নতুন করে অনেক বাধার সৃষ্টি হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

● **সেলিম রায়হান** অর্থনীতির অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সানেমের নির্বাহী পরিচালক

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে জরুরি প্রস্তাব

খায়রুল ইসলাম ও আসফিয়া আজিম

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে সন্ধ্যায় শপথ নিলেন, সেই রাতেই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন। আহত ব্যক্তিদের সব চিকিৎসার ব্যবস্থাই এই সরকার নেবে—এ রকম প্রতিশ্রুতি প্রথম দিন থেকেই উপদেষ্টারা বারবার দিয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আহত ব্যক্তিদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া, বিদেশ থেকে চিকিৎসক দল আনা, আহত ব্যক্তিদের বিদেশে পাঠানো, এক ছাদের নিচে সব রোগীর চিকিৎসার সুযোগ তৈরির মতো কিছু উদ্যোগ আমরা দেখেছি। শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর জন্য এককালীন অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে প্রায় ৪০ জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে। তবে সরকার যা পরিকল্পনা করেছে, তা দৃশ্যমান নয়। জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলো নিদারুণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। আহত ব্যক্তিরা যে দুর্ভোগের মধ্যে আছেন এবং তাঁদের চিকিৎসা নিয়ে যেসব সমালোচনা উঠছে, তার ভিত্তিতে সরকারের সদস্য ও ছাত্র সমন্বয়কদের উদ্দেশে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি।

আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার বিষয়গুলো যে কেবলই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে, এটা একপেশে। উদাহরণ দেওয়া যাক। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর জন্য বিনা মূল্যে খাবারের বরাদ্দ থাকে। বিশেষ করে একা চলাচলে অক্ষম আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিকটাত্মীয় থাকেন। হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য থাকা-খাওয়ার কোনো বরাদ্দ থাকে না। যেসব রোগীর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই খরচ বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসার অতিরিক্ত এসব খরচ বহন করার কোনো সুযোগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেই। অথচ ঠিক এ কারণেই বহু রোগী চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে ফেরত চলে যান।

দুস্থ রোগীর সহায়তায় বড় হাসপাতালগুলোয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি ছোট অফিস এবং একজন কর্মকর্তা থাকেন। এ ধরনের রোগী খুঁজে খুঁজে বের করে সাহায্য করা তাঁদের দায়িত্ব। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি হাসপাতালের জন্য কিছু বরাদ্দ থাকে। হাসপাতালে থাকা চিকিৎসার আনুষঙ্গিক খরচ বহনে অপারগ রোগীদের তালিকা তৈরি করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অফিস এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে।

নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর পুনর্বাসন

আন্দোলনে আহত-নিহত ব্যক্তিদের বড় অংশই ছিলেন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ উপার্জনক্ষম সদস্য। তাঁদের অনেকেরই আয়রোজগার বন্ধ। এ কারণে হাসপাতালের নানা ব্যয় বহনে তাঁরা অক্ষম। এ বিষয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

এটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অঙ্গীকারের বিষয়। এর দায়িত্ব তাদের বিবেচনায় নিতে হবে। অঙ্গ হারিয়ে কিংবা শরীরে অজস্র ছররা গুলি নিয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া আন্দোলনকারীদের উপার্জনসহ সমাজে টিকে থাকার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলার দায়িত্বটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের জন্য তাদের বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে।

> **আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের নৈতিক দায়িত্ব একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নাগরিকসহ সবাইকে নিয়ে পালন করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কাজে যুক্ত থাকার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়েই ছাত্র প্রতিনিধি রাখা হয়েছে**

তবে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সহযোগিতাও প্রয়োজন হবে। প্রধান উপদেষ্টার অধীন একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। আহত ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা অনুযায়ী তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজে লাগানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

আহত ব্যক্তিদের শারীরিকভাবে সুস্থ করে তুলতে ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন হবে। রোগীদের বাসা থেকে প্রতিদিন এসে তা নেওয়া ব্যয়বহুল। অনেকের অন্যের সহায়তা ছাড়া যাতায়াত করাও দুরূহ। সিআরপি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের এক-চতুর্থাংশ দামে ফিজিওথেরাপি সেবা দেয়। সরকার সিআরপির সঙ্গে চুক্তি করে সেখানে আহত ব্যক্তিদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে।

অভ্যুত্থানে হতাহত ও তাঁদের পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্য ও কাউন্সেলিং একেবারেই আমলে নেওয়া হয়নি। যিনি অঙ্গ হারিয়েছেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের পক্ষে তা মানসিকভাবে গ্রহণ করা দুঃসহ। নতুন পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে না পারার অসহনীয় অবস্থাকে পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (পিটিএসডি) বলে। আহত রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পেশাদারি কাউন্সেলিং না করিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মেডিকেল কলেজগুলোর মানসিক রোগ বিভাগে এমন কাউন্সেলরের সংখ্যা সীমিত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে কাউন্সেলিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত খাতেও এ রকম প্রতিষ্ঠান আছে। এ কাজে তাদের সমন্বিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

এবারের আন্দোলনে অনেক আন্দোলনকারী দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক এনজিও বাংলাদেশে দৃষ্টি নিয়ে কাজ করে। সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে অন্ধ হয়ে যাওয়া তরুণদের জন্য বাইরে থেকে চিকিৎসক এনে বা রোগীদের বাইরে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানোর কোনো উদ্যোগ নিতে দেখিনি। এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো এসব প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করার জন্য সুপারিশ করতে পারে।

আহত ব্যক্তিদের জন্য আমরা বিভিন্ন নাগরিক উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি। আন্তরিকতা সত্ত্বেও সমন্বিতভাবে কাজ করার সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন না। এসব উদ্যোগকে সরকারিভাবে স্বাগত জানালে এবং তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দিলে আরও অনেকে এ-জাতীয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ পাবেন। ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন ব্যাংকও আহত ব্যক্তিদের সেবায় তহবিল থেকে অর্থ সহায়তা দিতে পারে।

আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের নৈতিক দায়িত্ব একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নাগরিকসহ সবাইকে নিয়ে পালন করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কাজে যুক্ত থাকার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়েই ছাত্র প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। তাঁদের তারুণ্য ও প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ সমন্বয়। এই সমন্বয়ের নেতৃত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কেই দিতে হবে; তাদের মোটেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।

● **খায়রুল ইসলাম ও আসফিয়া আজিম** জনস্বাস্থ্য পেশাজীবী

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

সিনওয়ারের মৃত্যু হামাসকে দমাতে পারবে না

আজাম তামিমি

হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের লাশের যে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে, সেটি দেখে গাজার একটি আংশিকভাবে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ভেতর থেকে তোলা ছবি বলে মনে হচ্ছিল। ইসরায়েলি নেতারা হয়তো বিশ্বকে এই ছবি দেখাতে চাননি।

ধারণা করা হচ্ছে, যিনি প্রথম লাশটি দেখেন, তিনিই তাড়াহুড়ো করে ছবিটি তুলে পরিচিতজনদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার পর ছবিটি বাকি বিশ্ব দেখতে পায়।

সিনওয়ারের মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল, তা দেখানোর জন্য সম্ভবত ইসরায়েলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাথায় অন্য একটি গল্প ছিল। তাঁরা হয়তো এই গল্প ফাঁদতে চেয়েছিলেন যে হামাসপ্রধান কাপুরুষের মতো সুড়ঙ্গে লুকিয়ে ছিলেন এবং ইসরায়েলি জিম্মিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। তবে সত্যটি হলো, হামাসের এই শীর্ষ নেতা বীরের মতো শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।

ছবিতে সিনওয়ারের মাথায় বুলেটের ক্ষত দেখা গেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিশ্বকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন, সিনওয়ার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু না; তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন না; বরং তিনি ইসরায়েলি সেনাদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে মারা যান।

ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিনওয়ারের মৃত্যু মূলত শাহাদাতবরণ বা সবচেয়ে মহৎ ও সম্মানজনক মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার সর্বার্থেই ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীদের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে গাজার খান ইউনিস শরণার্থীশিবিরে তিনি জন্ম নেন। তাঁর পরিবার ইসরায়েলের দখলদারদের তাড়া খেয়ে ফিলিস্তিনের মজদাল শহর থেকে এখানে এসেছিল।

১৯৮৮ সালে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। সে দফায় তাঁকে এবং দুজন ইসরায়েলি সেনাকে অপহরণ ও হত্যা এবং ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করা চারজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার অভিযোগে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২৩ বছর ইসরায়েলি কারাগারে কাটানোর সময় তিনি হিব্রু শেখেন এবং বেশ কটি বই অনুবাদ ও রচনা করেন।

২০১১ সালে গিলাদ শালিত নামের এক ইসরায়েলি সেনার মুক্তির বিনিময়ে যে এক হাজার ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সিনওয়ার ছিলেন তাঁদের একজন। মুক্তি পাওয়ার পর সিনওয়ার হামাসের সামরিক শাখা কাসাম ব্রিগেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর পরের বছর তিনি হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন।

সিনওয়ার ২০২১ সালে গাজায় হামাসের স্থানীয় সংগঠনের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর আরও বেশি পরিচিত হয়ে ওঠেন। সেই বছরই জেরুজালেমের ইহুদি বসতির লোকেরা কয়েক দফায় আল-আকসা মসজিদে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন এবং আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশে ইসরায়েলি বিধিনিষেধের কারণে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। এর জেরে গাজায় ১১ দিনের একটি যুদ্ধ হয়েছিল।

এটি ছিল ১৪ বছরের মধ্যে ইসরায়েলের চতুর্থ বড় আক্রমণ। সেবার অনেক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় এবং শত শত প্রাণহানি ঘটে। তবে এই যুদ্ধ সিনওয়ারকে গাজার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসরায়েলিরা গাজায় একটি ল্যাপটপ থেকে হামাসের কিছু নথি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে দাবি করা হয়েছে, সিনওয়ার ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ২০২১ সালের শুরু থেকেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি বড় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

গত ৩১ জুলাই তেহরানে ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করার পর গত ৫ আগস্ট হামাসের শুরা কাউন্সিল সিনওয়ারকে হামাসের নতুন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ঘোষণা করে। এটি অনেককে অবাক করেছিল।

সাধারণত হামাসের প্রধান হিসেবে কোনো প্রবাসী সদস্যকে করা হয়ে আসছে, যাতে সেই নেতা অবাধে চলাচল করতে পারেন এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেন।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার সর্বার্থেই ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীদের অবিসংবাদিত নেতা। ছবি : রয়টার্স

অনেকেই ভেবেছিলেন খালেদ মেশাল এই পদে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু মেশাল এই পদ নিতে অস্বীকার করেন এবং জোর দিয়ে বলেন, 'যেহেতু গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে, তাই এ সময়ে গাজায় অবস্থানরত কাউকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আনা দরকার।'

যদিও সিনওয়ারের হত্যাকে হামাসের জন্য আরেকটি বড় আঘাত হিসেবে দেখা হচ্ছে, তবে হামাসের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলে এর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।

ইসরায়েল অতীতে বহুবার হামাসের নেতৃত্বকে প্রায় ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু কখনো তাদের সংকল্পকে দুর্বল করতে পারেনি; বরং সে সংকল্প দৃঢ়ই থেকে গেছে।

হামাসের দৃঢ়তার কারণ দুটি। প্রথমত, হামাস একটি ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই ধারণা হলো, ফিলিস্তিনিরা একসময় তাঁদের স্বদেশে বাস করতেন এবং সেই স্বদেশ তাঁদের কাছে থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, হামাস একটি প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন, যেখানে নির্বাচিত নেতৃত্ব থাকে। এটি কোনো ব্যক্তিপূজা বা একক নেতার ওপর নির্ভরশীল নয়। নেতারা মারা গেলে দ্রুতই তাঁদের জায়গায় নতুন নেতাকে বসানো হয়।

এখন দেখা যাক, সিনওয়ারের উত্তরসূরি কে হতে পারেন। সম্ভবত এবার প্রবাসে থাকা কেউই এই পদ গ্রহণ করবেন। অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব ঠিক না করা পর্যন্ত আন্দোলনটি হয়তো সাময়িকভাবে একজন উপনেতার অধীনে পরিচালিত হবে। তবে যুদ্ধ চলাকালে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

এতে অবশ্য হামাসের দমে যাওয়ার কারণ নেই। কারণ, ইসলামি সংস্কৃতিতে শহীদ হওয়া কোনো ক্ষতি নয়; বরং এটি একটি অর্জন।

সিনওয়ার অনেকের কাছেই একজন মহান শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রশ্ন উঠছে, সিনওয়ারের হত্যাকাণ্ড কি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে?

উত্তর হলো : যুদ্ধ শেষ হতে পারে, যদি ইসরায়েল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রস্তাব করা যুদ্ধবিরতির শর্ত (যা হামাস মেনে নিয়েছে) মেনে নেয়। তবে যদি নেতানিয়াহু হামাসকে ধ্বংস করার এবং বিনিময়ে কিছু না দিয়ে জিম্মিদের মুক্ত করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে শিগগিরই যুদ্ধ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সমস্যা হলো, সিনওয়ারের শহীদ হওয়াটা নেতানিয়াহুকে আরও সাহসী করে তুলতে পারে। এটি তাঁকে ইরানে আঘাত হানতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর ইসরায়েল ইরানে হামলা করে বসলে যুদ্ধ সম্ভবত আরও বিস্তৃত ও তীব্র হবে।

● **আজাম তামিমি** একজন ব্রিটিশ-ফিলিস্তিনি শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

সুযোগ ব্যয় কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগ করার পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইংরেজি

Experience 8

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

8.3.2 Emily Dickinson's poem.

'Hope' is the thing with feathers
'Hope' is the thing with feathers -
That perches in the soul -
And sings the tune without the words -
And never stops - at all -
And sweetest - in the Gale - is heard-
And sore must be the storm -
That could abash the little Bird
That kept so many warm -
I've heard it in the chilliest land -
And on the strangest Sea -
Yet - never - in Extremity,
It asked a crumb - of me.

Questions

A. Answer the following questions.

i. What did Emily Dickinson say about hope?

Ans: In "'Hope' is the Thing with Feathers," Dickinson describes "hope" as a bird that lies within the soul. In stanza one, she introduces the metaphor of the bird, and tells us where it lives, "in the soul." While "perched" in the soul, the bird never stops singing even when there are no words.

ii. How is hope described in the poem?

Ans: The speaker defines "Hope" as a feathered creature that dwells inside the human spirit. This feathery thing sings a wordless tune, not stopping under any circumstances. Its tune sounds best when heard in fierce winds. Only an incredibly severe storm could stop this bird from singing.

iii. What is the main idea of the poem hope?

Ans: In the poem, "Hope" is metaphorically transformed into a strong- willed bird that lives within the human soul—and sings its song no matter what. Essentially, the poem seeks to remind readers of the power of hope and how little it requires of people.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : বাংলা অঞ্চলে কখন থেকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় গড়ে ওঠা শুরু হয়?
উত্তর : আড়াই হাজার বছর পূর্বে।
প্রশ্ন : কোন জনগোষ্ঠীর আগমনের আগে থেকেই জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল?
উত্তর : আর্য জনগোষ্ঠী।
প্রশ্ন : বঙ্গ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : জলাভূমি বা কার্পাস তুলা।
প্রশ্ন : প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্রনগর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : বগুড়ার মহাস্থানগড়ে।
প্রশ্ন : বরেন্দ্র কোন জনপদের অংশ ছিল?
উত্তর : পুণ্ড্র জনপদ
প্রশ্ন : রাঢ় জনপদ কোথায় গড়ে উঠেছিল?
উত্তর : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর তীরে।
প্রশ্ন : সমতট জনপদের অবস্থান কোথায়?
উত্তর : বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে।
প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরের বৃহত্তর অঞ্চল কোন জনপদের অংশ ছিল?

উত্তর : বঙ্গ জনপদ
প্রশ্ন : প্রাচীনকালে পুণ্ড্র শব্দটির অর্থ কী ছিল?
উত্তর : ইক্ষু বা আখ।
প্রশ্ন : সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তাম্রপ্রস্তর যুগের সূচনা ঘটেছিল কোন জনপদে?
উত্তর : রাঢ় জনপদে
প্রশ্ন : বাংলার আদি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রথম নিদর্শন পাণ্ডু রাজার ঢিবির অবস্থান ছিল কোন জনপদে?
উত্তর : রাঢ় জনপদে
প্রশ্ন : মেঘনা নদীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে বর্তমান কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরার প্রধান অংশ নিয়ে কোন জনপদ গড়ে উঠেছিল?
উত্তর : সমতট জনপদ
প্রশ্ন : আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা কখন বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেন?
উত্তর : প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে।
প্রশ্ন : প্রাচীন জনপদের কথা জানা যায় কোথা থেকে?
উত্তর : বৈদিক সাহিত্য থেকে।
প্রশ্ন : প্রাচীন ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য ছিল কোনটি?
উত্তর : মৌর্য সাম্রাজ্য।
প্রশ্ন : মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কোথায়?
উত্তর : পাটলিপুত্র।
প্রশ্ন : সমতট পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন কে?
উত্তর : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ১, অধ্যায় ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪. সূর্যের পৃষ্ঠে যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন সেখান থেকে কী বের হয়?
ক. আয়নিত কণা খ. ধূলিকণা
গ. আলো ঘ. মহাকাশযান

১৫. সূর্যের পৃষ্ঠে বিস্ফোরণের ফলে সেখান থেকে আয়নিত কণা বের হয়ে আসে। এগুলোকে কী বলে?
ক. তাপঝড় খ. সৌরঝড়
গ. শিলাঝড় ঘ. বজ্রঝড়

১৬. সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহ কোনটি?
ক. শনি খ. শুক্র
গ. বুধ ঘ. মঙ্গল

১৭. শুক্র গ্রহের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. স্বচ্ছ গ্রহ খ. বায়ুমণ্ডল রয়েছে
গ. বায়ুমণ্ডল নেই ঘ. শীতল গ্রহ

১৮. সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ কোনটি?
ক. বুধ খ. শুক্র
গ. মঙ্গল ঘ. বৃহস্পতি

১৯. সূর্য থেকে পৃথিবীর অবস্থান কততম গ্রহ হিসেবে?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

কোপার্নিকাস

২০. মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠ কেমন?
ক. বরফে ঢাকা খ. জলময়
গ. ধুলাময়, লালচে ও মরুভূমির মতো
ঘ. সমুদ্রবেষ্টিত

২১. সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ কোনটি?
ক. শনি খ. মঙ্গল
গ. বৃহস্পতি ঘ. ইউরেনাস

২২. বৃহস্পতি গ্রহের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. জলময় খ. গ্যাসের তৈরি
গ. আকারে ক্ষুদ্র ঘ. শক্ত ও পাথুরে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ১৪. ক ১৫. খ ১৬.গ ১৭. খ ১৮. খ ১৯. গ ২০.গ ২১. গ ২২. খ।

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : কোন গ্রিক গণিতবিদ সূর্যের আলো পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন পৃথিবী গোলাকার?
উত্তর : ইরাটোসথেনিস।
প্রশ্ন : 'পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে'—এই মতবাদ প্রথম কে প্রচার করেন?
উত্তর : কোপার্নিকাস।
প্রশ্ন : গ্যালিলিও কী ব্যবহার করে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন?
উত্তর : টেলিস্কোপ।
প্রশ্ন : পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেলের প্রবক্তা কে?
উত্তর : টলেমি।
প্রশ্ন : কোপার্নিকাসের মতবাদ সঠিক—সেটি কে প্রচার করেন?
উত্তর : গ্যালিলিও।
প্রশ্ন : গ্রহ কাকে বলে?
উত্তর : যে বৃহত্তর বস্তুপিণ্ড নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে, তাকে গ্রহ বলে।

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ছ. a^3-1 ও a^3+1 এর লসাগু নির্ণয় করো।

সমাধান :

প্রথম রাশি $= a^3-1$
$= a^3-1^3$
$= (a-1)(a^2+a.1+1^2)$
$= (a-1)(a^2+a+1)$

দ্বিতীয় রাশি $= a^3+1$
$= a^3+1^3$
$= (a+1)(a^2-a.1+1^2)$
$= (a+1)(a^2-a+1)$

∴ রাশি দুটির লসাগু $= (a-1)(a^2+a+1)(a+1)(a^2-a+1)$

জ. $64x^3-8y^3$-কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান :

$64x^3-8y^3$
$= 8(8x^3-y^3)$
$= 8\{(2x)^3-y^3\}$
$= 8(2x-y)\{(2x)^2+2x.y+y^2\}$
$= 8(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$

ঝ. একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য 60 মিটার, প্রস্থ 50 মিটার এবং পুকুরে থাকা পানির গভীরতা 500 সেমি হলে ওই পুকুরের পানির আয়তন কত ঘনমিটার?

সমাধান :

পুকুরের দৈর্ঘ্য 60 মিটার
প্রস্থ 50 মিটার
এবং পানির গভীরতা 500 সেমি
$= \frac{500}{100}$ মিটার
$= 5$ মিটার

∴ পুকুরের পানির আয়তন $= (60\times50\times5)$ ঘনমিটার
$= 1500$ ঘনমিটার।

ঞ. a^6-729 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান :

a^6-729
$= (a^2)^3-9^3$
$= (a^2-9)\{(a^2)^2+a^2.9+9^2\}$
$= (a^2-3^2)(a^4+9a^2+81)$
$= (a+3)(a-3)(a^4+9a^2+81)$

ট. সর্বোচ্চ কোন আকৃতির ঘনক দ্বারা 10 একক এবং 6 একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দুটি ঘনক আকৃতির বক্স পূর্ণ করা যাবে?

সমাধান :

দুটি বক্সের দৈর্ঘ্য 10 একক ও 6 একক, যা ঘনক আকৃতির।
এখানে,
$10=2\times5$
$6=2\times3$
10 ও 6-এর গসাগু 2
∴ সর্বোচ্চ 2 একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ঘনক আকৃতির বক্সের প্রয়োজন হবে।

ঠ. সূত্র ব্যবহার করে (101)-এর ঘন মান বের করো।

সমাধান :

$(101)^3 = (100+1)^3$
$= 100^3+3.100^2.1+3.100.1^2+1^3$
$= 1000000+3.10000.1+3.100.1+1$
$= 1000000+30000+300+1$
$= 1030301$

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

গদ্য : নিমগাছ

২৮. 'মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে'—এখানে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. শিকড়ের বিস্তৃতি
খ. সংসারের জালে চারদিকে আবদ্ধ হওয়া
গ. গাছের বিস্তৃতি
ঘ. নিমগাছটির স্থিরতা

উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
এখন আর বনভূমি ধ্বংস নয়, বনভূমি বাড়ানো প্রয়োজন। বৃক্ষ শুধু ছায়া ও শোভাই বিস্তার করে না, ফুল-ফল দান করে এবং প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করে আমাদের অনেক উপকার করে। বৃক্ষ বা বনায়নই আমাদের জীবনধারণের সুস্থ পরিবেশের নিশ্চয়তা দান করে।

২৯. উদ্দীপক ও 'নিমগাছ' গল্পে আমরা দেখতে পাই—
i. বৃক্ষের দরকার নেই
ii. বৃক্ষের উপকারিতা
iii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. উদ্দীপক ও 'নিমগাছ' রচনায় কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক. বৃক্ষের জয়গান
খ. বৃক্ষের নিন্দা
গ. বৃক্ষের সৌন্দর্য
ঘ. বৃক্ষনিধনের অপকারিতা

উদ্দীপকটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
কবিরাজি চিকিৎসায় বাসকপাতা একটি নির্ভরযোগ্য নাম। কেননা, ঠান্ডা ও কাশিতে বাসকপাতার রস বিশেষ উপকারী।

৩১. উদ্দীপকের বাসকপাতা 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের কোন অংশটিকে নির্দেশ করে?
ক. পাতা খ. ফুল
গ. ডাল ঘ. বাকল

৩২. উক্ত অংশটির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে—
i. ঠান্ডা কমাতে
ii. চর্মরোগ সারাতে
iii. যকৃৎ ভালো রাখতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. নিমের কচি পাতা কিসের জন্য উপকারী?
ক. যকৃতের জন্য খ. আমাশয়ের জন্য
গ. জন্ডিসের জন্য ঘ. চুলকানির জন্য

সঠিক উত্তর
নিমগাছ : ২৮. খ ২৯. গ ৩০. ক ৩১. ক ৩২. গ ৩৩. ক

রসায়ন | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১১. আইসোটোপে পরমাণুর কোন সংখ্যাটি সমান?
ক. ইলেকট্রন খ. প্রোটন
গ. নিউটন ঘ. নিউক্লিয়াস

১২. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের টেকনিশিয়াল-৯৯ এর লাইফ টাইম কত ঘণ্টা?
ক. ৪ ঘণ্টা খ. ৫ ঘণ্টা
গ. ৬ ঘণ্টা ঘ. ৮ ঘণ্টা

১৩. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রথম কী নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল?
ক. থাইরয়েড ক্যানসার
খ. কোলন ক্যানসার
গ. ক্যানসার ঘ. স্কিন ক্যানসার

১৪. ব্রেইন ক্যানসার নিরাময়ে কোন আইসোটোপটি ব্যবহার হয়?
ক. ইরিডিয়াম খ. অক্সিজেন
গ. পটাশিয়াম ঘ. ইথিলিন

১৫. টিউমারের উপস্থিতি নিরূপণ ও নিরাময়ে কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়?
ক. 60Co খ. 70Pb
গ. 20Zn ঘ. 10S

১৬. রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় কী ব্যবহৃত হয়?
ক. 32P ফসফেট খ. 21S সালফেট
গ. পটাশিয়াম ঘ. ইথিলিন

১৭. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে?
ক. ২০০০ মেগাওয়াট খ. ২১০০ মেগাওয়াট
গ. ২২০০ মেগাওয়াট ঘ. ২৪০০ মেগাওয়াট

১৮. রাশিয়া চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কত সালে দুর্ঘটনা ঘটেছিল?
ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮২ সালে
গ. ১৯৮৬ সালে ঘ. ১৯৮৮ সালে

১৯. কোবাল্টের প্রতীক কোনটি?
ক. Cd খ. Cr
গ. Co ঘ. Ca

২০. সোডিয়ামের প্রতীক কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. ইংরেজি খ. আরবি
গ. ল্যাটিন ঘ. জার্মানি

২১. অ্যামোনিয়ার সংকেত কোনটি?
ক. NH_3 খ. H_2O
গ. NH_4Cl ঘ. N_2O

২২. ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর কোনটি?
ক. 6.023×10^{23}gm
খ. 9.11×10^{-28}gm
গ. 1.673×10^{-24}gm
ঘ. 1.66×10^{-24}gm

২৩. কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কী থাকে?
ক. নিউট্রন থাকে
খ. প্রোটন ও নিউট্রন থাকে
গ. শুধুমাত্র প্রোটন থাকে
ঘ. ইলেকট্রন থাকে

২৪. পারমাণবিক সংখ্যা ইংরেজির কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক. Z খ. A
গ. M ঘ. N

২৫. ভরসংখ্যাকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক. P খ. A
গ. Z ঘ. M

২৬. কোনো যৌগের বা পরমাণুর আসল পরিচয় কোনটি?
ক. প্রতীক
খ. পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা
গ. পরমাণুর ভর সংখ্যা
ঘ. পারমাণবিক সংখ্যা

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১১. খ ১২. গ ১৩. ক ১৪. ক ১৫. ক ১৬. ক ১৭. ঘ ১৮. গ ১৯. গ ২০. গ ২১. ক ২২. খ ২৩. খ ২৪. ক ২৫. খ ২৬. ঘ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ইংরেজি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, রসায়ন, অর্থনীতি
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১**
- **নোটিশ বোর্ড** : শাবিপ্রবিতে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিসি, বিষয় ও বিভাগ পরিবর্তন

অর্থনীতি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৪১. ব্যবসায়ের কার্যাবলি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন পড়ে—
i. হিসাবরক্ষণের
ii. ব্যবস্থাপনার
iii. পণ্য মজুতের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪২. একটি ভালো সংগঠনের যে প্রবণতা থাকা আবশ্যক, তা হলো—
i. উদ্দেশ্য নির্ধারণ
ii. কার্যাবলি নির্ধারণ
iii. পণ্য মজুতের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৩. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কার ভূমিকা বেশি?
ক. সংগঠক খ. শ্রমিকনেতা
গ. উৎপাদক ঘ. হিসাবরক্ষক

৪৪. একজন সংগঠক স্পিনিং মিলে নির্ধারণ করেন—
i. কর্তব্য বণ্টন
ii. কার্যাবলি নির্ধারণ
iii. শ্রমিক, মালিক বৈষম্যকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৫. বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের প্রভাবে যে উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?
ক. মোট উৎপাদন খ. প্রান্তিক উৎপাদন
গ. দেশীয় উৎপাদন ঘ. গড় উৎপাদন

৪৬. নিচের কোনটি গড় উৎপাদন নির্দেশ করে?
ক. গড় উৎপাদন = মোট উৎপাদন ÷ প্রান্তিক উৎপাদন
খ. গড় উৎপাদন = প্রান্তিক উৎপাদন ÷ মোট শ্রম উপকরণ
গ. গড় উৎপাদন = মোট উৎপাদন ÷ মোট শ্রম উপকরণ
ঘ. গড় উৎপাদন = মোট উৎপাদন ÷ প্রকৃত উৎপাদন

৪৭. প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকলে গড় উৎপাদন কেমন হয়?
ক. কমে খ. বাড়ে
গ. অপরিবর্তিত থাকে
ঘ. সমান হয়

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৪১. ঘ ৪২. ঘ ৪৩. ক ৪৪. ক ৪৫. ক ৪৬. গ ৪৭. খ

নোটিশ বোর্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গভর্ন্যান্স স্টাডিজ প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি

■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রফেশনাল মাস্টার ইন গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (পিএমজিএস) প্রোগ্রামের ১৬তম ব্যাচের প্রথম সেমিস্টারে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
কোর্সের মেয়াদ ১৮ মাস।
 # ভর্তির যোগ্যতা : প্রার্থীকে যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রির অধিকারী হতে হবে। প্রার্থীর স্নাতকসহ সব পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি/সিজিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে।
আবেদনপত্র সংগ্রহ : ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বরের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কার্যালয় থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে ভর্তির আবেদনপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
যোগাযোগ : কক্ষ নং-৪১০, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন (চতুর্থ তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ভর্তি পরীক্ষা : ৮ নভেম্বর, বেলা ৩টা।
ক্লাস হবে প্রতি শুক্র ও শনিবার।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.du.ac.bd

হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমে আবেদনের সুযোগ

■ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমে প্রাথমিক আবেদনের শেষ তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০২৪, দুপুর ১২টা (হংকং টাইম)।
পিএইচডি ফেলোশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে এ স্কিমের ওয়েবসাইট www.rge.edu.khphd ভিজিট করতে অথবা HKPF@ugc.edu.tik এই ই-মেইলে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিটি সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া htttp://cergl:ugc.edu.hk.hkpfs/leaglet-HKPFS.pdf এই লিংকে ও ফেলোশিপ লিফলেটে এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.rge.edu.khphd

পুরস্কার বুয়েটের ২ শিক্ষার্থীর | শ্রীলঙ্কান একাডেমি অব ইয়াং সায়েন্টিস্টস আয়োজিত বিজ্ঞানবিষয়ক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন বুয়েটের দুই শিক্ষার্থী।

সন্তানেরা বড় হয়ে কী পড়বে, কোন পেশায় যুক্ত হবে—একসময় ছোটবেলায়ই সেসব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতেন মা-বাবা কিংবা পরিবারের সদস্যরা। তবে সময় বদলেছে। শিক্ষার্থীরা এখন নিজের পছন্দ, আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয় বেছে নিতে চান। পছন্দ-আগ্রহ—এসবের পাশাপাশি আর কী কী মাথায় রাখা দরকার? লিখেছেন **মো. জান্নাতুল নাঈম**

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি

পড়ার বিষয় নির্বাচনের আগে

কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কোন বিষয়

ভালো বিষয়ে পড়তে দরকার ভালো পরিবেশ। এ জন্য পছন্দসই বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহবুবুল ইসলাম। তিনি কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষে পড়ছেন। তাঁর মতে, 'বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এখন গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়। ফলে ভর্তি-ইচ্ছুকদের বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন এবং বিষয় নির্বাচন—দুটির মধ্য দিয়েই যেতে হয়। আমি দুটোকেই সমান প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে মনে করি। দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।'

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মিনহাজুল আবেদীন যেমন মনে করেন, পড়ার বিষয়টা ভালো লাগা খুব জরুরি। পড়ালেখায় আনন্দ না পেলে অনেকে বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়েও হতাশায় পড়ে যান। এমনটা যেন না হয়।

কোথায় আমার আনন্দ

বলা হয়, আনন্দ নিয়ে করলে কাজকে কখনোই 'কাজ' মনে হয় না। বিষয় নির্বাচনের সময়ও এই তত্ত্ব মাথায় রাখতে পারেন।

এ প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালগেরির স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী সপ্তর্ষি পালের সঙ্গে। বললেন, 'পেশা এমন হওয়া উচিত, যা আমাকে দিন শেষে আনন্দ দেবে। এ রকম পেশা পাওয়ার জন্য স্নাতকে নিজের পড়ার বিষয় বাছতে হবে সাবধানে। মাধ্যমিক থেকেই আমি যেমন বোঝার চেষ্টা করতাম, কোন ধরনের বিষয়গুলোতে আমি সহজাতভাবে ভালো করছি। ধীরে ধীরে এই ভালো লাগার পরিধি ছোট করতে হবে। যেমন বিজ্ঞান থেকে প্রকৌশল, প্রকৌশল থেকে ইইই...'

অবশ্য যে বিষয়ে পড়ছি, তাতেই পেশা গড়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং অনেক সময় খুব যাচাই-বাছাই করে পড়াশোনা শুরু করলেও মাঝপথে অন্য কোনো বিষয় ভালো লেগে যেতে পারে। আগ্রহ ও কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে দক্ষতার সমন্বয় করাটাই দিন শেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পড়তে পারেন সৃজনশীল বিষয়ে

ইদানীং সৃজনশীল নানা বিষয়ের প্রতিও শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হচ্ছেন। চারুকলা থেকে শুরু করে ফ্যাশন ডিজাইন কিংবা ফটোগ্রাফি নিয়েও অনেকে পড়তে চান। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মা-বাবা কিংবা সমাজ এ ধরনের বিষয়ে ঠিক 'ভরসা' পান না।

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আইয়ুব নবী খান অবশ্য সাহস জোগালেন। তাঁর মতে, 'বিষয় নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা থাকে না। এই ধারণা জন্মানোর জন্য ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিতে হবে। মিডিয়ায় চোখ রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ঘাঁটাও কাজে দেয়। এসব কাজ করলে দেশে ও দেশের বাইরের চাকরির ক্রমবর্ধমান চাহিদা সম্পর্কে ধারণা হবে। আমি যখন টেক্সটাইলে পড়েছি, তখন যেমন এটা নতুন বিষয় ছিল।

'একইভাবে ফ্যাশন ডিজাইন এখন একটি নতুন বিষয়। এখানে অনেক সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে বাইরের ডিজাইনাররা নকশা করে, আমরা শুধু কাপড় বানাই। নিজস্বতা নেই। অথচ আমরা এটাও করতে পারি। এই সেক্টরকে এগিয়ে নিতে মেধাবী তরুণদের আসতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের সন্তানের চাওয়ার ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে।'

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল হুদা জোর দিলেন সময়োপযোগী বিষয় বাছাইয়ের ওপর। তাঁর বক্তব্য, 'একসময় ইলেকট্রিক্যালে অনেক শিক্ষার্থী পড়ত। এখন চাহিদা অনেক কমেছে। ডেটা সায়েন্সসহ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে চাহিদা বেড়েছে। আমি মনে করি, দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ ধরনের আধুনিক বিষয়ে পড়া উচিত। কারণ, সামনের যুগ হবে কম্পিউটার প্রকৌশল, মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের। এগুলোর চাহিদা থাকবে বহুদিন। হয়তো ভিন্ন শাখা সৃষ্টি হবে, নামে বৈচিত্র্য আসবে, কিন্তু হারিয়ে যাবে না।'

কার্টুন : সৈয়দ লতিফ হোসেন/এআই আর্ট

কেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছিলাম

বিষয় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কখনো কখনো ভুল হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কথা হলো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস কৌশল (ইইই) বিভাগের প্রভাষক মো. মেহেদী হাসানের সঙ্গে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন এই তরুণ শিক্ষক।

মো. মেহেদী হাসান

প্রতি সেমিস্টারের শুরুর দিন আমি ক্লাসে গিয়েই সবাইকে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন এই বিষয়ে ভর্তি হয়েছ? তোমার ইচ্ছা ছিল, নাকি পরিবারের চাপে? কোনটার গুরুত্ব বেশি?'

প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী জানায়, তারা পরিবার ও অন্যান্য চাপে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য শিক্ষার্থীরা নিজের ইচ্ছায় এসেছে। আমি খেয়াল করেছি, নিজের ইচ্ছায় পড়তে আসা ছেলেমেয়েরা ক্লাসে মনোযোগী হয়। ল্যাবে সময় নিয়ে কাজ করে ও সঠিকভাবে বুঝতে চায়। সহজে পড়াশোনার চাপ নেওয়ার মানসিকতা রাখে। অন্যরা একটু বেখেয়ালি হয়। পড়ার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। হতাশায় বেশি ভোগে। কিন্তু এ রকমটা কেন হয়?

আমার জীবনের গল্প থেকে কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে

আমি সব সময় কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বা তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস কৌশলে (ইইই) পড়তে চাইতাম। স্বভাবতই বুয়েটই ছিল প্রথম পছন্দ। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের ফলের কারণে বুয়েটে পরীক্ষা দেওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে যায়। লক্ষ্য বদলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। সুযোগ পেলাম ঢাবি এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট)। বিষয় পছন্দ না হওয়া এবং আরও কিছু কারণে চুয়েটে যাইনি। এদিকে মেধাতালিকায় নাম কিছুটা দূরে থাকায় ঢাবিতে পেলাম প্রাণিবিদ্যা। যথেষ্ট আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সিদ্ধান্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের কথা চিন্তা করে ভর্তি হলাম।

নিজের আগ্রহের সঙ্গে আপস করেই বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শুরু হয়। 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের' জীবন বেশ উপভোগ্য। ক্যাম্পাস, লাল বাস, বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে আমার তখন সুন্দর জীবন। সমস্যা বাধল, যখন পড়াশোনা নিয়ে একটু সিরিয়াস হলাম। গণিত বা পদার্থের প্রশ্নের সমাধান করলে যে আনন্দ পাই, প্রাণিবিদ্যায় তো তা পাই না। মুখস্থ করতেও বিরক্ত লাগে। ফলে না পারছিলাম শিখতে, না পারছিলাম পরীক্ষায় ভালো করতে।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এভাবে চালিয়ে গেলে স্নাতক শেষে আমার অবস্থান কী হবে? এতটুকু বুঝলাম, গড়পড়তা ফল নিয়ে লেখাপড়া হয়তো শেষ হবে। খুব ভালো করতে পারব না।

বিভ্রান্ত হয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের কাছে খোঁজখবর নিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, পড়ার বিষয় পরিবর্তন করাই শ্রেয়। কিন্তু কোথায় যাব?

আমার সামনে তখন দুটো প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়।

১. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া কি ভালো হবে?

২. এই বিশাল খরচ দেওয়া আমার পরিবারের পক্ষে কি সম্ভব?

এই দুই প্রশ্নের কারণে আমার পরিবার রাজি হলো না। এর মধ্যে জানতে পারলাম, ভালো ফল করলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি দেওয়া হয়। বাসায় খুলে বললাম। বললাম, 'দুই-তিনটা সেমিস্টার একটু সহযোগিতা করো, এরপর আশা করি আমি সামলে নেব।' পরিবার রাজি হলো। অবশেষে পছন্দের ইইই নিয়ে পড়ার সুযোগ জুটল।

নিজের ওপর আস্থা রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাই বাসা থেকে টাকা চাইতে গেলে খুব অপরাধবোধ হতো। টিউশনির টাকা, বৃত্তির টাকা, শিক্ষকের সহকারী হিসেবে কাজ করার সম্মানী হিসেবে পাওয়া টাকায় পড়ালেখার খরচ অনেকটা আমি নিজেই দিয়েছি। মানুষ শুধু প্রশ্ন করত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কেউ কি যায়? আগামীর বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের জন্য আমারও দুটি প্রশ্ন—

১. যেখানে আমার আগ্রহ নেই, সেখানে জোর করে শতভাগ চেষ্টা বা পরিশ্রম করা কি সম্ভব?

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি দেখে। এটা দেশের সেরা ও সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়, তা নিয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার্থী হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করতে না পারলে এই খ্যাতি কোনো কাজে আসবে কি?

আগ্রহ না থাকলে পরিশ্রম করাও যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন নিজের অবস্থান তৈরি করা। নিজের আগ্রহ, সঠিক পরামর্শ এবং একটু জানাশোনাই পারে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়জীবন ও ভবিষ্যৎ পেশাকে আনন্দময় করে তুলতে।

ভিনদেশের তরুণেরা এখন কোন বিষয়ে পড়তে আগ্রহী

প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রও বদলে যাচ্ছে দ্রুত। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, চীন বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে তরুণেরা এখন কী ধরনের বিষয়ে পড়তে আগ্রহী?

যুক্তরাষ্ট্রে তরুণদের পছন্দ

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন প্রকৌশল, জেনেটিকস ও জৈব প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। কথা হলো আরিয়ান রাশেদের সঙ্গে। বাংলাদেশের এই তরুণ এ বছরই যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস বোস্টনের কম্পিউটারবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। বলছিলেন, 'এখানে এসে দেখছি, জ্যোতির্বিদ্যা বা ডেটা সায়েন্সের মতো জটিল ও আধুনিক বিষয়ের প্রতিও শিক্ষার্থীরা আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমার এক মার্কিন বন্ধু পড়ছে মনোবিজ্ঞানে। ও বলছে, মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের এখন অনেক চাহিদা। ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে। জেনেটিকস, বায়োটেকনোলজির মতো বিষয় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। কারণ, জিনোম এডিটিং বা ক্যানসার নিরাময়ের গবেষণা সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের মতো বিষয়ও এখানকার শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয়। আমার বন্ধু আহমেদ যেমন প্রথমে মেসিংয়ে স্নাতক কোর্সে ভর্তি হয়েছিল। পরে পদার্থবিজ্ঞানে চলে গেছে। তবে যদি শুধু আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি, এখানে মূলত সিএসই আর সাইকোলজি পড়তেই অন্য স্টেট থেকেও শিক্ষার্থীরা আসে।'

বিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে পিএইচডি করেছেন নাদিম চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিষয়গুলো বেশ বৈচিত্র্যময়। বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে। প্রযুক্তি খাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, উচ্চ বেতন এবং উদ্ভাবনী কাজ করার সুযোগ থাকায় অনেকে এ-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়তে আগ্রহী। কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে জৈব প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণার চাহিদাও বেড়েছে। ডেটা সায়েন্স এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতে ডেটা সায়েন্সের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পড়াশোনা করছে। তবে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল, যন্ত্রকৌশল, পুরকৌশলের মতো বিষয়গুলো এখনো পছন্দের শীর্ষেই আছে। এর বাইরে বিভিন্ন সৃজনশীল বিষয়েও অনেক শিক্ষার্থীকে পড়তে দেখছি।'

যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ

যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। যুক্তরাজ্যের এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক কামরুন নাহারের সঙ্গে কথা হলো। বললেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চাহিদা তো সব সময়ই ছিল, আছে। এর পাশাপাশি এখানকার শিক্ষার্থীরা অনেকেই দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। বিশেষ করে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের বিষয়ের চাহিদা বাড়ছে। কারণ, বর্তমান সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে। কূটনীতি বা গবেষণার ক্ষেত্রেও এই দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে। জার্মানি, অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটারবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এ-সংক্রান্ত বিষয়েরই চাহিদা বেশি।'

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীরা যে বিষয় পছন্দ করছেন

অস্ট্রেলিয়ায় তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশবিজ্ঞান ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বিষয়ে মাস্টার্স পড়ুয়া অনুপম দাস বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় নিজের আগ্রহকে যেমন গুরুত্ব দেয়, তেমনি কোন বিষয়ে বাজারে চাকরি বেশি, সেটাও মাথায় রাখে। বাণিজ্য ও মার্কেটিংয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ দেখি। আবার অনেকে একটু ব্যতিক্রম বিষয়ও বেছে নিতে চায়। আমার বন্ধু জোয়েলিজ যেমন ব্যাচেলরে অকুপেশনাল থেরাপি নিয়ে পড়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে পড়ছে সানজুলা মাই। অস্ট্রেলিয়ায় এসব বিষয়ের চাহিদা অনেক। পরিবেশগত সমস্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কারণে অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে চায়। আবার বৈশ্বিক পরিস্থিতি, করোনা-পরবর্তী বাস্তবতা মাথায় রেখে দেখছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের পাঠ্যক্রমে বেশ দ্রুত পরিবর্তন আনছে।'

চীন

চীনের শিক্ষার্থীরা এখন কোন ধরনের বিষয়ের প্রতি আগ্রহী, জানতে যোগাযোগ করেছিলাম শহিদুল ইসলামের সঙ্গে। বাংলাদেশের এই তরুণ চীনের চিংহুয়া ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন। শহিদুল বলেন, 'চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইন্টারডিসিপ্লিনারি মেজরগুলো বেশি গুরুত্ব পায়। অর্থাৎ, ধরুন আপনি তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকসে ভর্তি হলেন। আপনাকে শুধু এর ছকে না বেঁধে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বা সাসটেইনেবিলিটিও পড়ানো হবে। যদি পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নের মতো বিষয় পড়েন, তা-ও আপনাকে অন্য অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। ওদের পড়ালেখার সঙ্গে আসলে কর্মক্ষেত্রের দূরত্ব খুব কম। যেমন কম্পিউটার সায়েন্স যারা পড়ে, তারা ইন্টারনেট অব থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স—এসব সম্পর্কেও ভালো ধারণা রাখে। তবে এককথায় যদি জানতে চান, আমি বলব, প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়েই এ দেশে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বেশি।'

অর্জন | গ্লোবাল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশ থেকে পুরস্কার পেলেন দুই শিক্ষার্থী

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মাইকেল ডি হিগিনসের পৃষ্ঠপোষকতায় দেওয়া হয় গ্লোবাল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড। এ বছর 'রিজিওনাল' ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শাফায়াত আলম ও নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, খুলনার হাসান শেখ। শাফায়াত 'স্থাপত্য ও নকশা' বিভাগে এবং হাসান শেখ 'ভাষাতত্ত্ব' বিভাগে আঞ্চলিক বিজয়ী হয়েছেন

বুয়েটের শাফায়াত

স্নাতকের সময় করা প্রকল্পটিই শাফায়াত জমা দিয়েছিলেন গ্লোবাল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-এ। তিনি বলেন, 'ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফিটা আমার শখ। তা ছাড়া প্রকৃতির প্রতি একটা দায়িত্বও অনুভব করি। শেষ বর্ষে উঠে ভাবলাম, বাংলাদেশে মানুষ ও বন্য প্রাণীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে, সেটা নিয়েই থিসিস করব।'

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন উজাড় হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ ও হাতির মধ্যে যে বিরূপ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটিই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন শাফায়াত। শেরপুরের বালিঝুরি এলাকাটিকে বেছে নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে হাতির চলার পথ ও মানুষের বসতি—দুটিই নিরাপদ রাখা সম্ভব। তাঁর এই প্রকল্পের নাম 'আ সিনানথ্রোপিক করিডর'। অর্থাৎ মানুষ ও বন্য প্রাণীর জন্য এমন এক স্বাধীন পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতির কারণ হবে না।

শাফায়াত বলেন, 'ভবিষ্যতে আমি আরও গভীরভাবে বন্য প্রাণী সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে চাই।'

এনইউবিটি খুলনার হাসান শেখ

নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ইংরেজি বিভাগে স্নাতক করেছেন হাসান শেখ। তবে দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই 'গ্লোবাল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ড' সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল। বলছিলেন, 'এটা ছিল আমার স্নাতকের প্রকল্প। তখন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবিনি এই অর্জন আসবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ও আমার সুপারভাইজার মো. ওবায়দুল্লাহ স্যারের অনুপ্রেরণায় সফল হয়েছি।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে গণমাধ্যমগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখছে, সেটাই ছিল হাসানের গবেষণার বিষয়। বিবিসি, ফক্স নিউজ ও স্পুৎনিক—এই তিনটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরগুলো বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। কাজটি সম্পন্ন করতে হাসানকে এই সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত প্রায় এক বছরের খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে গণমাধ্যমগুলো কীভাবে সাধারণের কাছে ঘটনাটি তুলে ধরে, ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কৌশল অবলম্বন করে, সেটিই হাসান বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

ভাষাতত্ত্ব বিভাগে পুরস্কারজয়ী হাসান বলেন, 'ভবিষ্যতে আমার গবেষক হওয়ার ইচ্ছা আছে। পাশাপাশি মানবকল্যাণেও বিভিন্ন কাজ করতে চাই, বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য।'

‘অনন্য’ বটে

পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি—তিন পরীক্ষাতেই মেধার প্রমাণ দিয়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু কলেজে উঠে কেন প্রায় পাঁচ বছর পড়ালেখা থেকে দূরে থাকলেন তিনি? দূরত্ব ঘুচিয়ে কীভাবেই-বা আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গেলেন? অনন্য গাঙ্গুলীর পুরো গল্পটা তাঁর নামের মতোই ‘অনন্য’ বটে। লিখেছেন **আবু দারদা মাহফুজ**

অনন্য গাঙ্গুলী যখন স্কুলের পরীক্ষাগুলোয় ‘ছক্কা হাঁকাচ্ছিলেন’, তখনই বিপত্তি বাধায় নানা ধরনের অসুখ। মাধ্যমিকের শুরুতেই অনিয়মিত হয়ে পড়েন তিনি। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এই তরুণ বলেন, ‘ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার গ্যাস্ট্রিক আলসারের কিছু জটিলতা দেখা দেয়। সে সময় বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও বেশ খারাপ হয়েছিল।’

প্রচুর বই পড়তেন। স্কুলের শিক্ষকদের কাছেও ছিলেন পরিচিত মুখ। অনন্যর মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন পার হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানে, সেই কোটচাঁদপুর সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মফিজুর রহমানের সঙ্গে কথা হলো। ছাত্রের অনিয়মিত উপস্থিতি নিয়ে সে সময় বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন তিনি। বললেন, ‘অনন্য বেশ মেধাবী ছিল। কিন্তু স্কুলে কমই আসত। আমি সে সময় প্রায়ই ওর বাসায় খবর নিতে যেতাম। অসুস্থতাসহ নানা কারণেই স্কুলে ওর উপস্থিতি কম ছিল বলে জানতাম।’

ক্লাসে কখনো নিয়মিত, কখনো অনিয়মিত, এভাবেই চলেছে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। এসএসসি পরীক্ষার আগে নির্বাচনী পরীক্ষায়ও ফল ভালো হয়নি তাঁর। যদিও এর প্রভাব তিনি মূল পরীক্ষায় পড়তে দেননি। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ঠিকই পেয়েছেন জিপিএ-৫, সঙ্গে যশোর বোর্ডের সাধারণ বৃত্তিও।

ছন্দপতন যেভাবে

এসএসসিতে এত ভালো ফলের পরও হুট করেই যেন হারিয়ে যান অনন্য। সহপাঠী, শিক্ষক থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশী কেউ জানতেন না তাঁর খবর। অনেক দিন পর জানা গেল, অনন্যর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক, ‘মাধ্যমিকে থাকতেই মানসিকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হতে শুরু করে। মা-বাবা দুজনই শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার মানসিক সমস্যাগুলো নিয়ে তাঁরা শুরুতে বেশ উদাসীন ছিলেন। এর মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে এসএসসি পরীক্ষাটা দিয়েছি।’

অনন্যর মা রাধারানী ভট্টাচার্য স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সে সময়ের উদাসীনতার কথা স্বীকার করলেন অকপটেই। বললেন, ‘শুরুতে আমরা ওর সমস্যাকে গুরুত্ব দিইনি। বকাঝকা করেছি, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করিনি। পরে যখন ও আমাদের বোঝাল, তখন আমরা চিকিৎসার উদ্যোগ নিই।’

এসএসসির পর মানসিক এই জটিলতা আরও প্রকট হতে শুরু করে। অনন্য বলেন, ‘তখন মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার, ওসিডি ও অ্যাংজাইটিতে ভুগছিলাম আমি। প্রথমে যশোর, এরপর ঢাকায় চিকিৎসা হলো। উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের তামিলনাড়ুর ভেলোরের একটি হাসপাতালেও নেওয়া হলো। এসব চিকিৎসা নিয়ে মানসিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও তখনো নিজেকে আমি পুরোটা ফিরে পাইনি।’

ভারতে চিকিৎসা নেওয়ার পর দেশে নিয়মিত কাউন্সেলিং চলতে থাকে। ফলে ২০১৬ থেকে ২০২১—প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকে অনন্যর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা।

আবার ফেরা

২০২১ সালে একটু সুস্থ বোধ করতে শুরু করলে ঠিক করেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগে শুরু হয় প্রস্তুতি। করোনাকালীন বাস্তবতায় সেবারের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে। এ ঘটনাই কিছুটা আশীর্বাদ হয়ে আসে অনন্যর জন্য।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তাঁর এইচএসসি পরীক্ষায় বসার কথা ছিল ২০১৮ সালে। কিন্তু তা আর হলো কই! পাক্কা ৩ বছর পর, ২০২১ সালে কোটচাঁদপুরের সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অনন্য পান জিপিএ-৫। তবে জিপিএ-৫-এর চেয়েও বড় অর্জন ছিল আদতে নিজেকে ফিরে পাওয়া।

অনন্য বলেন, ‘রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম অনুযায়ী সে বছরই ছিল আমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার শেষ সুযোগ। না হলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যেত। এইচএসসির পর প্রথম ভর্তি পরীক্ষা ছিল বিইউপিতে (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস)। প্রস্তুতি ছাড়াই সেখানে পরীক্ষা দিলাম। চান্সও পেয়ে গেলাম। তখন উপলব্ধি হলো, না পড়ে যদি বিইউপিতে চান্স পাই, তাহলে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তো পেতে পারি। তখন থেকেই ঘ ইউনিট-কেন্দ্রিক পড়াশোনা শুরু করি। একটি কোচিং সেন্টারের অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হই। অনলাইন হওয়ার সুবাদে বাসায় থেকেই ক্লাস করতাম। নিয়মিত পড়তাম তখন। দিনের বেশির ভাগ সময়ই বইয়ের পেছনে লেগে থাকতাম। কোচিং সেন্টারের লেকচারগুলো থেকে নোট নিয়ে রাখতাম। বাংলা ও ইংরেজিতে আগে থেকে দক্ষতা ছিল বলে ব্যাপারটা আমার জন্য বেশ সহজ হয়ে গেল।’

এতটাই ‘সহজ’ হয়ে গিয়েছিল যে ২০২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে ফেলেন অনন্য গাঙ্গুলী। যেদিন ফল প্রকাশ হলো, সেদিনের কথা জানতে চাই তাঁর কাছে। বললেন, ‘স্বাভাবিক একটা দিনই ছিল। সকালে জানতে পারলাম, দুপুরে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বাসায় নিজের ঘরেই ছিলাম। মা-ই প্রথমে খবর পেলেন, আমি নাকি ফার্স্ট হয়েছি। মা আমাকে জানালেন। পরে ওয়েবসাইট থেকে নিজে কয়েকবার চেক করে নিশ্চিত হই যে সত্যিই ফার্স্ট হয়েছি।’

১৮ অক্টোবর ঝিনাইদহে নিজ বাড়িতে বসে অনন্যর মা বলছিলেন, ‘সন্তানকে বুঝতে হবে আগে। সে কী চায়, কিসে তার আগ্রহ—এসব জানতে হবে। নিজের চাওয়া-পাওয়া সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। পড়াশোনার ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা সন্তানকে দিতে হবে। পড়ার টেবিলের বাইরেও একটা জগৎ আছে, সেটা জানাতে হবে। নিয়মিত খেলাধুলায় অংশ নিতে দিতে হবে।’

একটু দেরিতে হলেও রাধারানীর মধ্যে এসব উপলব্ধি এসেছিল। তাই ‘হারিয়ে ফেলেও’ সন্তানকে ‘ফিরে পেয়েছেন’ আবার। অনন্য গাঙ্গুলী এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষক হওয়া লক্ষ্য তাঁর।

অন্য রকম

খুলনায় শিক্ষার্থীদের ‘বিনা লাভের দোকান’

তানভীর রহমান

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলায় জেলায় টাস্কফোর্স গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই টাস্কফোর্সের একজন ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন হৃদয় ঘরামী। বাজার তদারক করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, একটি পণ্য কৃষকের কাছ থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত আসতে পাঁচ থেকে সাতবার হাতবদল হয়। অস্বাভাবিকভাবে পণ্যের দাম বেড়ে যায় তখনই। এর জন্য অনেকটাই মাঝপথের মধ্যস্বত্বভোগীরা দায়ী।

হৃদয় সমাধান নিয়েও ভাবতে শুরু করেন। খুলনার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিয়ে চালু করেন ‘বিনা লাভের দোকান’; অর্থাৎ পণ্য সংগ্রহ করে লাভ ছাড়াই বিক্রির উদ্যোগ নেন তাঁরা।

দোকানটি পরিচালনা করছেন খুলনার বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই দলে নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের আরিফুল ইসলাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগের শাহিন হোসেন, ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রভাস সরকার, রূপসা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) ইব্রাহিম খলিল, সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের খালিদ সাইফুল্লাহ, সরকারি আজম খান কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শেখ রাফসান জানীসহ অনেকেই আছেন।

১৮ অক্টোবর খুলনার শিববাড়ী মোড়ে দোকানটির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি কেজি মসুর ডাল ৯৯ টাকা, আলু ৫০, লালশাক ২৫, ভারতীয় ও দেশি পেঁয়াজ যথাক্রমে প্রতি কেজি ৬৫ ও ১০০, লাউ ৩০ থেকে ৪০ এবং ডিম ১২ টাকায় বিক্রি করেন তাঁরা। তবে শর্ত হলো, একজন ক্রেতা এক কেজির বেশি পণ্য বা এক ডজনের বেশি ডিম কিনতে পারবেন না। রূপসা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষার্থী হৃদয় ঘরামী বলেন, ‘১০০ কেজি করে আলু, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ, ৫০ কেজি লালশাক, ১০০ পিস লাউ ও ৫০০ পিস ডিম বিক্রির জন্য এনেছিলাম। চাহিদা এত বেশি ছিল যে মাত্র তিন ঘণ্টায় সব বিক্রি হয়ে গেছে। ৩০০ থেকে ৫০০ জন পণ্যগুলো পেয়েছেন।’

কম দামে ও তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগ্রহের লক্ষ্যে যশোরের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে পণ্য সংগ্রহ করেন শিক্ষার্থীরা। খরচ হয় ৩০ হাজার টাকা। বিক্রয়ের পর দেখা যায়, মূলধন ৩০ হাজার টাকাই ফেরত এসেছে। পুরো টাকাই শিক্ষার্থীরা পকেট খরচ থেকে দিয়েছেন। এই কার্যক্রমের একটি বিশেষ দিক হলো পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে প্রচারণা। কাগজের প্যাকেটে ও কাপড়ের সুতা দিয়ে তৈরি জালি ব্যাগে পণ্য সরবরাহ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

এখন থেকে প্রতি শুক্রবার নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে ‘বিনা লাভের দোকান’ বসবে বলে জানালেন তাঁরা। দাম আরও বাড়লে দোকানের সময়সূচিও বাড়ানো হবে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল অবস্থায় না আসা পর্যন্ত কার্যক্রম চলবে জানিয়ে হৃদয় ঘরামী যোগ করেন, ‘আমরা যদি কৃষক ও মূল ক্রেতাকে সরাসরি যুক্ত করতে পারি, হাতবদলের সংস্কৃতি থাকবে না। এভাবে সিন্ডিকেট আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। এটাই আমাদের চাওয়া।’

শিক্ষার্থীদের এই দোকান বসে প্রতি শুক্রবার। ছবি : সংগৃহীত

ক্লাবকথন | নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস ক্লাব

সমাজবদলের চেষ্টায় একদল তরুণ

আনিকা তায়্যিবা

সকাল ১০টায় গাজীপুরের হোতাপাড়ার একটি বৃদ্ধাশ্রমের সামনে এসে থামে একটা বাস। গেট দিয়ে ঢুকেই ইট বিছানো পথ। পথ ধরে এগিয়ে যান একদল তরুণ। সারা দিন বৃদ্ধাশ্রমে থাকবেন, প্রবীণদের সঙ্গে সময় কাটাবেন, ভাগাভাগি করে নেবেন কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত—এই তাঁদের পরিকল্পনা। এবারই প্রথম নয়, প্রতিবছরই এই আয়োজন করেন তাঁরা। এঁরা সব নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সোশ্যাল সার্ভিসেস ক্লাবের (এনএসইউএসএসসি) সদস্য।

সমাজের অবহেলিত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো, সুবিধাবঞ্চিতদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ, বিপদে রক্ত জোগাড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা দেওয়াসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করে এনএসইউএসএসসি। যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। দুই দশকের বেশি সময় ধরে কার্যক্রম চালানো এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য, সমাজে বিদ্যমান সমস্যা দূর করার পাশাপাশি চারপাশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ও ভাগ্যহীনদের সহায়তা করা। সমাজসংস্কারের কাজে উদ্যমী একদল তরুণ নিয়ে গঠিত হয়েছে এই ক্লাব। বর্তমানে ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ২৫০ জনের বেশি।

ক্লাবের শিক্ষক উপদেষ্টা মেজবাহ উল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘বছরজুড়ে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তায় বিভিন্ন আয়োজন হয়। যেমন রক্তদান কার্যক্রম, শীতবস্ত্র বিতরণ, আমার পাঠশালা, জয় ফর ঈদ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট হলো সোশিও ক্যাম্প। সমাজের নানা রকম সমস্যার সমাধান খোঁজা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েই এই আয়োজন। মাসব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।’

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মৌরিন ইসলাম বলেন, কেবল সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই নয়; বরং তরুণ প্রজন্মের ভেতরে সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতেও কাজ করে এই ক্লাব।

মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ সাফিন আল ওয়ালিদ বলেন, ‘নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সক্রিয় ক্লাবগুলোর মধ্যে আমাদেরটা অন্যতম। ক্লাবের সদস্যরা পরে চাকরিজীবনে প্রবেশ করেও যেন তাঁদের মেধা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটাতে পারেন, সে জন্য বিভিন্ন গুণাবলি গঠনেও এই ক্লাব অবদান রাখে।’

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও ক্লাব সদস্যদের সরব উপস্থিতি আছে। পিঠা উৎসব, বৈশাখী মেলা, বিভিন্ন উৎসব-পার্বণেও সক্রিয় থাকেন তাঁরা। হোপ ও মোমেন্টাম নামের ক্লাবের ২টি বার্ষিক প্রকাশনা আছে, যাতে তাঁদের কার্যক্রমগুলো উঠে আসে।

এনএসইউএসএসসির সদস্যদের একাংশ। ছবি : সংগৃহীত

বিনিয়োগ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
বিনিয়োগ ভবন (লেভেল- ৭, ৮ ও ৯)
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.beza.gov.bd

পত্র নং -০৩.০৭.০০০০.০০০.০২৩.৫১.০২৪৫.২৪-৩৪১৯

তারিখ: ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৬ অক্টোবর ২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন শৈলাট মৌজায় ১০৮ একর জমির উপর বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল 'ব্র্যান্ডউইন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক জোন' স্থাপনের নিমিত্ত প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে আলী হায়দার রতন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যান্ডউইন গ্রুপ অব কোম্পানি লি. কর্তৃক নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমির মালিকানা আলী হায়দার রতন ও মেসার্স টোটাল কেয়ার প্লাটিনাম লি. (পক্ষে আলী হায়দার রতন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।

২। বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭ (১) ও ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন বর্ণিত তফসিলের অন্তর্ভুক্ত ১০৮ একর জমি উক্ত বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি অথবা, নিম্ন বর্ণিত তফসিলের অন্তর্ভুক্ত জমি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায় বদ্ধ থাকলে বা প্রস্তাবিত জমির মালিকানা বা অন্য কোন বিষয়ে আপত্তি থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, বিনিয়োগ ভবন (লেভেল-৭,৮ ও ৯), ই-৬/বিআগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্তস্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের/সম্প্রসারণের জন্য অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

জেলা: গাজীপুর, উপজেলা ও থানা: শ্রীপুর, ইউনিয়ন: গাজীপুর, মৌজা: শৈলাট, জে.এল নং-০২।

ক্রমিক নং	আর.এস খতিয়ান নং	নামজারী খতিয়ান নং	আর.এস দাগ নং	দাগে জমির পরিমাণ	জোনে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	বর্তমান মালিকানা	মন্তব্য
১	২৯৩	২০০৩২৫	১৭৮	০.১৫০০	০.১৫০০	আলী হায়দার রতন	
২	২৯৩	২০০৩২৫	৪৭২	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
৩	২৯৩	২০০৩২৫	৪৭৮	০.১৫০০	০.১৫০০	ঐ	
৪	২৯৩	২০০৩২৫	৪৭৭	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
৫	২৯৩	২০০৩২৫	৪৮১	০.২২০০	০.২২০০	ঐ	
৬	২৯৩	২০০৩২৫	৪৭৩	০.৬৬০০	০.৬৬০০	ঐ	
৭	২৯৩	২০০৩২৫	৪৭৪	০.৩৯০০	০.৩৯০০	ঐ	
৮	২৯৩	২০০৩২৫	৪৭৯	০.১৮০০	০.১৮০০	ঐ	
৯	২৯১	২০০৩২৫	৪৮২	০.১৬০০	০.১৬০০	ঐ	
১০	৩২২,১৯৫	২০০৩২৫	১৭৭	০.৫৭৫০	০.৫৭৫০	ঐ	
১১	৩২২	২০০৩২৫	১৭৪	০.১৮০০	০.১৮০০	ঐ	
১২	২৯১	২০০৩২৫	৪৮০	০.৩৫৫০	০.৩৫৫০	ঐ	
১৩	২৯১	২০০৩২৫	৪৮৬	০.০৭০০	০.০৭০০	ঐ	
১৪	৩২৫	২০০২৮৪	৫৫৬	০.৭০০০	০.৭০০০	ঐ	
১৫	৩০৪	২০০২৮৪	৫৬৩	০.৬১২৫	০.৬১২৫	ঐ	
১৬	০৫	২০০২৮৪	৬৫৩	০.২৮০০	০.২৮০০	ঐ	
১৭	১৬২	২০০২৮৪	৪৮৭	০.৪৯০০	০.৪৯০০	ঐ	
১৮	১৪	৭১৬	৮৮৩	০.৩২০০	০.৩২০০	মেসার্স টোটাল কেয়ার প্লাটিনাম লিঃ এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী হায়দার রতন	
১৯	১৬	৭১৬	৫৯০	১.৩৪০০	১.৩৪০০	ঐ	
২০	১৬	৭১৬	৫৯১	০.১৫০০	০.১৫০০	ঐ	
২১	১৮৭	৭১৬	৩০৯৮	০.১৪৫০	০.১৪৫০	ঐ	
২২	১৮৭	৭১৬	৩০৯৫	০.১৪৫০	০.১৪৫০	ঐ	
২৩	৫০	৭১৬	৬৬৪	১.৮৩০০	১.৮৩০০	ঐ	
২৪	৫০	৭১৬	১০১০/৬৬১	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
২৫	৮১	৭১৬	৯৫৪	০.৯০০০	০.৯০০০	ঐ	
২৬	০৫	৭১৬	৬৪৭	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
২৭	০৫	৭১৬	৬৫২	০.০৫০০	০.০৫০০	ঐ	
২৮	৮৭	৭১৬	২১৩৩/২৪৯৫	০.৪২০০	০.৪২০০	ঐ	
২৯	১৮২	৭১৬	৯৫১	০.৬০০০	০.৬০০০	ঐ	
ক্রমিক নং	আর.এস খতিয়ান নং	নামজারী খতিয়ান নং	আর.এস দাগ নং	দাগে জমির পরিমাণ	জোনে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	বর্তমান মালিকানা	মন্তব্য
৩০	১৮২	৭১৬	৮৯০	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
৩১	১৮২	৭১৬	২৯৯৬	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
৩২	১৮২	৭১৬	৩০০৮	০.৭২০০	০.৭২০০	ঐ	
৩৩	৩২৫	৭১৬	২৯৯৪	০.০৫০০	০.০৫০০	ঐ	
৩৪	৩২৫	৭১৬	২৯৯৫	০.৬৫০০	০.৬৫০০	ঐ	
৩৫	০৫	৭১৬	৬৫১	১.১০০০	১.১০০০	ঐ	
৩৬	৮১	৭১৬	৯৫৩	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
৩৭	৮৮	১৬১৮	২৪৭৫	১.১০০০	১.১০০০	আলী হায়দার রতন	
৩৮	৮৮	১৬১৮	২৪৭৭	০.৭৭০০	০.৭৭০০	ঐ	
৩৯	৮১	১৬১৮	৯৫৫	০.২৮০০	০.২৮০০	ঐ	
৪০	৮১	১৬১৮	৯৫৪	০.৪৭০০	০.৪৭০০	ঐ	
৪১	৮৭	১৬১৮	২০৯৭	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
৪২	৮১	১৬১৮	৯৫৭	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
৪৩	৩৫১	২০১	৪০৬/ ৯৭২	০.৩৬০০	০.৩৬০০	মেসার্স টোটাল কেয়ার প্লাটিনাম লিঃ এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী হায়দার রতন	
৪৪	১৩৩	২০১	২৭৯১	১.৫৭৫০	১.৫৭৫০	ঐ	
৪৫	১৩৪	২০১	৯২১	০.৮৮০০	০.৮৮০০	ঐ	
৪৬	৩৬২	২০১	৯৩৫	০.২৫০০	০.২৫০০	ঐ	
৪৭	৩৬২	২০১	৬৫১	০.৮০০০	০.৮০০০	ঐ	
৪৮	০৫	২০১	৯৪৫	০.২১০০	০.২১০০	ঐ	
৪৯	০৫	২০১	৯১২/৯৭৭	০.৪০০০	০.৪০০০	ঐ	
৫০	০৫	২০১	৬৫২	০.৫২৫০	০.৫২৫০	ঐ	
৫১	০৫	২০১	৯০৯	০.০৪০০	০.০৪০০	ঐ	
৫২	০৫	২০১	৬১৮	০.২৮০০	০.২৮০০	ঐ	
৫৩	০৫	২০১	৬১৯	১.৩৭০০	১.৩৭০০	ঐ	
৫৪	১৪	২০১	২১৫২	০.৬২০০	০.৬২০০	ঐ	
৫৫	৮৮	২০১	২১২৯	০.১৬৫০	০.১৬৫০	ঐ	
৫৬	৮১	২০১	৮৯৯	০.১৭০০	০.১৭০০	ঐ	
৫৭	১৪০	২০১	৯১৪	০.৩৫০০	০.৩৫০০	ঐ	
৫৮	১৪০	২০১	৯১৫	০.৬০০০	০.৬০০০	ঐ	
৫৯	১৪০	২০১	৯১৬	০.১০০০	০.১০০০	ঐ	
৬০	২৫৩	২০১	৬১৭	০.২২০০	০.২২০০	ঐ	
৬১	২৫৩	২০১	৬২১	০.০৮০০	০.০৮০০	ঐ	
৬২	৩২৫	২০১	২৮৩৮	০.১৭০০	০.১৭০০	ঐ	
৬৩	১৪৭	২০১	৮৩৬	০.৭০০০	০.৭০০০	ঐ	
৬৪	৭৪	২০১	৩০১৩	০.৩৫০০	০.৩৫০০	ঐ	
ক্রমিক নং	আর.এস খতিয়ান নং	নাম জারী খতিয়ান নং	আর.এস দাগ নং	দাগে জমির পরিমাণ	জোনে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	বর্তমান মালিকানা	মন্তব্য
৬৫	৭৪	২০১	৩০১৪	০.১৪০০	০.১৪০০	ঐ	
৬৬	৭৪	২০১	৩০২০	০.২১০০	০.২১০০	ঐ	
৬৭	৭৪	২০১	৩০২১	০.৭০০০	০.৭০০০	ঐ	
৬৮	৪২	২০১	৬৫৫	০.১০০০	০.১০০০	ঐ	
৬৯	১৩০	২০১	২৪৭১	২.৫৫০০	২.৫৫০০	ঐ	
৭০	১৩০	২০১	২৪৭০	১.২৩০০	১.২৩০০	ঐ	
৭১	২৯৪	২০১	৪০৫	০.৪০০০	০.৪০০০	ঐ	
৭২	৫০	২০১	৬৬১/১০১০	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
৭৩	৫০	২০১	৬৬৫	০.১৩০০	০.১৩০০	ঐ	
৭৪	৫০	২০১	৬৭৪	০.৮৭০০	০.৮৭০০	ঐ	
৭৫	১২৬	২০১	৬৫৯	০.১৩০০	০.১৩০০	ঐ	
৭৬	২৪৫	২০১	২৩৭৫	০.২৭০০	০.২৭০০	ঐ	
৭৭	০৫	২০১	৬৫৩	০.০২৫০	০.০২৫০	ঐ	
৭৮	৩৪৪	২০১	৯৫	০.১৭৫০	০.১৭৫০	ঐ	
৭৯	৩২৫	২০১	২৯৭৩	০.৭০০০	০.৭০০০	ঐ	
৮০	১৯৫	২০১	২৭৫২	০.১০০০	০.১০০০	ঐ	
৮১	১৯৫	২০১	২৭৫০	০.০৭৫০	০.০৭৫০	ঐ	
৮২	১৬৬	২০১	২১৬৩	০.২৫০০	০.২৫০০	ঐ	
৮৩	১৬৬	২০১	২১৬৩/ ২৫২৮	০.৯৬০০	০.৯৬০০	ঐ	
৮৪	১৬৬	২০১	২১৫৭/ ২৫১৭	০.৩৮০০	০.৩৮০০	ঐ	
৮৫	১৬৬	২০১	২১৬৩/ ২৫২০	০.০৫০০	০.০৫০০	ঐ	
৮৬	২৩৯	২০১	৫৯৫	১.৩৩৫০	১.৩৩৫০	ঐ	
৮৭	২৫৭	২০১	৬২৬	০.০০৫০	০.০০৫০	ঐ	
৮৮	২৫৭	২০১	৬০৫	০.০৪০০	০.০৪০০	ঐ	
৮৯	৪৮	২০১	২৮৩৩	০.৩৭০০	০.৩৭০০	ঐ	
৯০	০৫	২০২	৯৪৫	০.২১০০	০.২১০০	ঐ	
৯১	০৫	২০২	৬৫৩	২.১৫০০	২.১৫০০	ঐ	
৯২	১৮২	২০২	৯১২	০.০৯০০	০.০৯০০	ঐ	
৯৩	১৮২	২০২	৮৯০	০.২৫০০	০.২৫০০	ঐ	
৯৪	১৮২	২০২	৮৮৯	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
৯৫	৫০	২০২	৬৬৪	১.৮৩০০	১.৮৩০০	ঐ	
৯৬	৭০	২০২	৩০১২	০.৬৯২৫	০.৬৯২৫	ঐ	
৯৭	৩৫১	২০২	৪০৬/ ৯৭২	০.২৪০০	০.২৪০০	ঐ	
৯৮	২০০	২০২	২৭৫২	০.১৭৫০	০.১৭৫০	ঐ	
ক্রমিক নং	আর.এস খতিয়ান নং	নাম জারী খতিয়ান নং	আর.এস দাগ নং	দাগে জমির পরিমাণ	জোনে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	বর্তমান মালিকানা	মন্তব্য
৯৯	৩৪৪	২০২	৯৫	০.১৭৫০	০.১৭৫০	ঐ	
১০০	৩২৫	২০২	২৯৬৯	০.৭০০০	০.৭০০০	ঐ	
১০১	১২৬	২০২	৬৫৯	০.১৩০০	০.১৩০০	ঐ	
১০২	৫০	২০২	৬৬৪	০.০৯০০	০.০৯০০	ঐ	
১০৩	৫০	২০২	৬৬৬/ ১০০০	০.১৭০০	০.১৭০০	ঐ	
১০৪	১২৮	২০২	৬৬৯	০.৩৭৫০	০.৩৭৫০	ঐ	
১০৫	৩৬২	২০২	৯২১	০.১২০০	০.১২০০	ঐ	
১০৬	৩৬২	২০২	৯৩৫	০.১০০০	০.১০০০	ঐ	
১০৭	১৪	২০২	৮৮৩	০.৮১০০	০.৮১০০	ঐ	
১০৮	২৪৫	২০২	২৩৭৫	০.২৭০০	০.২৭০০	ঐ	
১০৯	২৪৫	২০২	২৩৭৬	০.১৮০০	০.১৮০০	ঐ	
১১০	২৯৩	২০২	৪৭৩	০.৩৫০০	০.৩৫০০	ঐ	
১১১	২৯৩	২০২	৪৭৫	০.১৩০০	০.১৩০০	ঐ	
১১২	২২৪	২০২	৫৩৭	০.০৭০০	০.০৭০০	ঐ	
১১৩	৫০	২০২	৬৭১	১.০৬০০	১.০৬০০	ঐ	
১১৪	৩৬২	২০২	৩১৫৮	০.২৬০০	০.২৬০০	ঐ	
১১৫	৩৬২	২০২	৩১১৪	০.৪২০০	০.৪২০০	ঐ	
১১৬	৩৬২	২০২	৩১১২	০.১৮০০	০.১৮০০	ঐ	
১১৭	৩৬২	২০২	৩১১৯	০.২৮০০	০.২৮০০	ঐ	
১১৮	২৫৩	২০২	৬১৭	০.২২০০	০.২২০০	ঐ	
১১৯	২৫৩	২০২	৬২১	০.২৫০০	০.২৫০০	ঐ	
১২০	২২৪	২০২	৪০৩	১.০২০০	১.০২০০	ঐ	
১২১	২২৪	২০২	৩৭৫	১.৪২০০	১.৪২০০	ঐ	
১২২	২২৪	২০২	৪১১	১.৩০০০	১.৩০০০	ঐ	
১২৩	২২৪	২০২	৪১০	০.১০০০	০.১০০০	ঐ	
১২৪	২২৪	২০২	৫৩২	০.২৯০০	০.২৯০০	ঐ	
১২৫	২২৪	২০২	৫৬৪	০.৩৯০০	০.৩৯০০	ঐ	
১২৬	২২৯	২০২	১৪২	১.৩৪০০	১.৩৪০০	ঐ	
১২৭	৪২	২০২	২১২০	০.২২০০	০.২২০০	ঐ	
১২৮	৪২	২০২	২১২৭	০.১৭০০	০.১৭০০	ঐ	
১২৯	৭২	২০৩	২৯১৫	১.০০০০	১.০০০০	ঐ	
১৩০	৭২	২০৩	৩০১১	০.২৪০০	০.২৪০০	ঐ	
১৩১	১৩৩	২০৩	২৭৯১	০.৫২৫০	০.৫২৫০	ঐ	
১৩২	১২২	২০৩	২৭৯২	০.৪৯০০	০.৪৯০০	ঐ	
১৩৩	১২২	২০৩	২৭৯২	০.২১০০	০.২১০০	ঐ	
১৩৪	১৩৪	২০৩	২৭৯১	০.০৮৭৫	০.০৮৭৫	ঐ	
১৩৫	১৩৩	২০৩	২১৩০	০.২৯৭৫	০.২৯৭৫	ঐ	
ক্রমিক নং	আর.এস খতিয়ান নং	নাম জারী খতিয়ান নং	আর.এস দাগ নং	দাগে জমির পরিমাণ	জোনে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	বর্তমান মালিকানা	মন্তব্য
১৩৬	৮৭	২০৩	২১৩৩/ ২৪৯৫	০.৪৬০০	০.৪৬০০	ঐ	
১৩৭	৮৮	২০৩	২৪৭৫	০.৪২০০	০.৪২০০	ঐ	
১৩৮	৮১	২০৩	৯৫৬	০.০৯০০	০.০৯০০	ঐ	
১৩৯	৮১	২০৩	৯৫৪	০.৪৫৫০	০.৪৫৫০	ঐ	
১৪০	৮১	২০৩	৯৫৫	০.৬০০০	০.৬০০০	ঐ	
১৪১	১৬	২০৩	৫৯০	০.১৭০০	০.১৭০০	ঐ	
১৪২	২৬০	২০৩	৫৯১	০.৬২০০	০.৬২০০	ঐ	
১৪৩	২৬০	২০৩	৫৯৫	০.০৫০০	০.০৫০০	ঐ	
১৪৪	২৬০	২০৩	৫৯৭	০.২৬০০	০.২৬০০	ঐ	
১৪৫	১৬০	২০৩	৫৯৬	০.০৩৫০	০.০৩৫০	ঐ	
১৪৬	১২৫	২০৩	২৯০০	০.০৫২৫	০.০৫২৫	ঐ	
১৪৭	১২৫	২০৩	২৮৯৯	০.৭১০০	০.৭১০০	ঐ	
১৪৮	১২৫	২০৩	২৮৯৮	০.০৫৫০	০.০৫৫০	ঐ	
১৪৯	১১২	২০৩	২৮৯৬	০.২২০০	০.২২০০	ঐ	
১৫০	১৩৩	২০৩	২৭৯২	০.৩৮০০	০.৩৮০০	ঐ	
১৫১	৮৯	২০৩	২৭৯১	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
১৫২	৮৯	২০৩	২১২৬/ ২৪৯৪	১.২০০০	১.২০০০	ঐ	
১৫৩	৮৭	২০৩	২১৩৬	০.০৯৫০	০.০৯৫০	ঐ	
১৫৪	৮৮	২০৩	২০৯৭	০.১৬৫০	০.১৬৫০	ঐ	
১৫৫	৮৮	২০৩	২১৩৫	০.২২০০	০.২২০০	ঐ	
১৫৬	৮১	২০৩	২১২৯	০.০৯০০	০.০৯০০	ঐ	
১৫৭	৮১	২০৩	৯৫৪	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
১৫৮	৮১	২০৩	৯৫৫	১.৩৭০০	১.৩৭০০	ঐ	
১৫৯	৮১	২০৩	৯৫৬	০.১৪০০	০.১৪০০	ঐ	
১৬০	১২৫	২০৩	১৩০	০.৫০০০	০.৫০০০	ঐ	
১৬১	১১২	২০৩	২৪৮	০.৩৫০০	০.৩৫০০	ঐ	
১৬২	৮১	২০৩	৯৫৩	০.২৩০০	০.২৩০০	ঐ	
১৬৩	৮১	২০৩	৯৫৭	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
১৬৪	১২৪	৬৭	৬৫৮	০.৪২০০	০.৪২০০	ঐ	
১৬৫	৫০	৬৭	৬৬০	০.২৬০০	০.২৬০০	ঐ	
১৬৬	৭০,১৫	৬৭	৬৬৭	১.৫৫৫০	১.৫৫৫০	ঐ	
১৬৭	১৫	৬৭	৬৬৬	০.২০০০	০.২০০০	ঐ	
১৬৮	১৫	৬৭	২০৭৭	১.১১৭৫	১.১১৭৫	ঐ	
১৬৯	১৫	৬৭	২১৫৬	১.৪০০০	১.৪০০০	ঐ	
১৭০	১৫	৬৭	২১৪৯	০.০৯০০	০.০৯০০	ঐ	
১৭১	১৫	৬৭	৬৬১	০.৩৫০০	০.৩৫০০	ঐ	
১৭২	০৫	৬৭	৫৯২	২.৭২৫০	২.৭২৫০	ঐ	
ক্রমিক নং	আর.এস খতিয়ান নং	নাম জারী খতিয়ান নং	আর.এস দাগ নং	দাগে জমির পরিমাণ	জোনে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	বর্তমান মালিকানা	মন্তব্য
১৭৩	০৫	৬৭	৬৪৭	১.১৩০০	১.১৩০০	ঐ	
১৭৪	১৬	৬৭	৫৯০	০.৭২০০	০.৭২০০	ঐ	
১৭৫	১৬	৬৭	৫৯১	০.১০০০	০.১০০০	ঐ	
১৭৬	১৪০	৬৭	৯১৪	০.০৫০০	০.০৫০০	ঐ	
১৭৭	১৪০	৬৭	৯১৫	০.২১০০	০.২১০০	ঐ	
১৭৮	১৪০	৬৭	৯১৬	০.০২০০	০.০২০০	ঐ	
১৭৯	১৪	৯৭	৮৮৪	০.১১০০	০.১১০০	ঐ	
১৮০	১৪	৯৭	৮৭৪	০.৩৬০০	০.৩৬০০	ঐ	
১৮১	১৪	৯৭	৮৭৫	০.০২০০	০.০২০০	ঐ	
১৮২	১৪	৯৭	৮৭৬	০.১৩০০	০.১৩০০	ঐ	
১৮৩	১৪	৯৭	৮৭৭	০.১৫০০	০.১৫০০	ঐ	
১৮৪	১৪	৯৭	৮৭৮	০.৩৩০০	০.৩৩০০	ঐ	
১৮৫	১৪	৯৭	৮৮৩	০.৪৬২৫	০.৪৬২৫	ঐ	
১৮৬	১৪	৯৭	৮৮৬	০.১০৫০	০.১০৫০	ঐ	
১৮৭	১৪	৯৭	২০৭৬	০.৩৭০০	০.৩৭০০	ঐ	
১৮৮	৮১	৯৮	৯৬৪	০.৩২০০	০.৩২০০	ঐ	
১৮৯	৮১	৯৮	৯৫৩	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
১৯০	৮১	৯৮	৯৫৫	০.১৪০০	০.১৪০০	ঐ	
১৯১	৮১	৯৮	৯৫৬	০.২০৭৫	০.২০৭৫	ঐ	
১৯২	২৯৩	১০৩	৪৭২	০.১৪৭৫	০.১৪৭৫	ঐ	
১৯৩	২৯৩	১০৩	৪৭৩	০.৩১০০	০.৩১০০	ঐ	
১৯৪	২৯৩	১০৩	৪৭৭	০.২৬০০	০.২৬০০	ঐ	
১৯৫	২৯৩	১০৩	৪৭৮	০.১২০০	০.১২০০	ঐ	
১৯৬	২৯৩	১০৩	৪৭৯	০.১৫০০	০.১৫০০	ঐ	
১৯৭	৪২	১০৪ বাঃ	৬৫৫	০.৫৯০০	০.৫৯০০	ঐ	
১৯৮	১৮২	১০৪	৯৫১	০.৭২০০	০.৭২০০	ঐ	
১৯৯	০৫	১০৪	৬১৮	০.২৫০০	০.২৫০০	ঐ	
২০০	০৫	১০৪	৬১৯	০.৫০০০	০.৫০০০	ঐ	
২০১	০৫	১০৪	৬৫৩	০.৪৫০০	০.৪৫০০	ঐ	
২০২	০৫	১০৪	৫৯২	০.৫০০০	০.৫০০০	ঐ	
২০৩	০৫	১০৪	৬৪৭	০.৩০০০	০.৩০০০	ঐ	
২০৪	০৫	১০৪	৬৫২	০.৬০০০	০.৬০০০	ঐ	

অস্ট্রেলিয়া সফরে বিশ্রামে রাজা

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটিশ রাজা চার্লস অস্ট্রেলিয়ায় সফর শুরু করে সফরের প্রথম দিন গতকাল বিশ্রামে কাটান। এএফপি

সংক্ষেপে

ভারত

আরও তিন ফ্লাইটে বোমার হুমকি

ভারতে ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে তিনটি ফ্লাইটে বোমার হুমকি পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে গত সোমবার থেকে দেশটিতে এমন ৩৫টি প্রতারণামূলক হুমকি পাওয়ার ঘটনা ঘটল। বোমার হুমকি পাওয়ায় শুক্রবার দিল্লি থেকে লন্ডনগামী ভিস্তারার একটি ফ্লাইট মাঝ আকাশ থেকে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে এটি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওই হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বোমার আতঙ্কে জয়পুর থেকে দুবাইগামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি ফ্লাইট উড্ডয়নের সময় ৩৫ মিনিট বিলম্ব করা হয়েছে। শুক্রবার আকাসা এয়ারের একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট মুম্বাই থেকে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে উড্ডয়নের আগমুহূর্তে সতর্কসংকেত পায়।
এনডিটিভি, *নয়াদিল্লি*

ইউক্রেন

আরও একটি গ্রাম রাশিয়ার দখলে

এবার পূর্ব ইউক্রেনের জরিয়ান গ্রাম দখলে নিয়েছে রাশিয়া। এতে ইউক্রেনের কুরাখোভের শিল্পাঞ্চলে রুশ সেনাদের প্রবেশ সহজ হবে। গতকাল শনিবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। কুরাখোভ দোনেৎস্ক সিটির উত্তরে অবস্থিত; যা ইতিমধ্যে রুশ সেনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জরিয়ান এলাকা স্বাধীন করা হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার হামলার পর ইউক্রেনের কুরাখোভ শহরে প্রায় ২০ হাজার মানুষের বসবাস ছিল। রাশিয়ার সেনারা ইতিমধ্যে ইউক্রেনের জাপোরিঝঝিয়া শহরে হামলা আরও জোরদার করেছে।
এএফপি, *মস্কো*

মেক্সিকো

পত্রিকা অফিসে গুলি

মেক্সিকোর মাদক ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে বন্দুকধারীরা একটি পত্রিকা অফিসের বাইরে গুলিবর্ষণ করে। দুবৃর্ত্তদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরে কাঁপছে এলাকাটি। গত শুক্রবার কর্তৃপক্ষ এ গুলির কথা জানিয়েছে, তবে তারা আহতের কোনো খবর দেয়নি। দেশটির সিনালোয়া রাজ্যে সহিংসতার এক দিন পর গত বৃহস্পতিবার দিনের শেষে কারাবন্দী মাদকসম্রাট জোয়াকিন এল চ্যাপো গুজমান এবং তাঁর ছেলেদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে এ গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ওই এলাকায় সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২০০ মানুষ খুন হয়েছেন। মেক্সিকোর কুলিয়াকান থেকে এএফপি সিনালোয়ার নিরাপত্তা সচিবালয়ের বরাতে জানিয়েছে, অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা এল ডিবেট পত্রিকা অফিসের সামনে গুলিবর্ষণ করে।
এএফপি, *কুলিয়াকান*

গাজা ও লেবাননে অবিলম্বে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ ও শান্তির দাবিতে বিক্ষোভ। গতকাল আফ্রিকার দেশ সেনেগালের রাজধানী ডাকারে। ছবি : এএফপি

সিনওয়ারের পর হামাসের নতুন প্রধান কে হচ্ছেন

গাজা পরিস্থিতি

হামাসের পক্ষ থেকে এখনো কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে তিনজনের নাম এখন আলোচনায়।

খালেদ মেশাল

মোহাম্মদ সিনওয়ার

সিএনএন, *তেল আবিব*

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে গত বুধবার হত্যা করেছে ইসরায়েল। ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। হামাসের পক্ষ থেকে এখনো কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে তিনজনের নাম এখন আলোচনায়। তাঁরা হলেন ইয়াহিয়া সিনওয়ারের ছোট ভাই মোহাম্মদ সিনওয়ার, হামাসের রাজনৈতিক শাখার উপপ্রধান মুসা আবু মারজুক ও সংগঠনটির রাজনৈতিক শাখার সাবেক প্রধান খালেদ মেশাল।

ইসমাইল হানিয়া, পরে সিনওয়ার—পরপর দুই শীর্ষ নেতাকে হারানোর ঘটনা হামাসের জন্য এক বড় আঘাত। তবে হামাস এরই মধ্যে অঙ্গীকার করেছে তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার। তারা বলেছে, সিনওয়ারসহ শীর্ষ নেতাদের এভাবে মেরে ফেলার অর্থ এই নয়, তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষ। তবে সংগঠনটির উত্তরসূরি কে হবেন, সে ব্যাপারে সিনওয়ার নিজে থেকে কোনো পরামর্শ দিয়ে গেছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

অনেকেই সিনওয়ারের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ছোট ভাই মোহাম্মদ সিনওয়ারকে বিবেচনা করছেন। বড় ভাই ইয়াহিয়ার মতো তিনিও একজন কট্টর নেতা। সম্প্রতি হামাসের সামরিক শাখার কমান্ডার হয়েছেন তিনি। মোহাম্মদ সিনওয়ারের ভাগ্য এখনো অজানা। ইসরায়েলের গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) মুখপাত্র বলেছেন, তাঁরা 'সক্রিয়ভাবে খুঁজছেন' তাঁকে। এর আগে একজন জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেছিলেন, গত বছরের বেশির ভাগ সময় দুই ভাই পাশাপাশি অবস্থানে থেকে কাজ করেছেন।

সিনওয়ারের সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের অন্যতম মুসা আবু মারজুক। হামাসের রাজনৈতিক শাখার এই উপপ্রধান সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন। সিনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁরও প্রবল। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (এফবিআই) তাঁকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করার আগপর্যন্ত দেশটিতে পাঁচ বছর ছিলেন তিনি। পরে সেখান থেকে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

এ ছাড়া হামাসের প্রভাবশালী নেতাদের একজন খালেদ মেশাল। তিনি সংগঠনের রাজনৈতিক শাখার সাবেক প্রধান। সিনওয়ার হত্যাকাণ্ডের পর হামাসের হাল তিনিও ধরতে পারেন। খালেদ মেশাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ব্যক্তি। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ দ্বিতীয় ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে অতীতে তিনি বৈঠক করেছেন।

সিনওয়ারের সহকারী খলিল আল হায়া তাঁর উত্তরসূরি হওয়ার অন্যতম শক্তিশালী প্রার্থী। ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় সম্প্রতি কায়রোয় অনুষ্ঠিত আলোচনায় হামাসের প্রধান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন তিনি। কাতারে থেকে তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

কলেরার টিকার মজুত শেষ

এএফপি, *জেনেভা*

মুখে খাওয়ার কলেরার টিকার বৈশ্বিক মজুত শেষ হয়ে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত শুক্রবার এ কথা জানিয়েছে। কলেরার টিকার এই ঘাটতি বিশ্বজুড়ে এ রোগের বিস্তার ঠেকানোর ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক টিকা উৎপাদন পুরোদমে চলছে। জোগানের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত মুখে খাওয়ার কলেরার টিকার বৈশ্বিক মজুত ফুরিয়ে যায়। আর কোনো ডোজ অবশিষ্ট নেই। আগামী সপ্তাহগুলোতে আরও টিকা পাওয়া গেলেও এখনকার ঘাটতির কারণে এ রোগ ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে এবং রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটিং গ্রুপ (আইজিসি) অন ভ্যাকসিন প্রভিশন নামের একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক জোটের কাছে কয়েকটি দেশ থেকে কলেরার টিকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, সুদান, নাইজার, ইথিওপিয়া ও মিয়ানমার। বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে ৮৪ লাখ ডোজের কিন্তু স্বল্পতার কারণে ৭৬ লাখ ডোজের বেশি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, এ বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৭২৪ জন কলেরা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া এ সময় পর্যন্ত কলেরায় মারা গেছেন ৩ হাজার ৪৩২ জন। ২০২৩ সালের তুলনায় এ বছর কলেরা রোগী শনাক্ত ১৬ শতাংশ কম হলেও ১২৬ শতাংশ মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগের।

পাকিস্তানে বিক্ষোভে আটক ৩৮৮ জনকে মুক্তির আদেশ

ডন, *রাওয়ালপিন্ডি*

পাকিস্তানের লাহোরের একটি কলেজে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের খবরের জেরে ছড়িয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ থেকে ৩৮৮ জনকে আটক করা হয়েছিল। তাঁদের সবাইকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত। গত শুক্রবার এ আদেশ দেন দেশটির স্থানীয় একটি আদালত।

এর মধ্যে লাহোর থেকে আটক ৩৬৭ জনকে মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বাকি ২১ জনকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

পাঞ্জাবের একটি কলেজের বেজমেন্টে এক নারী শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পাঞ্জাবের প্রাদেশিক রাজধানী লাহোরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। শুক্রবার পুলিশ কর্মকর্তা সাইদ খালিদ মাহমুদ হামদানি বলেন, বৃহস্পতিবার শহরে বিক্ষোভে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৩৮৮ জনকে আটক করা হয়।

ভোটের লড়াইয়ে তারকাদের মাঠে নামাচ্ছেন কমলা-ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

কমলার হয়ে মাঠে পপ তারকা লিজো, মেগান আর ট্রাম্পের হয়ে প্রচারে নেমেছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

এএফপি, *ডেট্রয়েট*

দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের মন জয় করতে বিনোদন ও প্রযুক্তি দুনিয়ার তারকাদের মাঠে নামাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এতে জিততে গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়া ও মিশিগানে তারকাদের মাঠে দেখা যাচ্ছে।

পপ তারকা লিজো এ সপ্তাহে তাঁর একাধিক গ্র্যামি জয়ের তারকাদ্যুতি নিয়ে মিশিগানের ডেট্রয়েটে কমলার নির্বাচনী সমাবেশে হাজির হচ্ছেন। অন্যদিকে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক পেনসিলভানিয়াতে ট্রাম্পের হয়ে প্রচার চালাবেন। এ ছাড়া জর্জিয়ার আটলান্টায় শনিবার কমলা হ্যারিসের হয়ে মঞ্চ মাতিয়েছেন আরঅ্যান্ডবি তারকা উশার।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর ১৬ দিন। এ পরিস্থিতিতে দুই প্রার্থীই ভোটারদের সমর্থন পেতে কোনো পথ খোলা বাকি রাখছেন না। বর্তমানে জরিপগুলো বলছে, দুই প্রার্থী এখনো সমর্থনে সমান সমান।

গত জুলাই মাসে গাড়ি নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান টেসলা ও মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে সমর্থন দেন। তিনি সরাসরি ট্রাম্পের হয়ে প্রচারও শুরু করেছেন। অন্যদিকে, কমলার হয়ে মাঠে নেমেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা থেকে শুরু করে মার্কিন সংগীত তারকা মেগান দি স্ট্যালিয়ন পর্যন্ত।

> দুই প্রার্থীই ভোটারদের সমর্থন পেতে সব রকমের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

> স্থানীয় সময় গত শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লাখ আগাম ভোট সম্পন্ন হয়েছে।

আগাম ভোট চলছে

গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোয় শেষ মুহূর্তের প্রচার জোরদার করছেন কমলা-ট্রাম্প। ইতিমধ্যে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোট শুরু হয়েছে।

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকশন ল্যাবের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গত শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লাখ আগাম ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই সাতটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের ভোট। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়েছে জর্জিয়া।

ভারতে 'র' কর্মকর্তা বিকাশের নামে আরও অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্রে পান্নুন হত্যাচেষ্টা

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

বিকাশ যাদব

পাঞ্জাবের খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত সাবেক ভারতীয় কর্মকর্তা বিকাশ যাদব ১০ মাস আগে দেশেও অন্য এক অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* গতকাল শনিবার এ খবর দিয়েছে। সেই খবর অনুযায়ী, বিকাশ যাদবকে দিল্লি পুলিশ এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। দিল্লির রোহিনী অঞ্চলের এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চে বিকাশের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করেছিল। গত এপ্রিলে বিকাশ জামিনে মুক্তি পান।

পান্নুনকে হত্যার চেষ্টায় এক ভারতীয় নাগরিক জড়িত বলে যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই অভিযোগ করে আসছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম তারা অনেক দিন প্রকাশ করেনি। তাদের দাবি, ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (র) কর্মকর্তা ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার প্রথমবার তারা সেই কর্তার নাম প্রকাশ করে। সেই প্রথম বিকাশ যাদবের (৩৯) নাম জানাজানি হয়।

ভারত সরকারিভাবে বিকাশের নাম না নিলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তি এখন আর সরকারি কর্মকর্তা নন।

ওয়াশিংটন পোস্ট যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্তাদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিকাশ এখন ভারতে আছেন। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের দাবি জানানো হতে পারে।

রোমাঞ্চিত টম

স্পাইডার-ম্যান ৪-এর চিত্রনাট্য নিয়ে রোমাঞ্চিত টম হল্যান্ড। এ ছবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে জেনডায়াকে। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

তুফান-এর দৃশ্য। ছবি : প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে

পাকিস্তানে 'তুফান'

চলতি বছরের আলোচিত সিনেমা *তুফান* এবার মুক্তি পাচ্ছে পাকিস্তানে। সিনেমার প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল জানান, উর্দুতে ডাব করে আগামী ১ নভেম্বর দেশটির প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি। *তুফান*-এ শাকিব খানকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা গেছে। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন ভারতের মিমি চক্রবর্তী ও বাংলাদেশের নাবিলা। ডিজিটাল পার্টনার চরকি এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে আছে এসভিএফ। বর্তমানে সিনেমাটি চরকি ও হইচইতে দেখা যাচ্ছে। **বিনোদন ডেস্ক**

নতুন ছবিতে

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নিয়ে সিনেমা প্রযোজনা করবেন করণ জোহর। নাম ঠিক না হওয়া এ সিনেমায় দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, আর মাধবন ও অনন্যা পান্ডেকে। এটি পরিচালনা করবেন করণ সিং ত্যাগী। রঘু পালট ও পুষ্পা পালটের লেখা বই *দ্য কেস দ্যাট শুক দ্য এম্পায়ার* অবলম্বনে নির্মিতব্য সিনেমাটি ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ মুক্তি পাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

অনন্যা পান্ডে। ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

গান যখন থেরাপি

অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের গায়িকা হিসেবেও সুনাম আছে। গত শুক্রবার রাতে নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুকে পোস্ট করেছেন নতুন গান। এদিন তিনি কাভার করেন ব্রিটিশ গায়ক ল্যাবরিন্থের 'জেলাস' গানটি। গানের সঙ্গে তিনি লিখেছেন নিজের অনুভূতিও। এই অভিনেত্রী জানান, গান তাঁর জন্য থেরাপির মতো কাজ করে। যখনই মন খারাপ থাকে, গানে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। **বিনোদন ডেস্ক**

তাসনিয়া ফারিণ। ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

জোলি হাজির

পাবলো লরেইনের *মারিয়া* সিনেমায় প্রখ্যাত অপেরা গায়িকা মারিয়া ক্যালাসের চরিত্রে দেখা যাবে অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে। গত শুক্রবার বিএফআই লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে সিনেমাটি। বিশেষ করে মারিয়া চরিত্রে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির তারিফ করেছেন দর্শক-সমালোচকেরা। আগামী ২৭ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি, ১১ ডিসেম্বর থেকে দেখা যাবে নেটফ্লিক্সে। **বিনোদন**

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। ছবি : এএফপি

আলাপন

দেখতে বাঙালি মনে হয়, শুনলেই বেশি খুশি হব

গত শুক্রবার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পেয়েছে নতুন ওয়েব কনটেন্ট *সেকশন ৩০২*। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন **প্রান্তর দস্তিদার**। এটি ছাড়াও চলতি বছর বেশ কয়েকটি আলোচিত কাজে দেখা গেছে এই তরুণ অভিনেতাকে। ক্যারিয়ার ও নানা প্রসঙ্গে গত সোমবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে 'বিনোদন'।

প্রান্তর দস্তিদার। ছবি : শিল্পীর সৌজন্যে

পূজা কেমন কাটল?

মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেছি, সবাই মিলে সিনেমা দেখেছি, বাইরে খেতে গেছি; সব মিলিয়ে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কেটেছে। আমি চট্টগ্রামের ছেলে, এবার বাড়ি যেতে পারিনি, এ-ই যা আফসোস।

পূজায় তো আরেকটা আনন্দের উপলক্ষ ছিল, আপনার স্ত্রীর (নিদ্রা দে নেহা) প্রথম সিনেমা 'শরতের জবা' মুক্তি পেয়েছে...

পরিবারের সবাই এতে খুব খুশি। গান, অভিনয় মিলিয়ে সিনেমাটি ভালো লেগেছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে ক্লাইমেক্স।

আপনাকে বড় পর্দায় কবে দেখা যাবে?

আমার কাছে অভিনয়টাই আনন্দের, পর্দা নিয়ে আলাদা করে ভাবিনি। তবে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন নির্মাতার কাজের প্রস্তাব আছে, এগুলোর মধ্যে কয়েকটি চিত্রনাট্য নিয়ে রোমাঞ্চিত। আশা করি, বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। সব সময়ই চেয়েছি মনের মতো চিত্রনাট্য, চরিত্র দিয়ে সিনেমা শুরু করতে। আমি সৌভাগ্যবান, এ ধরনের কয়েকটি চিত্রনাট্য হাতে আছে।

আপনার আর নিদ্রার জুটি শুরু হয়েছিল 'আন্তঃনগর' দিয়ে, এরপর বাস্তব জীবনেও জুটি। পর্দায় দুজনকে আবার কবে দেখা যাবে?

তৌহিদ আশরাফের *শখের নারী*তে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। এটা সম্ভবত চলতি মাসেই আসবে। আমাদের অভিনীত দুটি চরিত্রই বেশ অন্য রকম। তবে নিদ্রার সঙ্গে বড় কোনো কাজ—সিরিজ বা সিনেমা করতে চাই।

চলতি বছরই অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। এর মধ্যে কোন কাজ বা চরিত্র আপনার প্রিয়?

আমার অনেকগুলো কাজ এখনো মুক্তি পায়নি, যেগুলো নিয়ে আমি খুব রোমাঞ্চিত। এখন পর্যন্ত করা প্রিয় কাজের কথা বলা মুশকিল। কারণ, মুক্তি পাওয়া কাজের কোনোটিই আমার প্রিয় চরিত্র বলা যায় না। পরিশ্রম করছি, ফলও পাচ্ছি; কিন্তু নিজের কোনো কাজ নিয়ে শতভাগ সন্তুষ্ট নই। আশা করি, দ্রুতই নিজের প্রিয় চরিত্র খুঁজে পাব। তবে শঙ্খ দাশগুপ্তর সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপনচিত্র করেছিলাম, যেখানে আমাকে আধুনিক দরজির চরিত্রে দেখা যায়। যে কথা বলে না, এক্সপ্রেশন দিয়ে সব প্রকাশ করে। কাজটি করে খুব মজা পেয়েছিলাম।

সম্প্রতি দেখা দেশি বা বিদেশি কোন কোন কাজ ভালো লাগল?

তুফান ভালো লেগেছে। বিশেষ করে 'লাগে উরাধুরা' গানটি দেখে প্রচণ্ড ভালো লেগেছে। তিনি (শাকিব খান) যেভাবে পর্দায় নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, দেখলেই মনে হয়, এ-ই না হলে হিরো! এ ছাড়া নেটফ্লিক্সে *সেক্টর ৩৬* দেখলাম, বিক্রান্ত ম্যাসির পারফরম্যান্সটা জাস্ট অন্য রকম। তাঁর চরিত্র, পুরো সিনেমাই এত নিখুঁত, জাদুকরি যে বলে বোঝাতে পারব না।

আপনি তো প্রশিক্ষিত অভিনেতা নন। অভিনয়দক্ষতা বাড়াতে কী করেন?

আন্তঃনগর দিয়ে যখন শুরু করি, তখন এটা নিয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে, ক্যামেরার সামনে যত কাজ করব, তত শিখব। তবে উন্নতির জন্য বেশি নির্ভর করি পর্যবেক্ষণের ওপর। কোনো চরিত্র পেলে সেটা নিয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি—চরিত্রটি এভাবে কেন কথা বলে, কেন এভাবে হাঁটে? নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। নিজের পর্যবেক্ষণ দিয়ে সেটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করি, এরপর অনুশীলনের মাধ্যমে সেটা পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার ছবির নিচে অনেকেই 'দক্ষিণি নায়ক' বলে মন্তব্য করেন। এটা উপভোগ করেন, নাকি বিব্রত লাগে?

যাঁরা বলেন, ভালোবাসা থেকেই বলেন। তবে মনেপ্রাণে বাঙালি হওয়াটাই আমার পছন্দের। কেউ যদি বলেন, আপনাকে দেখতে বাঙালি মনে হয়, তাহলেই বেশি খুশি হব।

নতুন শিল্পী হিসেবে বিনোদন অঙ্গন, বিশেষ করে ছোট পর্দায় কী কী উন্নতির প্রয়োজন মনে করেন?

একই রকম কাজ চাই না, নানা বিষয়ে বৈচিত্র্যময় কাজ হোক। কিছু কিছু কাজে সামাজিক বার্তা থাকুক। ছোট পর্দা কিন্তু দর্শকের সবচেয়ে কাছের, তাই এই মাধ্যমের কনটেন্ট মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।

আপনার ঘরেই যেহেতু অভিনয়ের মানুষ আছে, দুজন নিজেদের কাজ নিয়ে পরামর্শ করেন?

অবশ্যই। নিদ্রা আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক। একটা কাজে সব ভালো করে দু-একটা বিষয় খারাপ হলেও সে এটা নিয়ে কথা বলে। আমিও এটা করি, আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া আছে। পেশাদার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দুজনই দুজনকে বিশ্বাস করি। দুজন একসঙ্গে প্রচুর সিনেমা দেখি; গল্প, অভিনয়, চিত্রনাট্য—সব দিক নিয়ে কথা বলি। পরিকল্পনা করি, কোনো দিন হয়তো আমরা নিজেরাও বানাব। এই প্রক্রিয়া আমাদের দুজনকেই কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

'সেকশন ৩০২' মুক্তি পেল। কাজটা নিয়ে বলুন...

এটা মার্ডার মিস্ট্রি ধরনের কাজ। এখানে 'মনির' নামের এক শিক্ষিত তরুণের চরিত্র করেছি; যে চাকরি পাচ্ছে না, বাধ্য হয়ে ডেলিভারি বয়ের চাকরি করে। হঠাৎই সে জড়িয়ে পড়ে এক উটকো ঝামেলায়। ধীরে ধীরে গল্পে আসে আরও নতুন নতুন চরিত্র। শেষ পর্যন্ত কী হয় ছেলেটির জীবনে—এমন গল্প দর্শককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।

সাক্ষাৎকার : **লতিফুল হক**, *ঢাকা*

থামল সার্কাস পুলিশ

ব্যান্ড সংগীত

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সময়টা ২০০৮, দুই বন্ধুর হাত ধরে সার্কাস পুলিশ ব্যান্ডের শুরু। এরপর টানা ১৬ বছর পারফর্ম করার পর বন্ধ হয়ে গেল ব্যান্ডটির কার্যক্রম। ব্যান্ডের বেশির ভাগ সদস্য বিদেশে পাড়ি জমানোর কারণে এখানেই থামতে হচ্ছে তাঁদের। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শেষবারের মতো 'লাস্ট কল' কনসার্টে লাইভ পারফর্ম করে ব্যান্ডটি। রাজধানীর গুলশানের '১৩৮ ইস্ট' রেস্তোরাঁয় কনসার্টের আয়োজন করেছিল বাজ গ্লোবাল। এ সময় আরও পারফর্ম করে 'ইন্ডালো', 'হ্যালো', 'মডার্নোটাকু' ও 'দ্য হেড অফিস'।

২০১০ সালে প্রকাশ পায় ব্যান্ডটির প্রথম গান 'পর্যবেক্ষক', সিডি চয়েসের ব্যানারে *আসর* মিক্সড অ্যালবামে গানটি মুক্তি পায়। পরের বছর প্রকাশ পায় ব্যান্ডটির দ্বিতীয় গান 'অনুসরণ'। ২০১৪ সালে মুক্তি পায় তৃতীয় গান 'মোহিনী রমণী'। এ ছাড়া ব্যান্ডটির আরও গানের তালিকায় রয়েছে 'রাত্রি প্রহরী', 'ভারসাম্য', 'আনহোলি টেলস অব আদম অ্যান্ড লিলিথ'।

ব্যান্ডটির ড্রামার জুলিয়াদ কাজী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এটাই ছিল আমাদের শেষ লাইভ পারফরম্যান্স। আসলে ব্যান্ডের সদস্যরা দেশের বাইরে থাকায় একসঙ্গে হয়ে উঠছে না। তাই আমরা এখানেই পথচলা থামাতে চাই।'

ভক্তদের উদ্দেশে জুলিয়াদ আরও বলেন, 'এত দিন ধরে পাশে থাকার জন্য আমাদের সব শ্রোতা, বন্ধু ও পরিবারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের ক্রমাগত সমর্থন আমাদের সংগীতজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, আমরা আপ্লুত।'

তবে একসঙ্গে আর লাইভ পরফরম্যান্স না করলেও ভবিষ্যতে সুযোগ হলে নতুন গান আনতে পারে ব্যান্ডটি। এ নিয়ে ব্যান্ডটির ড্রামার বলেন, 'নতুন গান তৈরির চেষ্টা আমাদের সব সময়ই থাকবে। ভবিষ্যতে অ্যালবামের আর কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে না পারলেও কয়েকটি নতুন গান প্রকাশ করার আশা রাখছি।'

ব্যান্ডের লাইনআপ

জুলিয়াদ কাজী (ড্রামার)
ইফাজ খান (বেজ)
জাকি আদনান (ভোকাল)
তানজিব চৌধুরী (গিটার)

সার্কাস পুলিশের সদস্যরা। ছবি : ব্যান্ডের সৌজন্যে

মঞ্চনাটকের নতুন সংগঠন

মঞ্চ নাট্যশিল্পীদের নতুন সংগঠন থিয়েটার আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ঢাকার ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন আজাদ আবুল কালাম। গতকাল, সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে। ছবি : আশরাফুল আলম

“ কোথায় জন্মগ্রহণ করব, তা আমরা ঠিক করি না। মা-বাবা সিদ্ধান্ত নেন আর আমরা পৃথিবীতে আসি।

পেপ গার্দিওলা
জার্মান টমাস টুখেলকে ইংল্যান্ডের কোচ করায় **সৃষ্ট বিত**র্কে যোগ দিলেন ম্যান সিটির কোচ

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অনুশীলনে অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের সঙ্গে নীলুফার ইয়াসমিন। গতকাল কাঠমান্ডুতে। ছবি : বাফুফে

সাবিনাদের প্রথম বাধা পাকিস্তান

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ সাফ শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ। কাঠমান্ডুতে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায়।

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

কাঠমান্ডুতে সন্ধ্যার দিকে তাপমাত্রা নেমে আসে ২০ ডিগ্রির আশপাশে। কিছুটা ঠান্ডা আর কনকনে বাতাস শরীরে ঝাপটা মারে। সাবিনা খাতুনদের তা অবশ্য দমাতে পারছে না। কাল বিকেলে কাঠমান্ডুর গা ঘেঁষেই ললিতপুরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল মাঠে টানা ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন চলল। যেটিতে মূলত ম্যাচ পরিস্থিতির ওপরই বেশি জোর দিলেন কোচ পিটার বাটলার। ফ্রি-কিক, কর্নার থেকে ফরোয়ার্ডদের গোল করার প্রাণান্তকর চেষ্টা, ডিফেন্ডারদের গোল রক্ষার প্রতিজ্ঞা। গোলকিপার রুপনা চাকমা শেষ দিকে খানিকটা ব্যথা পেলেন। যদিও সেটি গুরুতর কিছু নয়।

কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় সাফ শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে বাংলাদেশের প্রথম বাধা পাকিস্তান। যে পাকিস্তান ১৭ অক্টোবর সপ্তম সাফ নারী ফুটবলের উদ্বোধনী দিনে টুর্নামেন্টের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের কাছে ৫-২ গোলে হারলেও প্রশংসা পাচ্ছে সবার। বাংলাদেশ দল তাই বাড়তি সতর্ক। অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের কথায় যেটি আরও স্পষ্ট, 'ভারত ও পাকিস্তান দলের ম্যাচ যদি দেখে থাকেন, তাহলে পাকিস্তান গতবারের চেয়ে অনেক অনেক ভালো। ভারতের সঙ্গেও তারা চেষ্টা করেছে সমানতালে খেলার। আমাদের জন্যও তাই এটি বড় চ্যালেঞ্জ।'

এই চ্যালেঞ্জটা পার হলেই শেষ চার। তিন দলের গ্রুপে এই একটা সুবিধা, একটা ম্যাচ জিতলেই সেমিতে ওঠার সুযোগ। সাবিনারা তা মনে রেখেই খেলবেন। আজ বাংলাদেশ জিতলে ২৩ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা গ্রুপ-সেরা নির্ধারণী হয়ে দাঁড়াবে। সেমিতে সম্ভাব্য নেপালকে এড়াতে গ্রুপ-সেরা হতে মরিয়া বাংলাদেশ আজ পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারাতে চাইছে। কোচ পিটার বাটলারের পরিকল্পনায় যা-ই থাকুক, মুখে অবশ্য তা স্বীকার করলেন না, 'কোনো কোচই আগে ব্যবধান নিয়ে বলতে পারবে না। ব্যবধান ১-০ আর ৫-০ কোনো বিষয় নয়। আসল হলো জয়। আমি আশাবাদী জয় দিয়েই শুরু করব।'

কিন্তু সমস্যাটা হলো, বাংলাদেশের সাফ চ্যাম্পিয়ন দলটা আগেই ভেঙে গেছে। কোচ গোলাম রব্বানী বাফুফের চাকরি ছেড়েছেন। দলে নেই সাফজয়ী ৯ জন। গোলকিপার ইতি রানী, সাথী বিশ্বাস, রক্ষণে আঁখি খাতুন, আনাই মুগনি, মাঝমাঠে সোহাগি কিসকু, ফরোয়ার্ডে মার্জিয়া আক্তার, সাজেদা খাতুন, সিরাত জাহান ও আনুচিংরা বিদায় নিয়েছেন। সাফের দলে নতুন এসেছেন গোলকিপার মিলি আক্তার ও ইয়ারজান। রক্ষণে কোয়াতি কিসকু, আফঈদা খন্দকার। মাঝমাঠে মুনকি আক্তার ও আইরিন আক্তার। আক্রমণে শাহেদা আক্তার ও জাপানে বেড়ে ওঠা মাতসুমিয়া সুমাইয়া, সাগরিকা।

গত সাফের সেরা গোলকিপার রুপনা চাকমার সঙ্গে সেন্ট্রাল ব্যাকে মাসুরা পারভীন, লেফট ব্যাক নিলুফার ইয়াসমিন, শামসুন্নাহার সিনিয়র। রাইট ব্যাকে শিউলি আজিম। মাঝমাঠে স্বপ্না রানী, মনিকা চাকমা। ফরোয়ার্ডে সানজিদা, রিতু পর্না, শামসুন্নাহার জুনিয়র, তহুরা খাতুন ও কৃষ্ণা রানী। কোচ ছয়জন মিডফিল্ডার নিয়ে এলেও দলে প্রথাগত রাইট ব্যাক শুধু শিউলি আজিম। শিউলি চোট পেলে রাইট ব্যাকে সমস্যা হতে পারে।

ওদিকে আঁখির বিকল্প মেলেনি। নিজের প্রথম সাফ খেলতে আসা আফঈদা খন্দকারের ওপর দায়িত্বটা বেশি। আফঈদা সেটি পালনের প্রতিশ্রুতিও দিলেন অনুশীলন শেষে, 'আঁখি আপু যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, আমিও চেষ্টা করব ওভাবে পালন করার বা তার থেকে ভালো কিছু করার।'

পাকিস্তানের এই দলের ছয়জন দেশের বাইরে থাকেন। ফরোয়ার্ড ইসরা মনজুর খান, অধিনায়ক-মিডফিল্ডার মারিয়া খান ও ডিফেন্ডার কাইলা সিদ্দিকীর বাস যুক্তরাষ্ট্রে। মিডফিল্ডার সানা মেহেদি, ফরোয়ার্ড জামিনা মালিক ও নাদিয়া খানের বেড়ে ওঠা যুক্তরাজ্যে। নাদিয়া গত সাফে মালদ্বীপের বিপক্ষে চার গোল করেছিলেন। বাংলাদেশের সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী এই নাদিয়াকেই ভয়ের কারণ মনে করছেন।

অতীত মনে রাখলে অবশ্য দল হিসেবে পাকিস্তানকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ২০২২ সাফে গ্রুপ পর্বে সাবিনার হ্যাটট্রিকে বাংলাদেশের কাছে ৬-০ গোলে উড়ে যায় পাকিস্তান। ২০১০ এসএ গেমসে ঢাকায় পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে ফারহানা আক্তারের একমাত্র গোলে জেতে বাংলাদেশ। জাতীয় দল পর্যায়ে দুই দেশের দুই লড়াইয়েই জয় বাংলাদেশের। আজ বাংলাদেশ না জিতলে সেটি হবে অঘটনই। কিন্তু কাল দুপুরে শহরের কালিমাটি এলাকায় টিম হোটেল সল্টলি চত্বরে গাছের ছায়ার বাংলাদেশের মেয়েরা যখন নিজেদের মধ্যে আড্ডায় মশগুল, শিউলি আজিম সেখানেই এই প্রতিবেদককে বলছিলেন, 'এবার কিন্তু সাফটা কঠিন হবে। কারণ, সব দলই এখন শক্তিশালী।'

ক্রিকেটের আশ্রয় চান সিমন্স

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চন্ডিকা হাথুরুসিংহে 'কেন বরখাস্ত হবেন না' কারণ দর্শানোর আগেই বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নিতে ঢাকায় পা পড়েছিল ফিল সিমন্সের। সেই সিমন্স, যিনি এর আগে দুবার বাংলাদেশ দলের কোচ হতে চেয়ে আবেদন করে শর্ট লিস্টে জায়গা করে নিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি পাননি। রাতারাতি একটা দলের সব বদলে যাওয়ার এমন উদাহরণ খুব কমই খুঁজে পাবেন।

স্বাভাবিকভাবেই সিমন্সকে নিয়ে সাংবাদিকদের মনে ছিল অনেক কৌতূহল, অনেক জিজ্ঞাসা। গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলন কক্ষে মিনিট দশেকের সংবাদ সম্মেলনে সেই কৌতূহল মেটালেন সিমন্স। নতুন কোচ মানেই নতুন স্বপ্ন। চুক্তি মাত্র পাঁচ মাসের হলেও বাংলাদেশ ক্রিকেটের অস্থির সময়টাকে পেছনে ফেলে সিমন্সও স্বপ্ন দেখালেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

হাথুরুসিংহে-সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে রীতিমতো অস্থিরতা। দুদিন পরই (সোমবার) টেস্ট শুরু হয়ে যাওয়াটা তাই হয়তো স্বস্তিই দিচ্ছে সিমন্সকে, নইলে কেন বলবেন, 'ভালো দিক হচ্ছে, আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। দলের সঙ্গে আমার গত দুই দিনের অভিজ্ঞতা দারুণ। আমরা ক্রিকেটের বাইরে অন্য যা কিছু আছে, তা ভুলে দিয়ে সোমবারে মনোযোগ দিতে চাই।' মাঠের বাইরের বিতর্ক সরিয়ে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের স্বপ্নও দেখালেন। যদিও বাংলাদেশ ক্রিকেটের বাস্তবতায় সেটি অতি কল্পনাই। সিমন্স দেখছেন কাগজে-কলমের হিসাব, 'আমরা সামনের কয়েকটা টেস্ট জিততে পারলে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা জাগবে।'

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের নতুন কোচ ফিল সিমন্স। ছবি : প্রথম আলো

সিমন্স অবশ্য এমন বলতেই পারেন। বিশ্ব জয়ের অভিজ্ঞতা তো তাঁর আছেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ হিসেবে ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। অস্থির সময়ও তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ থাকার সময় যেমন তা দেখেছেন, দেখেছেন জিম্বাবুয়ের কোচ হিসেবেও। আন্তর্জাতিক কোনো দলের কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি দিন ছিলেন আয়ারল্যান্ডে। নিজের সব অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চান বাংলাদেশে, 'আফগানিস্তান আমাকে ভাষা জটিলতার চ্যালেঞ্জ সামলে কাজ করা শিখিয়েছে। আয়ারল্যান্ডে কাজ করে বুঝেছি, কীভাবে তরুণদের গড়ে তুলতে হয়। সব কিছুই এখানে কাজে দেবে।'

তা দুই দফা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়া সিমন্স এবার কেন বাংলাদেশে আসতে রাজি হলেন? উত্তরে তারুণ্যনির্ভর বাংলাদেশের কথাটাই আলাদা করে বললেন, 'আমি আগ্রহী হয়েছি তরুণ খেলোয়াড়ের সামর্থ্য দেখে। ওরা পাকিস্তানে নিজেদের দারুণভাবে প্রমাণ করেছে। প্রথমত, আমি তরুণদের গড়ে তুলতে চাই। পাশাপাশি এখানে টেস্ট ও ওয়ানডে সংস্করণে কাজ করার সুযোগও আছে। সব মিলিয়ে আমার এখানে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল না।' সিমন্স প্রস্তাবটাই বা কখন পেলেন? প্রশ্নটা শুনতেই চওড়া হাসি দিয়ে সিমন্স ছোট্ট করে বললেন, 'আজ কয় তারিখ? দেড় সপ্তাহ আগে...।'

হুট করেই বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পাওয়া সিমন্সের পথটা যে সহজ হবে না, তা বাংলাদেশ দলের কোচদের আসা-যাওয়ার রেকর্ড ঘাঁটলেই টের পাওয়া যায়। ২০১৭ সালে হাথুরুসিংহে চলে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত পাঁচবার প্রধান কোচের পদে বদল এসেছে। এই অনিশ্চয়তাকে সিমন্স কীভাবে দেখেন? নিজের অভিজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল তাঁর উত্তরে, 'সব আন্তর্জাতিক কোচের চাকরিই চাপের। বাংলাদেশে এক রকম, পাকিস্তানে অন্য রকম। আমার জন্য ক্রিকেটারদের উপভোগের মঞ্চ গড়ে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জেতাটাও।'

প্রথমটির হাত ধরেই হয়তো দ্বিতীয়টি আসে। দিন শেষে সিমন্সের মূল্যায়নও হবে জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যানেই!

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

এবারের ফাইনালটা অন্য রকম

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে ছবির জন্য পোজ দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা ভলভার্ট ও নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন। গতকাল দুবাইয়ে। ছবি : আইসিসি

খেলা ডেস্ক

ফাইনালটা যখন মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ কারা এই প্রশ্নটাই হতো। হবেই-বা না কেন, ২০১০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত টানা সাতটি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের ফাইনাল খেলাই যে নিয়ম ছিল!

নিয়মটা ভঙ্গ হয়েছে এবার। সর্বশেষ ফাইনালে যাদের হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া, সেই দক্ষিণ আফ্রিকা এবার সেমিফাইনালেই বিদায় জানিয়েছে হিলি-পেরিদের। তাতে ফিরে এসেছে ২০০৯ সালের মেয়েদের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্মৃতিও। সেই বিশ্বকাপের পর এবারই প্রথম মেয়েদের ২০ ওভারের বিশ্বকাপের ফাইনালে নেই অস্ট্রেলিয়া।

ব্যতিক্রমী সেই ফাইনালটা আজ অনুষ্ঠিত হবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় যে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরশু দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতেই নিশ্চিত হয়ে গেছে এবার নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পাওয়া অন্য দুটি দল ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এ বছর ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ফাইনালে ভারতের কাছে হেরে রানার্সআপ ট্রফি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়ে এইডেন মার্করামদের। আজ দুবাইয়ে লরা ভলভার্টরা ছেলেদের দলের সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারবেন কি না, কে জানে। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডের চেয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা পিছিয়ে আছে মুখোমুখি লড়াইয়ের হিসেবেও। ১৬ বার দেখায় ১১ বারই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। তবে এই সংস্করণে দুই দলের সর্বশেষ ম্যাচটি থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। এক বছর আগে বেনোনিতে সেই ম্যাচটি জিতেছিল প্রোটিয়া নারীরা।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের নিরিখে অবশ্য পাশাপাশিই রাখতে হবে দুই দলকে। যার যার গ্রুপে রানার্সআপ হয়ে শেষ চারে উঠেছে দুই দল। সেমিফাইনাল পর্যন্ত দুই দলই পাঁচ ম্যাচ খেলে জিতেছে চারটিতে। দুই দলই হেরেছে গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ, এরপর জিতেছে টানা চার ম্যাচ।

দুই দলের সমান্তরাল পথচলা থামবে আজ। ম্যাচ শেষে বিশ্বজয়ের উল্লাসে মাতবে একদল।

বৃষ্টি আর তানজিদের সেঞ্চুরিতে শুরু

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জাতীয় ক্রিকেট লিগের নতুন মৌসুমের প্রথম বল। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কাল খুলনার পেসার আল আমিন হোসেনের করা বলটি অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। রাজশাহীর ওপেনার তানজিদ হাসান বলটিকে স্লিপ ও গালির মধ্য দিয়ে গলাতে চেয়ে ক্যাচ তুললেন তৃতীয় স্লিপে। মেহেদী হাসান ফেলে দিলেন সহজ ক্যাচটি। ম্যাচের প্রথম বলেই জীবন পাওয়া তানজিদ ফিরলেন ১৩২ বল পর, ১৪১ রান করে। প্রথম দিনটা তানজিদের দল শেষ করেছে ৪ উইকেটে ৩৮৫ রান তুলে। ফরহাদ হোসেন ৯১ রানে ও শাখির হোসেন ৬১ রানে অপরাজিত থেকে শেষ করেছেন দিন।

বাজে আবহাওয়ার প্রভাবে আউটফিল্ড ভেজা থাকায় পাশের একাডেমি গ্রাউন্ডে দেরিতে শুরু হওয়া ঢাকা মহানগর ও বরিশাল বিভাগ ম্যাচে খেলা হয়েছে ৪৪ ওভার। মহানগর দিন শেষে করেছে ১ উইকেটে ১০২ রান তোলে। বৃষ্টির কারণে বগুড়ায় রংপুর-চট্টগ্রাম ও খুলনায় সিলেট-ঢাকা বিভাগ ম্যাচে একটি বলও হয়নি। তানজিদ পেয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চতুর্থ সেঞ্চুরি। ১৯টি চার ও ৪টি ছক্কা মারা তানজিদ আরেকটি বাউন্ডারি পেলেই এই সংস্করণে নিজের সর্বোচ্চ ইনিংসটা ছুঁয়ে ফেলতেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

রাজশাহী-খুলনা, সিলেট
রাজশাহী ১ম ইনিংস: ৯০ ওভারে ৩৮৫/৪ (তানজিদ ১৪১, ফরহাদ ৯১*; মেহেদী ২/১০৭)।
ঢাকা মহানগর-বরিশাল, সিলেট একাডেমি
মহানগর ১ম ইনিংস: ৪৪ ওভারে ১০২/১ (আনিসুল ৩৬; রুয়েল ১/২৯)।

ছোট পর্দায় আজ

বেঙ্গালুরু টেস্ট-৫ম দিন *টি স্পোর্টস, স্পোর্টস ১৮-১*

ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ৯-৪৫ মি.

জাতীয় ক্রিকেট লিগ *ইউটিউব/বিসিবি*

ঢাকা মহানগর-বরিশাল	সকাল ১০টা
রাজশাহী-খুলনা	সকাল ১০টা
রংপুর-চট্টগ্রাম	সকাল ১০টা
সিলেট-ঢাকা বিভাগ	সকাল ১০টা

১ম ওয়ানডে *সনি স্পোর্টস ৫*

শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	বেলা ৩টা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

উলভারহ্যাম্পটন-ম্যান সিটি	সন্ধ্যা ৭টা
লিভারপুল-চেলসি	রাত ৯-৩০ মি.

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ : ফাইনাল *নাগরিক ও টফি*

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা	রাত ৮টা

সরফরাজ খানের এই আনন্দ প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির। বড় সেঞ্চুরিই করেছেন সরফরাজ, তবে তাঁর ১৫০ রানের ইনিংসের পরও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে স্বস্তিতে নেই ভারত। আজ শেষ দিনে জয়ের জন্য মাত্র ১০৭ রানই লাগে নিউজিল্যান্ডের। ছবি : এএফপি

তারপরও ভারতের আক্ষেপ

বেঙ্গালুরু টেস্ট

খেলা ডেস্ক

ভারতে এর আগে ৩৭টি টেস্ট খেলে নিউজিল্যান্ড জিতেছে মাত্র দুটিতে। সর্বশেষটি ৩৬ বছর আগে, সেই ১৯৮৮ সালে। শ্রীলঙ্কায় দুই টেস্টেই হেরে আসায় এবার তৃতীয় জয়ের আশা নিউজিল্যান্ডও কি করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর নিউজিল্যান্ডই ভালো দিতে পারবে। তবে তৃতীয় জয়ের সম্ভাবনা এখন যথেষ্টই উজ্জ্বল। খেলাটা অনিশ্চয়তাময় ক্রিকেট, তার ওপর আজ শেষ দিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস, নইলে সম্ভাবনার বদলে নিউজিল্যান্ডকে আগাম জয়ী ঘোষণা করা যেত। কারণ, সে জন্য নিউজিল্যান্ডকে করতে হবে মাত্র ১০৭ রান।

দুই দলের প্রথম ইনিংসের পার্থক্য ৩৫৬ রান, এটা মনে রাখলে এই লক্ষ্যও অনেক। যদিও নিউজিল্যান্ডের সামনে এর চেয়ে আরও অনেক বড় লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়ার সুযোগ হারানো নিয়ে ভারত অবশ্যই আক্ষেপ করবে। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া দলটির দ্বিতীয় ইনিংসে যে পুরো অন্য রূপ। সরফরাজ খান ও ঋষভ পন্তের চতুর্থ উইকেট জুটির সময় তো মনে হচ্ছিল, ইতিহাস একটা হয়েই যাচ্ছে। প্রথম ইনিংসে ২৯১ রানের চেয়ে বেশি পিছিয়ে থেকে কোনো দল এখনো টেস্ট জেতেনি। প্রথম ইনিংসে ৫০ রানের কমে অলআউট হয়েও জিতেছে মাত্র একবার (সেটি সেই ১৮৮৭ সালে)। স্কোরবোর্ডে যখন ৩ উইকেটে ৪০৮, হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ভারত এগিয়ে ৫২ রানে—দুটিই তখন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

সরফরাজ-পন্ত শুধু রানই করছেন না, রীতিমতো ঝড় তুলেছেন। নিউজিল্যান্ড তখন অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে দ্বিতীয় নতুন বলের। সেটিই বদলে দিল টেস্টের চেহারা। প্রথমে সরফরাজকে তুলে নিলেন টিম সাউদি। প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটিকে ১৫০ রানে রূপ দিয়ে আউট হয়েছেন সরফরাজ। ১৮টি চার ও ৩টি ছয়ে সাজানো যে ইনিংসে সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল দারুণ সব লেট কাট। পন্ত সেঞ্চুরি পেতে পেতে পেলেন না। ৩৬ টেস্টের ক্যারিয়ারে এর আগে ছয়বার নব্বইয়ের ঘরে আউট হয়েছিলেন। তবে ৯৯ রানে আউট হলেন এই প্রথম। ১০৫ বলে ওই ৯৯—৯টি চার ও ৫টি ছয়ে সেই চেনা পন্ত।

এরপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ভারতের বাকি ইনিংস। ২৯ রানেই নেই শেষ ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ৪৬ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০২ করলে যেকোনো দলেরই খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু ভারত কীভাবে খুশি হয়! ঘুরে দাঁড়ানোর এমন দারুণ গল্প লেখার পরও শেষের ওই ধসে যে নিউজিল্যান্ডকে বড় লক্ষ্য দেওয়া গেল না। প্রথমে আলোর স্বল্পতা ও পরে তুমুল বৃষ্টির কারণে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলা হয়েছে মাত্র চার বল। তাতে কোনো রান হয়নি, পড়েনি কোনো উইকেটও, শুধু ভারত একটি রিভিউ হারিয়েছে।

আজ শেষ দিনেও নিউজিল্যান্ডের সামনে তাই ওই ১০৭ রানের লক্ষ্যই, যা করার পথে ভারতীয় বোলারদের চেয়েও বড় বাধা হয়তো বৃষ্টি।

৪১৬
ভারতের দুই ইনিংসের রানের পার্থক্য। প্রথম ইনিংসে এক শর নিচে অলআউট হওয়া কোনো দলের জন্য যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চও ভারতের, ১৯৯৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই মোহালিতে দ্বিতীয় ইনিংসে (৫০৫/৩) প্রথম ইনিংসের (৮৩) চেয়ে ৪২২ রান বেশি করেছিল।

৪
ভারতের চার ব্যাটসম্যান দ্বিতীয় ইনিংসে দলের প্রথম ইনিংসের চেয়ে বেশি রান করেছেন—রোহিত (৫২), কোহলি (৭০), সরফরাজ (১৫০) ও পন্ত (৯৯)। মাত্র একটি দলের পাঁচ ব্যাটসম্যান যা করেছেন টেস্ট ক্রিকেটে—১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা।

১০৭
২০২৪ সালে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ছক্কার সংখ্যা। টেস্ট ক্রিকেটে কোনো দলের এক পঞ্জিকাবর্ষে ছক্কার 'সেঞ্চুরি' করার প্রথম ঘটনা এটি। এর আগের রেকর্ড ছিল ৮৯, ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা যা মেরেছিলেন ২০২২ সালে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ৪৬ ও ৪৬২ (সরফরাজ ১৫০, পন্ত ৯৯, রাহুল ১২, অশ্বিন ১৫; ও'রুর্ক ৩/৯২, হেনরি ৩/১০২, প্যাটেল ২/১০০, সাউদি ১/৫৩, ফিলিপস ১/৬৯)।
নিউজিল্যান্ড: ৪০২ ও ০.৪ ওভারে ০/০।

বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে গতকাল রাজধানীর শাহবাগ মোড় সাত ঘণ্টা অবরোধ করে রাখা হয়। এ কারণে শাহবাগ ও এর আশপাশের রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন পথচারীরা। ছবি : দীপু মালাকার আরও ছবি পৃষ্ঠা ৬

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি

শাহবাগে সাত ঘণ্টা অবরোধ, তীব্র যানজটে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

চাকরি স্থায়ী করার এক দফা দাবিতে টানা সাত ঘণ্টা রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রেখেছিলেন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগ পাওয়া অস্থায়ী কর্মচারীরা। গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাঁরা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি মানার আশ্বাস পাওয়ায় তাঁরা সড়ক ছেড়েছেন বলে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন।

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিষয়টি আউটসোর্সিং হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা হয়েছে। সব সমস্যার সমাধান করা হবে—এমন আশ্বাস পেয়েছেন।

গতকাল শনিবার ছুটির দিন হলেও দীর্ঘ সময় ধরে শাহবাগ মোড় অবরোধ থাকায় রাজধানীর একটি অংশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে শাহবাগ ও আশপাশের এলাকায় যানজটের তীব্রতা অনেক বেশি ছিল। তবে দিনভর অবরোধকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। শাহবাগ মোড়ের বিভিন্ন অংশে ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশকে অবস্থান করতে দেখা গেছে। বিকেল পাঁচটার দিকে অবরোধ সরিয়ে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

আন্দোলনকারীদের অবস্থানের ফলে দিনভর শাহবাগ থেকে মগবাজার, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট হয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় পর্যন্ত সড়কে যান চলাচল একপ্রকার স্থবির ছিল। ফার্মগেট থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ হয়ে আড়ং পর্যন্ত প্রায় একই চিত্র দেখা গেছে। মিরপুর সড়কের নিউমার্কেট থেকে শুরু হয়ে সায়েন্স ল্যাব, আসাদ গেট, কলেজ গেট হয়ে শ্যামলী পর্যন্ত তীব্র যানজট ছিল। ফার্মগেট থেকে খেজুরবাগান হয়ে মিরপুর-১০ নম্বর যাওয়ার সড়কেও যানজট ছিল। যানজটের প্রভাব মোহাম্মদপুর এলাকাতেও পড়েছে।

শাহবাগ মোড়ে অবরোধের কারণে মূলত যানজট ছিল বলে জানিয়েছেন ট্রাফিকের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) এ এফ এম তারিক হোসেন খান। তবে যানজটের তীব্রতা বাড়ার ক্ষেত্রে আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন তিনি। সেটি হচ্ছে, কারওয়ান বাজারের সোনারগাঁও হোটেল থেকে মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের যাতায়াত ছিল। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াতও ছিল। তাঁদের যাতায়াতের সময় নিরাপত্তাজনিত বিষয় থাকায় স্বাভাবিক যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। দুটি বিষয় মিলেই যানজটের তীব্রতা বেড়েছে।

দিনভর উদ্যোগ নেই, বিকেলে আলোচনা

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর, অধিদপ্তরের সব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্পে আউটসোর্সিংয়ে কর্মরতদের চাকরি স্থায়ী করার এক দফা দাবিতে গতকাল সকাল ১০টার দিকে কয়েক শ অবরোধকারী শাহবাগে অবস্থান নেন। দিনভর সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও অবস্থান করেছেন। তবে বিকেল পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকার বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো আলোচনা হয়নি। অবরোধকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে নিতেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

যদিও দুপুর ১২টার দিকে অবরোধকারী ও পুলিশের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে ব্যারিকেড দিয়ে সড়কের এক পাশে পুলিশ অবস্থান নেয়। দুপুরে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি শাহবাগ মোড়ে এসে অবরোধকারীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিকেল চারটার দিকে বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের ছয়জনের একটি প্রতিনিধিদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার উদ্দেশে রওনা দেন। পরে বিকেল পাঁচটার দিকে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন তাঁরা।

পরিযায়ী পাখি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় পরিযায়ী মেটেবুক চুটকি। ৭ অক্টোবর। উজ্জ্বল দাস

বিরল প্রজাতির ছোট পাখির সন্ধান

মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, *অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সেদিন ৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৪১৫ কোর্সের বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং বন্য প্রাণী জরিপ ক্লাস ছিল। সেই সুবাদে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী এবং বন্য প্রাণী শাখার শিক্ষক মাহবুব আলম ও ফজলে রাব্বিকে নিয়ে বেলা সাড়ে ১১টায় কার্জন হল এলাকায় একটি ফিল্ড স্টাডি করার জন্য বের হই। চারদিক থেকে ভেসে আসছিল পাখির কলরব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সামনে একটি বড় পুকুর রয়েছে। এই পুকুরপাড় থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। কিছু দূর এগোতেই চোখে পড়ল, একটি ছোট মাছরাঙা পুকুর থেকে মাছ শিকার করে ডালে বসে খাচ্ছে। পুকুরপাড়ের বাগানের একটি গাছে সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরা গাছের বাকলে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। দূর আকাশে খেলা করছিল ভুবনচিলের দল। মা দোয়েল তার বাচ্চাকে পরম স্নেহে খাবার খাওয়াচ্ছিল। তা ছাড়া আরও চোখে পড়ল জালালি কবুতর, ভাতশালিক ও গোশালিকের দল, লালপুচ্ছ বুলবুল, চড়ুই, হলদে পাখি, সবুজ টিয়া ও একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাঁচ-ডোরা কাঠবিড়ালিও।

পর্যবেক্ষক দল একটু সামনে এগোতেই সৌভাগ্যবশত কার্জন হলের দ্বিতীয় গেটের কিছুটা পূর্বে ডান দিকের নির্জন জায়গাটিতে একটি মাঝারি আকারের আমগাছের ডালে একটি ছোট্ট পাখি দেখতে পেলাম। জায়গাটি ঠিক প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের সামনের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। প্রথম দেখায় দূর থেকে মনে হচ্ছিল, এটি একটি চুটকি পাখি, ইংরেজিতে যার নাম 'ফ্লাইকেচার'। চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী উজ্জ্বল দাসকে তার নাইকন ক্যামেরা দিয়ে পাখিটির কিছু ভালো ছবি দ্রুত তোলার জন্য ক্লিক করতে বললাম। সে দেরি না করে তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা তাক করে পাখিটির খুব সুন্দর কিছু ছবি তুলে ফেলল। ছবিগুলো দেখে যেন শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে পাখিটিকে যথাযথভাবে চেনা যায়, এটিই ছিল ছবি তোলার উদ্দেশ্য। পরে বিভাগীয় গবেষণাগারে এসে ভালোভাবে ছবিগুলো দেখে বুঝতে আর বাকি রইল না যে পাখিটি Brown- breasted Flycatcher, যার বাংলা নাম মেটেবুক চুটকি। বৈজ্ঞানিক নাম *Muscicapa muttui*।

আশ্চর্যের বিষয়, বিগত চার দশকে পাখি-গবেষকদের চোখে এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে এই প্রজাতির পাখি দেখা যায়নি এবং রেকর্ড হয়নি। তাই বিগত বছরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখি বৈচিত্র্যের গবেষণাপত্রগুলোতে এই পাখির নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এটি মূলত বাংলাদেশের একটি ছোট কীটপতঙ্গভুক পরিযায়ী পাখি; আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এরা মূলত পান্থ পরিযায়ী পাখি। পরিযায়ী পাখিদের পরিযায়নের মৌসুম কেবল শুরু হয়েছে। এ সময় এসব পরিযায়ী পাখি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যায় খাবার ও আশ্রয়ের খোঁজে।

আমাদের দেশে প্রায় ১৫ বা তার বেশি ধরনের ফ্লাইকেচার বা চুটকি পাখি দেখা যায়। ১৫টি প্রজাতির মধ্যে ৮টি পরিযায়ী। মেটেবুক চুটকি পাখিটির সঙ্গে খয়রা চুটকি, কালাপাশ চুটকি এবং লালবুক চুটকি পাখির অনেকটাই মিল রয়েছে। তবে ছবি দেখে পাখিটিকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আকারে চড়ুই পাখির মতো বা তার চেয়ে কিছুটা বড়—১২ থেকে ১৪ সেন্টিমিটার; দেহ কালচে বাদামি, ডানার প্রান্ত কালো এবং ডানায় কোনো লাইন নেই। বুক ও বগল কালচে ধূসর, গলা সাদা। পিঠ জলপাই বাদামি, কোমর লালচে বাদামি, বড় চোখ, চোখের রঙ কালচে বাদামি এবং চোখের রিং সাদাটে; চোখ ও চঞ্চুর মাঝখানে ধূসর চামড়া। কালচে চঞ্চুর প্রশস্ত গোড়া হলদে; পা হলদে।

এপ্রিল থেকে জুন মাসে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, চীনের দক্ষিণাঞ্চল এবং থাইল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এরা প্রজনন করে থাকে। প্রজনন মৌসুমে এরা ঘাস, লতাপাতা, শুকনা খড়, মস ইত্যাদি দিয়ে গাছের চিকন ডালে 'কাপ' আকৃতির বাসা তৈরি করে। স্ত্রী পাখিটি সেখানে প্রজনন মৌসুমে দুই থেকে চারটি ডিম দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ধীরে ধীরে কমছে পরিযায়ী পাখির আগমন। এর অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে পরিবেশদূষণ, অধিক হারে গাছপালা নিধন, পর্যাপ্ত গাছের অভাব, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও জলাশয় ব্যবস্থাপনার অভাব; সর্বোপরি জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন। এসব কারণে পাখির নিরাপদ আবাসস্থল বিনষ্ট হচ্ছে। কমে যাচ্ছে পাখিদের খাদ্য ও খাদ্যের উৎস।

কার্জন হলে হঠাৎ এই প্রজাতির পাখির দেখা পাওয়ার অন্যতম কারণ, দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে মানুষের বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকা। ভবিষ্যতে এই ক্যাম্পাসে আরও নতুন পাখির আগমন হবে, যদি ক্যাম্পাস আরও সবুজায়ন করা হয়। সে জন্য শুধু কার্জন হল নয়, পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যতটা সম্ভব দেশি গাছ রোপণ করা প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানো দরকার

সংবিধান নিয়ে সেমিনার

পুনর্লিখন নয়, সংবিধান সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভার ক্ষমতার পৃথক্‌করণ করতে হবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'গণতান্ত্রিক শাসন উত্তরণের জন্য সাংবিধানিক সংস্কার' শীর্ষক পরামর্শমূলক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন মাহ্‌ফুজ আনাম। পাশে মো. আবদুল মতিন, সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন এবং সি এ এফ দৌলা। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

এখন সংবিধান পুনর্লিখন বা সংশোধন করা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলছে। কিন্তু পুনর্লিখন নয়, সংবিধান সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিচার বিভাগকে স্বাধীন করতে হবে। নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভার ক্ষমতার পৃথক্‌করণ করতে হবে।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল শনিবার আয়োজিত 'গণতান্ত্রিক শাসন উত্তরণের জন্য সাংবিধানিক সংস্কার' শীর্ষক এক পরামর্শমূলক সেমিনারে এমন মতামত উঠে আসে। গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ (বিআইপিএস) আয়োজিত এই সেমিনারে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আইনজীবী, সংবাদপত্রের সম্পাদক, আইনের শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি বক্তব্য দেন।

মতবিনিময় সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. আবদুল মতিন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফসল এবার যাতে বেহাত না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনকে যে নামেই ডাকেন, এটি একটি সফল আন্দোলন। যে কারণে মানুষের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসা স্বৈরশাসককে দেশ থেকে পালাতে হলো। এই যে সরানো হলো, এটি হলো সাংবিধানিক অধিকার। সব অধিকার লেখা থাকে না। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও উদাহরণ তুলে ধরেন।

বিচারপতি মতিন বলেন, শাসনতন্ত্রের সংস্কার বলেন, পুনর্লিখন বলেন, যা-ই বলেন, এটির অধিকার কার? অধিকার তাঁদেরই, যাঁরা এই পরিবর্তন (সরকার পরিবর্তন) এনেছেন।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। বিষয়টি উল্লেখ করে বিচারপতি আবদুল মতিন বলেন, 'পাঁচ বছর পর হলেও গণতন্ত্রের একটু স্বাদ পেতাম। (আগে) নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। একটি ব্যবস্থা করা গেল ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় দু-তিনটি নির্বাচন ভালোই করলাম। পরে সেটি আবার বেহাত হয়ে গেল।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাও অপপ্রয়োগ হয়েছে উল্লেখ করে বিচারপতি আবদুল মতিন বলেন, এটিকে মেরামত করা যেত। কিন্তু এটিকে এমনভাবে বাধাগ্রস্ত করা হলো, নির্বাচন বলতে কিছুই থাকল না। ২০১৪ সালে একটি নির্বাচন হলো, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো না, ১৫৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য হয়ে গেলেন। এরপর ২০১৮ সালে দেখা গেল রাতের বেলায় ভোট হয়ে গেল। আর ২০২৪ সালে দেখা গেল 'ডামি নির্বাচন'। ত্রয়োদশ সংশোধনী যদি থাকত, অন্তত মন্দের ভালো একটি নির্বাচন হতে পারত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করে বিচারপতি আবদুল মতিন বলেন, যারা ক্ষমতায় যায়, তাদের নির্বাচনের প্রতি একটি ভয় থাকে যে নির্বাচন করা মানে চলে যাওয়া।

সভাপতির বক্তব্যে হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন বলেন, 'এত সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন হলো, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। পরবর্তী সময়ে কী পেলাম? ফল শূন্য। এই ছাত্র-জনতা যদি এগিয়ে না আসত, তাহলে যে গর্তে পড়েছিলাম, সেখানেই থাকতে হতো।'

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে নতুন সুযোগ এসেছে উল্লেখ করে *ডেইলি স্টার* সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'একটি বক্তব্য এসেছে, আমরা কি নতুনভাবে সংবিধান লিখব, নাকি আগেরটি সংশোধন করব। আমার মত হচ্ছে আগেরটার সংশোধন করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, আগেরটির মধ্যে অনেক মূল্যবান বক্তব্য আছে। ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি আছে। এটিকে আরও গণতান্ত্রিক করা, আরও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের সরকার না আসে, যারা সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারে। এ জন্য সংশোধন দরকার।'

সংবিধান সংশোধনে কী কী করা যেতে পারে, সে বিষয়েও কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন মাহ্‌ফুজ আনাম। নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথক্‌করণের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিচার বিভাগের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব হয়েছিল। আইন বিভাগ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেনি। সেটি ক্ষমতাসীন দলের 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসেবে কাজ করেছে। সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল নির্বাহী বিভাগের কাছে। সেটির পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে।

মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা সর্বোপরি সংবিধান লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, সেটি নির্ধারণ করে বিচার বিভাগ। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দরকার। গণমাধ্যম যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেটি দরকার। নতুন নতুন আইন করে গণমাধ্যমকে কুক্ষিগত করা হয়েছিল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। সর্বশেষ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং পরে সেটির পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা আইন বলতে গেলে গণমাধ্যমকে হত্যা করার প্রয়াস। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে মনে করেন মাহ্‌ফুজ আনাম।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, বর্তমানে যাঁরা সংবিধান পুনর্লিখন বা নতুন সংবিধান লিখতে চাইছেন, তা তাঁদের এখতিয়ারে নেই। তবে সংবিধান সংশোধন হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের সভাপতি সি এ এফ দৌলা, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী উত্তম কুমার দাস, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

গ্রেপ্তার আরও ৬, কুমিল্লার মামলায় আসামি শতাধিক

প্রতিনিধি, *লক্ষ্মীপুর* ও **সংবাদদাতা**, *কুমিল্লা*

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর ১৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ রেখে আন্দোলনের নামে গ্রাহকদের ভোগান্তি দেওয়া, রাষ্ট্রবিরোধী আচরণ ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করার অভিযোগে চান্দিনা থানায় শুক্রবার মামলাটি হয়। এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে লক্ষ্মীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপমহাব্যবস্থাপক আলী হাসান মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামকে (৪৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে তাঁকে মিয়ার বেড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি রাজধানীর খিলক্ষেত থানায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

খিলক্ষেত থানায় বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে সমিতির ১৫ কর্মকর্তাকে আসামি করে দুটি মামলা হয়। এতে গ্রেপ্তার হয়ে তিন দিনের রিমান্ডে রয়েছেন ছয়জন।

কুমিল্লার মামলার বিষয়ে চান্দিনা থানার ওসি মো. নাজমুল হুদা বলেন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) কুমিল্লা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মিল্টন ঘোষ শুক্রবার দুপুরে মামলাটি করেন। মামলায় ছয়জনের নাম উল্লেখ করে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)-১-এর ১০০ থেকে ১৫০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কুমিল্লার কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ করে দেন পবিস-১-এর কর্মীরা। এতে লক্ষাধিক গ্রাহক ভোগান্তির শিকার হন। একই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় দফা বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আন্দোলন চালালে চান্দিনার পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয় ঘেরাও করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে আটক করে।

আরইবি ও পবিস একীভূতকরণ এবং অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়নসহ চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন পবিসের কর্মীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার পবিসের ২০ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করে আরইবি। এ ঘটনার প্রতিবাদে পবিসের কর্মীরা জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেন। অবশ্য ওই দিন রাতে তাঁরা বিদ্যুৎ চালু করেন এবং আজ রোববার পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দেন।

সরকারি কর্মচারীরা সহযোগিতা না করলে নতুন নিয়োগ

চট্টগ্রামে শ্রম উপদেষ্টা

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ ও সহনীয় মূল্যে চট্টগ্রামে ট্রাকে পণ্য বিক্রির বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

আসিফ মাহমুদ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তারা সরকারকে যদি সহযোগিতা না করেন, তাহলে প্রয়োজনে প্রথা ভেঙে নতুন নিয়োগ দেওয়া হবে প্রশাসনে।

গতকাল শনিবার সকালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে চট্টগ্রাম বিভাগ ও জেলার সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। বৈঠকে দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ রোধে ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সরকারি কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে প্রশাসনে স্থবিরতা বিরাজ করছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, 'এটার জন্য আমাদের সর্বশেষ ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। হয়তো আমাদের কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আসলে এখানে একটা বিপ্লব হয়েছে। আপনারা অনেকেই হয়তো বুঝে উঠতে পারছেন না আমার মনে হয়। বিপ্লবের পর কোনো কিছু সিস্টেমের ভিত্তিতে চলে না। এখনো আমরা সিস্টেমটাকে বজায় রেখেছি। আমরা প্রত্যাশা করি, আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এটি বজায় রাখার জন্য। কিন্তু সিস্টেম যদি ভাঙার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সিস্টেম ভাঙব এবং প্রয়োজনে নিয়োগ দিয়ে নতুন নতুন লোক বসাব।'

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ ও সহনীয় মূল্যে চট্টগ্রামে ট্রাকে পণ্য বিক্রির বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'আপনাদের এত এক্সপার্টিস (অভিজ্ঞ কর্মকর্তা), পড়াশোনা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকার পরও যদি করতে না পারেন, তাহলে নতুনদের নিয়ে আসি। আপনাদের দিয়ে আমরা কী করব।'

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে কর্মকর্তাদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে জানিয়ে আসিফ মাহমুদ বলেন, 'টাস্কফোর্স বা ভোক্তা অধিকার, আপনারা কয়টা অভিযান পরিচালনা করেছেন, কী পরিমাণ কাজ করেছেন, সে বিষয়ে আমি কিছুই পাইনি। আমাকে বাণিজ্যসচিব তিন দিনের টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। আমি এক দিন সেখানে চট্টগ্রামের নাম পেয়েছি, বাকি দুই দিন চট্টগ্রামের নামই নেই। ৪০ থেকে ৪৫টি জেলায় টাস্কফোর্স অভিযান করেছে; কিন্তু চট্টগ্রামে গত তিন দিনের মধ্যে দুই দিনই আসলে কোনো অভিযানই হয়নি। আমার মনে হয়, এই জায়গায় আপনাদের সদিচ্ছার ঘাটতি আছে কিংবা সরকারের প্রতি অসহযোগিতার একটা ব্যাপার আছে।'

চেম্বারে হট্টগোল, ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ

এদিন বিকেলে চট্টগ্রাম চেম্বারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা আসার আগে চেম্বারে হট্টগোল করেন ব্যবসায়ীরা। এ সময় চেম্বারের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহকে সভাকক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। বেলা তিনটায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে।

বিকেল চারটার দিকে উপদেষ্টা সভাকক্ষে আসেন। এর আগে বেলা তিনটা থেকেই ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় চেম্বারের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ সামনের সারিতে বসা ছিলেন। একপর্যায়ে পেছনের সারিতে থাকা ব্যবসায়ীরা হট্টগোল শুরু করেন। এ সময় তাঁরা মাহফুজুল হক শাহকে আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর ও পরিবারতন্ত্রের অংশ হিসেবে স্লোগান দেন।

এ সময় মাহফুজুল হক উত্তেজিত ব্যবসায়ীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে একপর্যায়ে তিনি আসন ছেড়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। তিনি সভাকক্ষ ত্যাগের পর ব্যবসায়ীরা শান্ত হন।

উপদেষ্টা আসার পর ব্যবসায়ীরা ফ্যাসিবাদ সরকারের সময়ে চট্টগ্রামের বন্দর, কাস্টমস ও চট্টগ্রামে চেম্বারকেন্দ্রিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। বক্তারা চট্টগ্রাম বন্দরের আওতাধীন আইসিডির অতিরিক্ত চার্জ, ব্যবসায়িক হয়রানি, ট্যাক্স ও ভ্যাটের নামে হয়রানি, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের এক্সেল লোড, বন্দর শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, শ্রমিকদের টিসিবির মাধ্যমে রেশন কার্ড, বাণিজ্য সংগঠনগুলোয় দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানান।

ফটোসেশনের পর ভর্তুকির কৃষিযন্ত্র 'গায়েব'

পাবনার সুজানগর

চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিটি কৃষিযন্ত্র অন্তত তিন বছর ব্যবহার করতে হবে। কৃষি বিভাগের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাবে না।

সরোয়ার মোর্শেদ, *পাবনা*

পাবনার সুজানগর উপজেলায় কৃষকদের জন্য ৩১ লাখ টাকার ৯টি আধুনিক কৃষিযন্ত্র দেওয়া হয়েছে ১৫ লাখ ৫০ হাজার টাকায়। বাকি ১৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। আনুষ্ঠানিকভাবে এসব কৃষিযন্ত্রের মধ্যে ৫টি কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করেছে কৃষি বিভাগ, হয়েছে ফটোসেশনও। তবে ৩টি কৃষিযন্ত্রের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, কৃষিযন্ত্রগুলো কৃষকদের বাড়িতে পৌঁছায়নি। হস্তান্তর অনুষ্ঠানের পরপরই যন্ত্রগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সুজানগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুজানগরে কৃষকদের জন্য ৯টি আধুনিক কৃষিযন্ত্র বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৫টি গত ৬ মে উপজেলা কৃষি বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষকদের কাছে হস্তান্তর করে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও দামিটি ছিল কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন। কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিটি কৃষিযন্ত্র অন্তত তিন বছর ব্যবহার করতে হবে। কৃষি বিভাগের অনুমতি ছাড়া যন্ত্রগুলো হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাবে না।

কৃষি বিভাগের তালিকা অনুযায়ী, পাঁচটি কৃষিযন্ত্রের একটি রিপার মেশিন (ধান ও গম কাটার যন্ত্র) পেয়েছেন ভায়না গ্রামের আনিসুর রহমান। একটি মেইজ শেলার মেশিন (ভুট্টা কাটার যন্ত্র) পেয়েছেন গোপালপুর গ্রামের ইয়াসিন আলী প্রামাণিক। বাকি তিনটি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিনের (ফসল লাগানো, কাটা, শুকানো, ঝাড়া, মাড়াই সবকিছু করা যায়) মধ্যে একটি পেয়েছেন আদোয়া গ্রামের দুলাল সরদার, একটি উত্তর বনকোলা গ্রামের আরিফুল ইসলাম এবং অপরটি পেয়েছেন হাটখালি দক্ষিণ পাড়া গ্রামের জয়নাল শেখ।

আদোয়া গ্রামের কৃষক দুলাল সরদারের বড় ভাই আলাল সরদার বলেন, তিনি তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে কোনো দিন ওই যন্ত্র (কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন) দেখেননি। তাঁর ভাইয়ের এমন যন্ত্র আছে বলেও শোনেননি।

আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকির কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হয়। ৬ মে সুজানগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে। ছবি : সংগৃহীত

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পাঁচটি কৃষিযন্ত্রের মধ্যে রিপার মেশিন ও মেইজ শেলার দুই কৃষকের বাড়িতে আছে। কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন তিনটি কোনো কৃষকের বাড়িতে পৌঁছায়নি।

১৬ অক্টোবর ওই তিনজন কৃষকের বাড়িতে গিয়ে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন পাওয়া যায়নি। তিনজনের কাউকে বাড়িতেও পাওয়া যায়নি। তিনজনের মুঠোফোন নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়। তাঁদের বাড়ির লোকজন, এমনকি প্রতিবেশীরা যন্ত্রগুলো দেখেননি বলে জানান। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, যন্ত্রগুলো তাঁরা গ্রহণ করলেও কেউ এলাকায় নেননি। হয়তো তাঁরা যন্ত্রগুলো বেশি দামে বিক্রি করে দিয়েছেন।

আদোয়া গ্রামের কৃষক দুলাল সরদারের প্রতিবেশী আকমল হোসেন বলেন, অন্য এলাকা থেকে ধান কাটার যন্ত্র তাঁদের গ্রামে আসে। তাঁরা এসে টাকার বিনিময়ে ধান কেটে দিয়ে যান। কিন্তু গ্রামের কারও এই যন্ত্র আছে বলে তিনি জানেন না।

বোনকোলা গ্রামের আরিফুল ইসলামের প্রতিবেশী মো. মনিরুজ্জামান জানান, তিনি জানেন না আরিফুলের কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন আছে। আরিফুলের বাড়িতে মেশিনটি দেখেননি।

জানতে চাইলে সুজানগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাফিউল ইসলাম বলেন, যন্ত্রগুলো তাঁরা সরাসরি কৃষকদের দেন না। কৃষকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প থেকে অনুমোদন হলে কৃষকদের পছন্দ অনুযায়ী কোম্পানির সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করিয়ে দেন। ভর্তুকির টাকা ঢাকার প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয় থেকেই অনুমোদন হয়। পরবর্তী সময়ে কিছু শর্ত সাপেক্ষে কৃষকদের যন্ত্রগুলো দেওয়া হয়। শর্ত অনুযায়ী, তিন বছরের আগে কৃষকেরা এসব যন্ত্র অন্য কোথাও সরাতে পারবেন না। সরাতে হলে কৃষি বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে।

সব শর্ত মেনেই কৃষকদের মেশিনগুলো দেওয়া হয়েছিল উল্লেখ করে রাফিউল ইসলাম বলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁরা মেশিনগুলো অন্যত্র সরাতে পারেন। কিন্তু সরানোর কোনো অনুমোদন নেননি। তবে শর্ত অমান্য করলে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান আছে। আগামী ২০ দিনের মধ্যে তাঁদের যন্ত্রগুলো হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তালিকায় থাকা তিন কৃষকের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি এবং মুঠোফোন নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়। অবশ্য পরে সরকারি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন পাওয়া কৃষক আরিফুল ইসলাম মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি কিছু বাড়তি আয়ের জন্য তাঁর যন্ত্রটি সিলেটের হাওরে ধান কাটতে পাঠিয়েছেন। দ্রুতই সেটি এলাকায় নিয়ে আসবেন। কৃষি বিভাগের অনুমোদন বিষয়ে তিনি বলেন, অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টি মনে ছিল না।